ছাত্র-জীবন।

শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত।

কলিকাতা

৪৬ নং পঞ্চাননতলা লেন, ভারত মিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৮ সন।

সূচী পত্র।

ছাত্র-জীবন।

বালক যে সময় শিক্ষা আরম্ভ করে, গুরুর অধীন থাকিয়া যখন স্নেহ-মমতায় পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয় শিখিতে থাকে, জীবনের সেই প্রত্যুষ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারে সংসারী হওয়ার সময় পর্য্যন্ত কালকে আমরা এস্থলে ছাত্র-জীবন বলিয়া লক্ষ্য করিব। সমস্ত বাল্যকাল, যৌবনের কতকাংশ ছাত্র জীবনের অন্তর্ভূ‌ত। বালক গৃহে বসিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনসমীপে বাচনিক শিক্ষা করুক, অথবা পুস্তক পাঠ করিয়াই জ্ঞান লাভ করুক; কিম্বা বিদ্যালয়ের নিম্নতম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুচ্চ স্থান আরোহণেই সমর্থ হউক; অথবা কোন ব্যবসায় বা কৌশল কাহারও নিকট শিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোন পন্থা অবলম্বন করুক, তাহার জীবন ছাত্র-জীবন। ছাত্র-জীবন শিক্ষার সময়। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলের সমক্ষে সমভাবে বর্ত্তমান। প্রকৃতি কাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া আপনার গুপ্তভাণ্ডার খুলিয়া দিতেছেন না, অথবা কাহাকেও বিশেষ নিগ্রহ করিয়া আপনার অনন্ত জ্ঞানরত্ন তাহা হইতে লুকাইয়া রাখিতেছেন না। যে ব্যক্তি স্বাধীনচেতা, পুরাতন কথা গ্রাহ্য করে না, পুরাতন পথে চলিতে চায় না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা বিশ্বাস করিতে পরাঙ্মুখ, প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কাহারও শিষ্যত্ব স্বীকার করে না, প্রকৃতির উপদেশ গ্রহণ করিয়া নূতনভাবে অভিনব পথ আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার জীবনও ছাত্র-জীবন।

আমরা একথা বলিতেছি না যে, সংসারে প্রবেশ করিবামাত্র শিক্ষার প্রয়োজন শেষ হইল; বরং বিশেষ শিক্ষা মাত্র তখনই আরম্ভ হয়। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত বিষয় সাধারণতঃ শিক্ষা হয় মাত্র, সে সমুদয়

শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবার স্থান সংসারক্ষেত্র। এমনও অনেক বিষয় আছে যাহা শিক্ষা করিতে বালকের অধিকার নাই, সংসার-প্রবিষ্ট যুবকমাত্র তাহা শিখিতে সমর্থ। আবার জ্ঞান এমনই প্রয়োজনীয় পদার্থ যে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাহা উপার্জ্জন করিলেও আবশ্যকীয় সমস্ত জ্ঞা॰ লাভ হয় না, অথবা জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং বাল্যকাল শিক্ষার সময় বলিলে কথাটি ঠিক শুদ্ধ হয় না, সমস্ত জীবনই শিক্ষার সময়। বাল্য-জীবন সাধারণ শিক্ষার সময়। আমরা এস্থলে সেই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রথম সময়, সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়কে এস্থলে ছাত্র-জীবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। বালক তাহার বুদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপভাবে শিক্ষা করিবে, কি কি আচরণ করিবে, কিরূপে সংসারে সংসারী হইবার জন্য প্রস্তুত হইবে, আমরা ছাত্র-জীবন শীর্ষক এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব।

ছাত্র-জীবন জীবনের বড় কঠিন অংশ। শিশুকে বালক, বালককে যুবক এবং যুবককে সংসারী করা ছাত্র-জীবনের কার্য্য। যে সময় জানি বা বুঝিবার শক্তি থাকে না, অথচ বিধাতৃবিধানে তাহারও অগঠিত মনে জানিবার একটী বাসনা বলবতী থাকে; তখন অবধি আরম্ভ করিয়া যদি কেহ মানব-জীবন অধ্যায়ে অধ্যায়ে অধ্যয়ন করে, তাহার কার্য্যকলাপ, জ্ঞানবিস্তার, ভ্রমপ্রমাদ দোষগুণ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে থাকে, তবে তাহার মনে কত সুখ, কত দুঃখ, কত হর্ষ, কত বিষাদ যে উপস্থিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। মানবের শরীর ও মনের ক্রমোপচয়, সেই মহাবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লব, মুকুলফল প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করা সামান্য কথা নহে। তাহার জ্ঞান বিস্তার, দেবোপম কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একবার আহ্লাদে উল্লাসিত হইতে হয়; আবার তাহার মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও তজ্জনিত শোচনীয় পরিণাম পরিদর্শন করিয়া, শোকে দুঃখে ঘৃণা লজ্জায় মর্ম্মাহত হইতে হয়। ছাত্র-জীবন সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে ভূলোকবাসিমানব দেবলোক বাসের উপযুক্ত হয়, আবার তাহার দুর্ব্ব্যবহারে সেই মানব পিশাচের নিকটও ঘৃণিত হয়। সে সমস্ত বিষয় যথাতথ সমালোচনা করা এস্থলে সম্ভবপর নয়। এস্থলে আমরা কেবল ছাত্র-

চরিত্র।

জীবনের গঠন, জীবনের কর্ত্তব্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। জীবন-বৃক্ষে চরিত্র মূল, স্বাবলম্বন তাহার কাণ্ড, শিক্ষা তাহার শাখাপ্রশাখা, মিতব্যয়িতা এবং মিতাচারিতা তাহার পত্রপল্লব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তাহার পুষ্প ও ফল। ছাত্র-জীবন পর্য্যালোচনা করিতে আমরাও চরিত্র, স্বাবলম্বন, শিক্ষা, মিতব্যয়িতা ও মিতাচারিতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, ক্রমে ক্রমে তাহা বলিব।

চরিত্র।

যে, যে ভাবে আচরণ করে, আপনা হইতে যে প্রণালীতে তাহার মন ও কার্য্য গঠিত হয়, তাহাই তাহার চরিত্র। যাহা একবার গঠিত হইলে আর পরিবর্ত্তন সহজ সাধ্য থাকে না, একবারে প্রকৃতিগত, স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহাই চরিত্র। জীবনের সেই স্বভাবজ গতিবিধি রীতিনীতি চরিত্র বলিয়া অভিহিত। চরিত্র আপনার অদৃশ্যভাবে, জ্ঞানের অগোচরে তিল তিল করিয়া ধীরে ধীরে গঠিত হয়। কবে হইল, কিরূপে হইল, অন্যরূপ না হইয়া এরূপ হইবারইবা কারণ কি, তাহা শেষে চিন্তা করিয়াও অবধারণ করা যায় না। বস্তুর বর্ণের ন্যায়, সূর্য্যের আলোকের ন্যায়, জলের তরলতার ন্যায় চরিত্র মনুষ্য হইতে বিভেদ করা যায় না। কিরূপে যেন উভয় এক হইয়া যায়, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না।

কেবল চরিত্র শব্দ ব্যবহার করিলে এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ সচ্চরিত্রই বুঝিয়া লই। চরিত্রবান্ চরিত্রশীল প্রভৃতি শব্দ এক্ষণে আদর্শ চরিত্রের মহাপুরুষকেই লক্ষ্য করে। যদি মন্দ বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে আমরা কু, অসৎ, অসাধু, ঘৃণিত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা চরিত্রকে বিশেষ করিয়া থাকি মাত্র। চরিত্র শব্দের ইংরাজী ভাষায় যে প্রতিশব্দ আছে, সেইটির প্রতি নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি থাকাতেই ইংরাজী শব্দ প্রয়োগের অনুকরণে আমরা চরিত্র শব্দ কিঞ্চিৎ অসাবধানভাবে প্রয়োগ করি। বাস্তবিক চরিত্র শব্দে কু, সু উভয়বিধ চরিত্রই বুঝায়।

কাহার কিরূপ চরিত্র, অর্থাৎ কাহার আচরণ কিরূপ, কে কিরূপে চলে, তাহার স্বভাব কেমন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। আমরা অনেক সময় লোকচরিত্র বুঝিতে পারি না, বাহিরে যাহা দেখি তাহাতেই বিমুগ্ধ হই, ভিতরে কি আছে তাহা অনুসন্ধান করি না ; অথবা যদি অনুসন্ধান করি তাহা এত সামান্যভাবে করি যে সত্য নির্ণয় হয় না, সুতরাং আমরা অতি সহজে প্রতারিত হই। সংসার কপটতা পূর্ণ; জগতে কপটতার কৌশল বাহ্য সভ্যতার সহিত দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, সুতরাং সরলমতি লোক অতি সহজে ঠকে। এখনকার লোকের চরিত্রের দুইটী পৃষ্ঠ আছে, একটী আঁধার আর একটী আলো। একটীর নাম গোপনীয় বা ব্যক্তিগত চরিত্র,—তাহা পবিত্র হউক, অপবিত্র হউক অন্যে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিবে না, বলিলে তাহা ভদ্রতা বা সভ্যতাবিরুদ্ধ কার্য্য হইল। চরিত্রের যে অংশে অন্যের সহিত কার্য্য করে তাহা সাধারণ চরিত্র, তাহা সামাজিক চরিত্র, তাহাই এখনকার লোকে সমালোচনা করিয়া থাকে। এই প্রবন্ধে তাদৃশ সমালোচনা করিতে বসি নাই।

আমাদের মতে চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ দুই দিক নিতান্তই ঘৃণনীয়, নিতান্তই নিন্দনীয় কথা। যে প্রকৃত চরিত্রশীল সাধু, তাহার চরিত্র গ্রহগণের ন্যায় একপিঠ আঁধার একপিঠ আলোময় নহে। এই প্রবন্ধে আমরা তাদৃশ চরিত্রকেই মাত্র সচ্চরিত্র বলিব।

বাহ্যিক আকারের ক্ষমতা অসাধারণ। যাহাকে আমরা সুন্দর দেখি মন তাহার দিকে স্বতঃই ধাবিত হয় ; তাহার দোষ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে গুণটাই যেন আমাদের চক্ষে ভাসে। যাহা কিছু দেখিতে কদর্য্য তাহাতে প্রথমেই একটী ঘৃণার ভাব উদ্রেক করে। ঐ যে একটী লোক পথপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে, ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে, পথিকগণের মুখের দিকে দয়া-সলিল-কণার প্রত্যাশায় সতৃষ্ণ চাহিয়া আছে, তাহার শরীরে গলিতকুষ্ঠ দেখিয়া পথিকগণ পথের অপরপার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কি যেন নিকটে যাইয়া একটী পয়সা দিতেও যদি ঐ সংক্রামক মহারোগ কোনরূপে স্পর্শ করে। বাহিরের সংক্রামক রোগের ভয় আমাদের এতই প্রবল! আর ঐ যে একটী সুন্দর পুরুষ বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুশোভিত, যাহার অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয়,

বক্ষস্থলে স্বর্ণ-চেইন শোভা পাইতেছে, হস্তে হেমশীর্ষ-বেত্র; যে কথা কহিবার সময় কবি দার্শনিক প্রভৃতির মত দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনবরত উল্লেখ করিতেছে, যাহার মৃদুমধুর হাসি ও বাকপটুতা মনোমুগ্ধকরী, যাহার সূক্ষ্ম-বসন, মার্জ্জিতদশন, কুঞ্চিতকেশ, পরিচ্ছন্নবেশ, সকলের চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইতে, তাহার সহিত আলাপ করিতে, একবার তাহার সহিত মিশিতে, তাহার অমায়িক ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহার হৃদয়ে অকপট হৃদয় ঢালিয়া দিতে সকলেই কেমন ব্যগ্র!

এখন ঐ দুইজনকে বিচার কর, তাহাদের প্রকৃত ইতিহাস বলিতেছি। মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তি অতি উদারপ্রকৃতি; ঈশ্বরে তাহার দৃঢ় আস্থা, ধর্ম্মে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ, গুরুজনের প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি; তাহার চিত্ত সরল। সে মিতব্যয়ী ছিল; জীবনে কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শও করে নাই। সে কখনও কাহারও কুৎসা বা নিন্দা করে নাই, অনৃতবাক্যে তাহার পবিত্র রসনা একবারও কলঙ্কিত হয় নাই। পরোপকার তাহার জীবনের ব্রত, দান এবং অতিথি সেবা নিত্যকর্ম্ম ছিল। পরিবারের সকলে তাহাকে ভাল বাসিত, সমাজস্থ সকলে তাহাকে আদর ও সম্মান করিত। পরদুঃখ দেখিলে তাহার আত্মা গলিয়া যাইত। তাহার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ এবং হৃদয় ধূতুরা ফুলটীর মত অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সাদা ও পরিষ্কার ছিল। একদা নিরাশ্রয় একটী মহাব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিয়া তাহার হৃদয় দয়ায় আর্দ্র হয়, সে তাহাকে আপন বাটীতে আশ্রয় দিয়া স্বহস্তে তাহার ক্ষত স্থান সমস্ত ধৌত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছে। সে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ নিজে সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তির নিকট-আত্মীয় কেহ এখন বর্ত্তমান নাই, পরসেবায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহার এই দুরবস্থা।

আর, ঐ যে মনোমোহন যুবক দণ্ডায়মান, যাহার কথা শুনিবার জন্য এত লোক উৎকর্ণ, যাহার একটুকু হাসি দেখিবার জন্য এত চক্ষু বিস্ফারিত, তাহার অবস্থা কি? তাহার অন্তরে গলিত কুষ্ঠ,—দুর্গন্ধ পূরিত, কলুষিত। তাহার মনের ঘাগুলি অধিক ভয়ানক, তাহা কখনও ধৌত হয় নাই, ভ্রমেও কেহ তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করে নাই। সে চিরকাল রোগ গোপন করিয়া

হৃদয়ে পুষিয়াছে, এখন তাহার হৃদয়ময় নালি-ঘা, একস্থানে মুখ, কিন্তু শত দ্বার দিয়া পুঁজ, রক্ত অনবরতঃ নির্গত হইতেছে। তাহার মনের ঘায়ে বড় বড় পোকা পড়িয়াছে, ভিতরে তাহার অবিশ্রান্ত দংশন, কিন্তু হতভাগা কপট, লোকের নিকট তাহা গোপনকরণজন্য বাহিরে হাস্যমুখ। সংসারের সমস্ত মাদক দ্রব্যে তাহার আশক্তি। তাহার মনোবৃত্তিনিচয়ে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু পবিত্র ছিল সে সমস্ত ধ্বংশ হইয়াছে, তাহার উপর দুষ্প্রবৃত্তিনিচয় দণ্ডায়মান হইয়া উলঙ্গভাবে নৃত্য করিতেছে। তাহার শরীরে দয়ার লেশ নাই, পাপের ভয় নাই। তাহার মনে কুকর্ম্মে নিবৃত্তি নাই, বীভৎসে ঘৃণা নাই, নীচকার্য্যে অপমান নাই, অসত্য ব্যবহারে ধৃত হইলেও সে অপমান বোধ করে না। সে কুকার্য্যে অপব্যয়ী, সৎকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যয়কুণ্ঠ। পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা তাহার প্রকৃতিগত। পরের বিপদে তাহার আমোদ, পরের অনিষ্টে অনুরাগ। সে গুরু মানে না, লব্ধোপকার ভ্রমেও স্বীকার করে না, ভক্তি-ভালবাসা স্নেহমমতা মুহূর্ত্ত জন্যও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। সে মুখে এখন যাহার সহিত মধুরালাপ করিতেছে, মনে তাহাকেই আবার তখনই ঘৃণা করিতেছে। তাহার নিকট সংসারে কেহই ভাল লোক নহে, আপনার তুল্য প্রকৃতির লোকে সংসার পরিপূর্ণ, বলিয়া দেখাইতে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। পরমপবিত্র মহাপুরুষও তাহার নিকট মন্দ। পরদুঃখ কাহাকে বলে তাহা সে জানে না, জগতে কাহারও জন্য সে একবিন্দু অশ্রুপাত করে নাই। সে পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করে না, যাহার হৃদয়ে কোনরূপ বিশ্বাস আছে তাহার বিবেচনায় সে অতি নির্ব্বোধ। যে তাহাকে বিশ্বাস করে, তাহার মৃদুমধুর আলাপে আকৃষ্ট হইয়া সদুপদেশ এবং উপকার লাভজন্য তাহার প্রতি নির্ভর করে, সেই সরল হৃদয় সাধু ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সর্ব্বাগ্রে সাধন করিতে সে সতর্ক। এখন বল দেখি, বাহিরের মহারোগাপেক্ষা ভিতরের মহারোগ অধিক ভয়ানক কি না? শরীরের গলিতকুষ্ঠাপেক্ষা মনের গলিতকুষ্ঠ অধিক ঘৃণিত কি না? তুমি যাহাকে বাহ্যিক আকার দৃষ্টে ঘৃণা করিয়াছিলে, সে দেবতা, আর যাহার বাহিরের সৌন্দর্য্য দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়াছিলে, সে নরপিশাচ।

বাস্তবিক বাহিরের গলিতকুষ্ঠ অধিক সংক্রামক অধিক ভয়ানক নহে।

ভিতরের গলিতকুষ্ঠ অনেক অধিক সংক্রামক, মারাত্মক, ভয়ানক। বাহিরে যাহা দেখা যায়, তাহার চিকিৎসা আছে, সহজে ধৌত করা যায়, ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইতে দূরে থাকা যায়। কিন্তু কপট পাপীর মনের ঘা সহজে কেহ দেখিতে পায় না; সে গোপন করে, চিকিৎসা করায় না। তোমার সন্দেহ নাই, তাহার মনে তোমার সরল মন মিশিতে দিতেছ, তোমার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তাহার মনের রোগ তোমার মনে সংক্রামিত হইতেছে, মনে ঘা বসিতেছে। তুমি তাহা দেখিতেছ না, বুঝিতেছ না, অথচ সুন্দর মনটি পচিতেছে। যাহা দেখা যায়, তাহা সহসা প্রাণনাশক হয় না। তোমার গন্তব্য পথে একটী কূপ আছে দেখিতেছ, তুমি একটুকু ঘুরিয়া গেলে, বিপদ হইল না। কিন্তু সেই কূপ যদি বালুকা দ্বারা ঢাকা থাকে, তাহা হইলে তোমার পতন নিশ্চয়। সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ানক হিংস্র-জন্তুও দৃষ্টিগোচর হইলে প্রাণরক্ষার বিস্তর উপায় চলে, কিন্তু তোমার অঙ্গুলীর ভর সয় না এমন ক্ষুদ্র সর্পও অন্ধকারে দংশন করিয়া তোমার প্রাণনাশ করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সংসারে অধিকাংশ লোক এমনই স্থূলদর্শী এমনই ভ্রান্ত, যে, শরীরের কুষ্ঠ দেখিয়া শতহস্ত দূরে অবস্থান করে, কিন্তু মনের গলিতকুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সারাদিন অবস্থান করে, তাহার সঙ্গলাভ সুখকর মনে করে, তাহার আপাত মধুর আলাপে মুগ্ধ হয়, পরিশেষে অনেকে আপনার অজ্ঞাতসারে তিল তিল করিয়া তদ্রূপ মনোকুষ্ঠে আক্রান্ত হইয়া সমস্ত জীবন পচিয়া গলিয়া মরে, এবং যে ভাবে আপনি গিয়াছে সেইরূপ আর দশজনকে সঙ্গী করিয়া লয়।

চরিত্র বড় গুরুতর বিষয়, মানব-জীবনের সর্ব্বস্বধন। যাহার সাধুচরিত্র আছে তাহার সমস্তই আছে, সে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী; সে রাজার রাজা, পণ্ডিতের পণ্ডিত। তাহার মনের সুখ অতি নির্ম্মল অতি বিশুদ্ধ। যাহার চরিত্র-বল আছে, তাহার মনের বলও আছে। তাহার নিকট সংসার অবনত মস্তক; যে পাপপরায়ণ ব্যক্তি বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া সংসারে বিচরণ করে, কাহাকেও ভয় করে না, সেও যদি চরিত্র-বলে বলীয়ান কোন মহাপুরুষকে সম্মুখে দেখে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাহারও মস্তক তাঁহার নিকট নত হয়। সংসার পাপ-পূর্ণ হইলেও সতের সম্মান চিরদিন আছে, থাকিবে; অসতের প্রতি ঘৃণাও

তদ্রূপ চিরকাল আছে, থাকিবে। রাবণ, দুর্য্যোধন, শকুনি এ সময়ের কাহারও শত্রু নয়, আর রাম, যুধিষ্ঠির, দ্বৈপায়ন কাহারও মিত্র বা স্বগণ নয়; তবে রাবণ, দুর্য্যোধন, শকুনি এত ঘৃণার পাত্র কেন, তাহাদের পরাজয়ে সকলে প্রফুল্ল হয় কেন? আর রাম, যুধিষ্ঠিরের বনবাস, দুঃখ, দুর্দ্দশা পাঠ করিতে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়; তাঁহাদের জয়লাভে আত্মা উৎফুল্ল হয়, ইহারই বা কারণ কি? কেবল সংসারে সতে অনুরাগ এবং অসতে ঘৃণাই কি ইহার কারণ নহে? যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কোন কাব্য, নাটক, উপন্যাসে মানবহৃদয় এত আলোড়িত হইত না। সুতরাং জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহ করিতে, স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করিতে, সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক।

চরিত্র গঠন করিতে সর্ব্বপ্রথমে সত্যে অনুরাগ থাকা আবশ্যক। যাহা সৎ তাহা সত্য, যাহা অসৎ তাহাই অসত্য; সুতরাং জীবনে সৎপথে অগ্রসর হইতে সত্য সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজনীয়। যাহাতে বালক কখনও অসত্য না বলে, মিথ্যা কথা তাহার কর্ণগত না হয়, বিবেচক পিতামাতা, শিক্ষক, অভিভাবক সর্ব্বদা তাহাতে সাবহিত। যখন বালক ক্রন্দন করে, তখন তাহাকে ভূতের ভয়, বুড়ীর ভয়, আরও দশ রকম কল্পিত ভয়ের আলাপ দ্বারা অবসন্ন রাখা হয়। এ কার্য্যে অনেক দোষ, লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। ঐ বালক বালিকা নিশ্চয়ই ভীরু হইবে, ভূতের ভয়ে দিনের বেলায়ও একাকী চলিতে পারিবে না, তাহাদের মন সঙ্কুচিত হইবে এবং অসত্য পথে প্রবেশ করিবার প্রথম দ্বার প্রাপ্ত হইবে। তাহাদিগকে মিষ্ট বস্তু প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া একটী কার্য্য করাইয়াছ, অথবা ক্রন্দন থামাইয়াছ, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা করা কালে তাহা রক্ষা করা হইবে না, ইহা নিশ্চয়ই তুমি জ্ঞাত ছিলে, রক্ষাও করিলে না। তাহার ফল এই হইবে যে, তোমার ঐ সন্তানসন্ততি বাল্যকালেই শিখিল যে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই, মিথ্যা কথা বলাতে কোন দোষ হয় না। এইরূপে অল্পে অল্পে অদৃশ্যভাবে শত শত কোমল নির্ম্মল চরিত্র কলুষিত হইতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না। সত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলে চরিত্র পঙ্কিল হইতে পারে না। "আমি যে কার্য্য করিব, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহা আমায় বলিতে হইবে, আমি গোপন করিতে পারিব না, গোপন করা মনুষ্যের কার্য্য নহে," বালকের মনে

যদি এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে অসৎকার্য্য সে কখনও করিতে পারে না। কোনরূপ অসদনুষ্ঠান তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। সুতরাং চরিত্র গঠন করিতে হইলে বালক-মনে সর্ব্বাগ্রে সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ উৎপাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সত্যে আদর শিক্ষা করিতে করিতে তৎসঙ্গে আস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি জীবনে যে কোন কার্য্য করি, তাহার শাসনকর্ত্তা পুরস্কর্ত্তা আছেন, মনে এ বিশ্বাস না থাকিলে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং অসৎকার্য্যে নিবৃত্তি জন্মে না। কেবল তাহাই নহে; যিনি এই মনুষ্যজন্ম প্রদান করিয়া আজ আমাকে প্রাণী-জগতের রাজা, সমস্ত সুখসম্পদের অধীশ্বর করিয়াছেন, যদি আমি তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার না করি, তাঁহাকে একবার মনেও না করি, তাহা হইলে আমার মত অকৃতজ্ঞ আর কে আছে? সুতরাং মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দোষ অকৃতজ্ঞতা প্রথম হইতেই অভ্যাস হয়। যদি সম্পদের সময় গুণকীর্ত্তনের, আর বিপদের সময় নির্ভর করিবার একটী স্থল না থাকে, তাহা হইলে জীবন বিষাদময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, মরুভূমি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

বাস্তবিক ধর্ম্মবিহীন জীবন জীবনই নহে, অসার অস্তিত্বমাত্র; তাহার অবলম্বন নাই। যাহাতে ধারণ করে তাহার নাম ধর্ম্ম; তোমার জীবনে তোমাকে ধারণ করিবার কোন কিছু না থাকিলে তুমি কোন্ বস্তু অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইবে? আস্তিকতা ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। ধর্ম্ম বলিলেই যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি জাতিগত বা তদন্তর্গত কোন সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম মনে করিতে হইবে তাহা নহে। সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি বিষয় সাধারণ আছে, তাহার নাম মানবধর্ম্ম; সর্ব্বপ্রথমে সেই সমস্ত শিক্ষা করা আবশ্যক। আধ্যাত্মিক কার্য্যকলাপ বা উপাসনা প্রণালীই মাত্র ধর্ম্ম নহে, তাহা সময়ের সহিত অল্পে অল্পে অভ্যাস হয়। যদি মানবধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না।

সেই মানবধর্ম্ম শিক্ষা করিতে তাহারও মূলে সত্য এবং আস্তিকতা দেখিতে

পাইবে। যাহা কিছু সৎ তাহাই মানবধর্ম্ম, যাহা কিছু প্রাণীহিতকর তাহাই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তি ভালবাসা, পরোপকার, পরদুঃখ-কাতরতা, ঔদার্য্য সারল্য, সহিষ্ণুতা স্বদেশানুরাগ, পাপে ঘৃণা পুণ্যে আদর, সৎসঙ্গলিপ্সা কুসঙ্গে ঘৃণা এ সমস্তই মানবধর্ম্ম। সকল দেশে, সকল ভাষায়, সকলশাস্ত্রে, একথা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে দ্বিধা নাই, মত-ভেদ নাই, সন্দেহ নাই; সমস্তজাতি একবাক্যে এসমস্ত স্বীকার করিতেছে। যে সকল বিষয়ে সমস্ত পৃথিবী ঐক্য তাহা অভ্রান্ত; সুতরাং চরিত্রবান হইতে ঐ সমস্ত গুণ বাল্যকাল হইতে আয়ত্তাধীন করা কর্ত্তব্য।

সকলেই জানে বালক বালিকা সরলহৃদয়ে নিষ্পাপমনে প্রফুল্লতার সহিত সংসারে প্রবেশ করে, সে চিত্র কেমন মনোমদ এবং তৃপ্তিপ্রদ! কেহ কি উদ্যানময় গোলাপ বা বেলফুল দেখিয়াছ? শারদীয় প্রভাতে শেফালিকা-পুষ্প স্তরে স্তরে উড়িয়া বসিতে দেখিয়াছ, বসন্তে বকুলবৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়াছ? কেহ কি পূর্ণিমারজনীর শেষভাগে নৌকাপথে প্রফুল্ল কুমুদরাশির, অথবা মধ্যাহ্নে প্রস্ফুটিত পদ্মবন মধ্যদিয়া গমন করিয়াছ? তখন, অনিলে আন্দো-লিত, তরঙ্গায়িত সেই গোলাপ, বেল, শেফালিকা, বকুল, কুমুদকমল যদি সহৃদয়ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাক, তবে তখন এই সংসারক্ষেত্রে সঞ্চরমাণ কচি কচি বালক বালিকার চিত্র অবশ্যই তোমার মনে উদয় হইয়াছে। শিশুর হাসিমুখ আর প্রস্ফুটিত কুসুম উভয়ই এক, মন আপনা হইতেই দর্শন মাত্রে প্রফুল্ল হয়, উত্তালতরঙ্গ যেমন জলভার বহনে অসমর্থ হইলে বিস্ফারিত হইয়া পড়ে, উৎফুল্ল হৃদয়ের সে উল্লাসও যেন চারিদিকে তেমনই ছড়াইয়া পড়ে। শিশুর হাসি ঊষাদেবীর প্রভাত প্রচার,—আপনি হাসে জগৎ হাসায়। সেই সারল্যপূর্ণ মুখশ্রী নিরীক্ষণ করিবার সময় যদি কেহ মনে করে, একদিন এই সমস্ত প্রফুল্লতা বিষাদে পরিণত হইবে, পবিত্রতার বিমল কৌমুদী পাপ-মেঘে ঢাকিয়া ফেলিবে, সরলতা কুটিলতায় গ্রাস করিবে; তখন, কাহার মন না দুঃখে অভিভূত হয়? কাহার চিত্ত না অবসন্ন হইয়া পড়ে? কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, অভিভাবকের অসাবধানতায়, শিক্ষার দোষে অধিকাংশ স্থলেই সেই পৌর্ণমাসীতে অমানিশির আবির্ভাব দেখা যায়। তাঁহারা যদি প্রথম হইতে সাবধান হন, যাহা কিছু সৎ তাহাই বালকের সমক্ষে আনয়ন করেন,

যাহা কিছু অসৎ তাহাই তাহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখেন, চরিত্র গঠনে সর্ব্বদা সচেষ্ট রহেন, তাহা হইলে আর এ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে না।

সদ্দৃষ্টান্ত চরিত্র গঠনের এক প্রধান সহায়। বানর অনুকরণপ্রিয় বলিয়া মনুষ্য তাহাকে লইয়া এত আমোদ করে। কিন্তু চিন্তাশীলমন দেখিতে পায়, সংসারে নবাগত মানব যেরূপ অনুকরণ পরায়ণ, বানর তাহার শতাংশের একাংশও নহে। নূতন মন জলের ন্যায় তরল, যাহা তাহার সমক্ষে ধর তাহারই ছায়া পড়িবে। সুতরাং যে পিতা বা গুরু আপন সন্তানসন্ততি বা শিষ্যকে সচ্চরিত্র করিতে চান, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে নিজের চরিত্র এবং পার্শ্ববর্ত্তী সকলের চরিত্র সৎ করা উচিত, নতুবা কদাচ সিদ্ধার্থ হইবেন না। বালক বালিকা সংসারে শিক্ষার্থী, তাহাদের সমস্ত ক্রীড়া বৃদ্ধের কার্য্যকলাপের অনুকরণ; যে বর্ণের দর্পণ সম্মুখে ধর তাহারা সমস্ত বস্তু সেই বর্ণের দেখিবে। সুতরাং কাপট্যের বর্ণবিহীন স্ফটিকশুভ্র-চরিত্র-দর্পণ তাহাদের সম্মুখে রাখিও, যেন তাহারা প্রকৃত বস্তু বুঝিতে পারে।

তুমি রাজা, অমিত ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যাইতেছ। তোমার উত্তরাধিকারীকে যদি চরিত্রশীল শিক্ষিত যুবক রাখিয়া যাইতে না পার, তাহা হইলে সে নিঃস্ব, তাহার সম্বল কিছুই নাই—অর্থ আছে তাহার সদ্ব্যবহার নাই, সামর্থ্য আছে তাহার উপযুক্ত প্রয়োগ নাই, কার্য্যানুষ্ঠান আছে, যশ নাই; তবে তাহার আছে কি? তাহার অর্থ ঐ স্তূপাকার লোষ্ট্ররাশি হইতেও অকর্ম্মণ্য। লোষ্ট্ররাশি পড়িয়া আছে, কাহারও কিছু অনিষ্ট করে না, কিন্তু চরিত্রবিহীনের হস্তে ঐ স্তূপাকার স্বর্ণবাশি তাহাব পাপ-বাণিজ্যের মূলধন, অনিষ্টের উপাদান এবং সর্ব্বনাশের সাধনমাত্র।

চরিত্রশীল ব্যক্তি নির্ধন হইয়াও সংসারে রাজা, চরিত্রহীন রাজা হইয়াও পথের ভিখারী। জটাবল্কলধারী বনবাসী রামে আর স্বর্ণলঙ্কাধিপতি রাবণে; ফলমূলাহারী নিরাবাস যুধিষ্ঠিরে আর ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণরক্ষিত সম্রাট দুর্য্যোধনে; পণ্ডিতবর নিউটন আর ইংলণ্ডেশ্বর জানে; গণিতবিদ্ আর্কিমিদিস্ ও রোম সম্রাট নিরোতে; পণ্ডিতবর সক্রেতিস্ এবং তাঁহার শিষ্য অমিতপরাক্রম গ্রীক সেনাপতি এলকিবাইদিসে কত প্রভেদ! প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ কেবল

চরিত্র-বলে অমর, আর শেষোক্ত ব্যক্তিগণ চরিত্রমার্গ হইতে স্খলিত হইয়া বিনষ্ট।

চরিত্র-বল অসাধারণ। দৈহিকবল বা অর্থবল তাহার দাসানুদাস। যাহার চরিত্র-বল আছে তাহার মন সর্ব্বদা সতেজ সবল। সে অসাধ্য সাধনে সমর্থ। সমুদ্র পর্ব্বতাদি পরিপূর্ণা প্রকৃতিদেবী তাহার ধাত্রী। আপন চরিত্রে অটল বিশ্বাসই মনের বলের অস্থি স্বরূপ। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা অব্যর্থ ছিল; একথার অর্থ এই, তাঁহার চরিত্রের প্রতি তাঁহার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে বিশ্বাস হিমাচল অপেক্ষাও অচল। তিনি নিশ্চয় জানিতেন তাঁহার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই, সুতরাং প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ভঙ্গ হইতে পারিবেনা তাহাও তিনি জানিতেন। সে জন্যই স্থির প্রতিজ্ঞার নাম আজ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। মনের বলে তাদৃশ বিশ্বাস থাকাতেই শ্রীরামচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে মহর্ষি অষ্টাবক্রকে বলিয়াছিলেন, "লোকসেবা-ব্রতপালনে যদি আমার স্নেহ, দয়া, সুখ সম্ভোগ অথবা সর্ব্বোপরি জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা করিতেও আমি ব্যথানুভব করিব না।"

এথেন্স নগরীতে মহামারীর সময় একজন বন্ধু, পণ্ডিত সক্রেতিস্‌কে স্থানান্তরে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি আমাকে একটী স্থান দেখাইতে পারেন যেখানে গেলে আমার মরিতে হইবে না, আমি সেস্থানে যাইতে সম্মত আছি।" আবার অন্য সময়ে সেই বলবান মন হইতে আর একটী কথা বাহির হইয়াছিল। যখন তাঁহার বন্ধু, বিষ পান করিয়া রাজাজ্ঞাক্রমে তাঁহার প্রাণত্যাগ করিতে হইবে শুনিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "তুমি নিরপরাধে দণ্ডিত হইলে এই দুঃখ।" তিনি তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, 'আমি অপরাধী হইয়া মরিলে কি আপনি অধিক সুখী হইতেন?" লাটীনপতি লার্সপর্সেনা নবতি সহস্র সৈন্য সহকারে নবজাত রোমীয় সাধারণতন্ত্র আক্রমণ করিয়া বসেন। চরিত্র-বলে বলীয়ান্ হরেসস্ কক্লিস্ নামক বীরপুরুষ টাইবর নদের সেতু রক্ষার্থ দুইদিকে দুইটী মাত্র লোক লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এদিকে তাঁহার মন্ত্রণা মতে সেতু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, নবতি সহস্র সৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান নির্ভীক বীর তখন সশস্ত্র নদ মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। রোম

রক্ষা পাইল। আবার একজন রোমীয় যুবক শত্রুনাশে নিষ্ফল মনোরথ হইয়া ধৃত হইল। লার্সপর্সেনা শত্রুর গুপ্তমন্ত্র জ্ঞাত হইবার জন্য তাহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। সে তখন হাসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আপনার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে গ্রন্থি পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া বাহু দেহ হইতে স্খলিত হইল। রাজা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন,—যুবকের মুখ হাসি হাসি, যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নাই। তাহার মুখে রোমীয় যুবকগণের চরিত্র ও দৃঢ়সঙ্কল্পের বিষয় রাজা শ্রবণ করিলেন। নবতি সহস্রপতি, একটী যুবকের মনের বল, চরিত্র-বলে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন "অসম্ভব" এ শব্দটী ফরাসি ভাষার নহে। "যে গুলিতে আমার জীবন শেষ হইবে তাহার ছাঁচও আজ পর্য্যন্ত গঠিত হয় নাই।" জুলিয়স্ কাইসার বলিয়াছিলেন, "আমি পৃথিবীতে যত প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে মনুষ্য যে ভয় করে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য।" ইংলণ্ডের কোন এক মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "ব্রিটন তরঙ্গমালাও শাসন করেন, ব্রিটিষগণ কখনও দাস হইবে না।" খালিফা ওমার বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মে যদি বিশ্বাস থাকে, কর্ম্ম কেন অসাধ্য হইবে?" এই সমস্ত মহাবাক্য কি সামান্য চরিত্র-বলের পরিচায়ক? আজ ইংরেজ যে এ দেশের রাজা সে কি কেবল চরিত্র-বলে নহে। এদেশে পঞ্চবিংশ কোটি লোক, ইংরেজ এক লক্ষের অধিক নহে; অর্থাৎ প্রত্যেক আড়াই হাজার এদেশীয় লোকের মধ্যে একজন ইংরেজ। তথাপি ইংরেজ নির্ভীক, তাহার মনের বল অসাধারণ। বৃহৎ একটী জেলা, অধিবাসী ত্রিশলক্ষ, একজন ইংরেজ মাজিষ্ট্রেট জেলার শাসনকর্ত্তা; তাহার ভয়ে দশলক্ষপতি রাজাও কম্পবান। আর সেই একক ইংরেজ মনের বলে চরিত্র-বলে এমনই বলীয়ান যে, সে এককই ত্রিশলক্ষ আর ত্রিশলক্ষ লোক তাহার নিকট নিরাশ্রয় একক!

আর দৃষ্টান্ত বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। প্রতি যুগে শত শত সাধুচরিত্র মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, আপনার চরিত্র-বলে স্বশ্রেণীতে নৈতিক রাজত্ব করিয়া পরলোকগামী হইতেছেন। বালক! যদি মানুষ হইতে চাও, স্বশ্রেণীতে প্রধান হইতে ইচ্ছা কর, সকলের মনোমধ্যে অমর রূপে বিরাজ করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে

সাধুচরিত্র হইতে চেষ্টা কর। যদি মানবধর্ম্ম তোমার আয়ত্ত হয়, সতে প্রবৃত্তি অসতে নিবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে মন সবল হইবেই হইবে। চরিত্র উন্নত হইলে মহত্ব আপনা হইতে আসিবে। আপনার প্রতি, আপনার চরিত্রের এবং শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে বড় হওয়া বড় কঠিন নয়। তখন তোমার দেবোপম চরিত্রের নিকট সংসার নত হইবে। 'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ' এটি ধ্রুব সত্য। *হিমবদ্গৃহে মহাদেব বিবাহার্থ উপস্থিত, তাঁহার* সেই মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তির সমক্ষে হিমাচলের ভক্তি-পরবশ মস্তক আপনার অজ্ঞাতসারেই নত হইল, হিমালয় তাহা জানিতেও পারিলেন না। মহাকবি কালীদাসের এ বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য। সাধুচরিত্র, মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তি, যশঃ-সৌরভ সমাকীর্ণ মহাপুরুষ সমক্ষে জগৎ আপনার অজ্ঞাতসারে সর্ব্বদাই নতি স্বীকার করিতেছে। সাধুচরিত্রের আদর যতকাল সৃষ্টি আছে, ততকাল থাকিবেই থাকিবে। চন্দ্র সূর্য্য কক্ষভ্রষ্ট হইয়া দিগ্‌দিগন্তে গড়িয়া পড়ুক, সৃষ্টির শৃঙ্খলা নষ্ট হউক, তথাপি সংসারে সতের সমাদর কমিবে না। যখন জগতে নাস্তিকতা, পাপবৃদ্ধি তখনই রাষ্ট্রবিপ্লব। জগতে সতের সমাদর রক্ষা করিতে ঐশ-হস্ত সর্ব্বদাই প্রসারিত। অতএব, প্রিয় বালক! যদি তোমার মানবজীবন সফল করিতে চাও, তবে, কুসঙ্গ, কু-আলাপ, কুকার্য্য, সর্ব্বপ্রকার কু পরিত্যাগ কর। যাহা কু তাহাই কুৎসিত কদাকার। তোমার শরীরটা কুৎসিত দেখাইবে ভয়ে তুমি যত ভীত, মন কুৎসিত না দেখায় তজ্জন্য তদপেক্ষা অধিক অবহিত হও। সাধুসঙ্গে সদালাপে, সৎকার্য্যানুষ্ঠানে তোমার জীবন-পথে পবিত্র ভাবে গমন কর।

শিক্ষা।

শিষ্য গুরুর নিকট যে জ্ঞান লাভ করে তাহাই শিক্ষা। কেবল মানব গুরু বা শিক্ষক নহে, সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতি। চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, যাহার আঘ্রাণ পাইতেছ, স্পর্শ করিতেছ, স্বাদ পাইতেছ, সে সমস্তই আজন্ম তোমাকে শিখাইতেছে। তোমার বাহিরে প্রকৃতি অন্তরেও প্রকৃতি ; তোমার চিন্তা এবং অনুশীলনের ফল প্রকৃতিলব্ধ। মনুষ্য,

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, প্রস্তর, অগ্নি, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অনন্ত আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, এ সমস্তই তোমার শিক্ষক। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলই তোমার শিক্ষাগুরু; প্রকৃতির গৌরব কম নহে। কি শারীরিক কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, কি বৈষয়িক তুমি যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতে চাও প্রকৃতি তোমায় সব শিখাইবে। মনুষ্য একদিকে অনন্তের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া অন্যদিকে পুনবায় অনন্তগর্ভে লীন হওয়া পর্য্যন্ত এই কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শিক্ষা লাভ করিতেছে; সামান্য মক্ষিকা. বালুকাকণা, অতি ঘৃণিত জীবজন্তু সকলেই তাহাকে শিখাইতেছে, সমস্তই তাহার গুরু; তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানব আর কাহারও গৌরব স্বীকার করিতে চায় না, আপনার গৌরবে আপনি বিভোর! ধন্য অভিমান!

এক একটী গুণ লইয়া এক একটী বস্তু বা প্রাণী সমালোচনা কর। মানব একতা শিক্ষা করে, কিন্তু দেখ দেখি পিপীলিকার মত একতা আজও সে শিখিয়াছে কিনা? মৃত্তিকা বা প্রস্তরের মত সহিষ্ণুতা, বৃক্ষের ন্যায় উপচয়, পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনতা, হস্তী-সিংহ-শার্দ্দূলের ন্যায় শারীর বল, কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্তি, শশকের ন্যায় সতর্কতা, হরিণের ন্যায় দ্রুতগতি তাহার নাই। অনেক ইতর জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের ভয় অধিক। আবার ভাবিয়া দেখ ইহার একটী প্রাণীতে যে সমস্ত গুণ আছে মানব তাহা আজও জানে না। সে যাহা জানেনা তাহার সহিত যাহা জানে যদি তাহার তুলনা কর তাহা হইলে এক-দিকে অনন্ত সমুদ্র, অন্যদিকে তাহার সৈকতদেশের একটী বালুকাকণা এইরূপ বৈষম্য উপলব্ধ হইবে। শিখিবার বিষয়ের অন্ত নাই, প্রণালীও বহুবিধ। এস্থলে সে সমস্তের সমালোচনা না করিয়া অতি স্থূল স্থূল কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু বলিব।

প্রথমতঃ বলা হইয়াছে শিক্ষা মানব প্রদত্ত উপদেশলব্ধ অথবা প্রাকৃতিক জ্ঞানলব্ধ। আবার এই উভয় প্রণালীতে লব্ধশিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক, এই দুই প্রধান ভাগে বিভাগ করা যায়। মানসিকশিক্ষা বহু বিস্তৃত। সর্ব্ব প্রকার আধ্যাত্মিকশিক্ষা তাহার অন্তর্ভূত। তদ্ভিন্ন আরও অনেকবিধ ভাগে মানসিকশিক্ষা বিভাগ করা যাইতে পারে। গ্রন্থ মানসিকশিক্ষার এক প্রধান সাধন; সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি ইত্যাদি শিক্ষা করাও

তাহার অন্তর্ভূত, আবার ব্যবসায়াদি শিক্ষাও মানসিকশিক্ষার অধীন। সুতরাং শিক্ষা প্রথমতঃ (ক) শারীরিক এবং (খ) মানসিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মানসিকশিক্ষার সঙ্গে (১) প্রকৃতি অধ্যয়ন, (২) গ্রন্থশিক্ষা বা অধ্যয়নলব্ধ শিক্ষা, (৩) ব্যবসায়শিক্ষা এবং (৪) সমাজশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ। শরীর সবল হইলে মনও সবল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রথমতঃ শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব।

(ক)

শারীরিক শিক্ষা।

এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইলে প্রথমতঃ শরীরটিকে পৃথিবীর উপযুক্ত করিতে হইবে। সংসার বড় কঠিন স্থান। মানবশরীরে উপদ্রবের অন্ত নাই। ঝটিকা, শিলাবৃষ্টি, শীতগ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুর আবর্ত্তন, জলের তরঙ্গ, স্থলের হিংস্রজন্তু, আকাশের অশনি, ক্রুরস্বভাব মানবের অত্যাচার, রোগ শোক জরাদির আক্রমণে মানব সর্ব্বদা উপদ্রুত। তাহার শরীরটি পৃথিবীতে বাসের উপযুক্ত করিতে অনেক দরকার। শীতাতপ সহিষ্ণু, ঝড় বৃষ্টিতে অটল, শত্রুসমক্ষে স্থির, রোগের দুর্ভেদ্য, সুস্থ ও সবল শরীর লাভ করা সকলেরই প্রার্থনীয়। কিন্তু মনে মনে প্রার্থনা করিলেই কার্য্য শেষ হইল না। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় যেমন শিক্ষা করিতে হয়, কার্য্যক্ষম শরীর প্রস্তুত করাও তেমনই শিখিবার বিষয়। কিন্তু এশিক্ষা বড় কঠিন শিক্ষা।

মানব যখন নিতান্ত শিশু ও নিরাশ্রয়, প্রকৃতি আপনা হইতে তখন শারীরিক শিক্ষা দানের সূত্রপাত করেন। তিন, চারি, পাঁচ ছয়মাসের শিশু শয্যায় শয়ান ; আমরা দেখিতে পাই, অনবরতঃ তাহার হস্তপদ নড়িতেছে, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে, বালক হাসিতেছে, শরীরের মধ্যভাগ বারবার উঠাই-তেছে, শয্যায় আঘাত করিতেছে। স্থূল দৃষ্টিতে তখন আমাদের মনে হয় শিশু খেলিতেছে। কিন্তু মানবের শিক্ষায় যেমন তাস পাশা প্রভৃতি বৃথা খেলা আছে, প্রকৃতির শিক্ষায় তেমন কিছুই নাই। বালক তখন কাজের

লোক, প্রকৃতির ক্রোড়ে থাকিয়া ব্যায়াম শিক্ষায় প্রবৃত্ত, সঞ্চালন দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত সবল ও কার্য্যক্ষম করিতে সচেষ্ট, বাক্‌শক্তির স্ফুরণজন্য সর্ব্বদা অব্যক্ত শব্দ পরায়ণ, হাসি কান্নাদি দ্বারা স্বরের পরিপুষ্টিসাধনে তৎপর এবং তিল তিল করিয়া মনের ভাব প্রকাশের উপায় সংগ্রহে অভিনিবিষ্ট।

আবার কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যাহারা স্কন্ধে ভার বহন করে তাহাদের স্কন্ধদেশ এবং যাহারা মস্তকে ভার বহন করে তাহাদের মস্তক কেমন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। স্কন্ধ ও গ্রীবার কোন কোন অংশে মাংসপেশী কেমন উন্নত ও দৃঢ় হইয়াছে। করাতি, সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতির হস্ত সবল। পাইক, প্যাদা, তীর্থের পাণ্ডা প্রভৃতি পর্য্যটকগণের পা সবল। যাহারা সূচিকা দ্বারা সূক্ষ্মশিল্পের কার্য্য করে তাহাদিগের দৃষ্টি সবল। যে নৌকা চালায় তাহার হস্তে বল অধিক। যে সন্তরণে পটু তাহার হস্তপদ সমবলিষ্ঠ। এইরূপে সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে যে যে ভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা দ্বারা কোন না কোন রূপে তাহার শরীরের কোন না কোন অংশ সবল ও কার্য্যক্ষম হইতেছে। সুতরাং বুঝিলাম সঞ্চালন দ্বারা শরীর সবল হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শরীর কার্য্যক্ষম করিতে হইলে শরীর সঞ্চালনের আবশ্যক। এই সঞ্চালনশিক্ষা বা ব্যায়ামই শারীরশিক্ষা এবং সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

যাহার শরীর দৃঢ়, সুস্থ ও সবল তাহার ন্যায় সুখী লোক সংসারে আর নাই। তাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল। সে ইচ্ছা হইলে প্রচুর পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম এবং আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারে। সুতরাং যাহাতে শরীর দৃঢ়, সুস্থ ও সবল হয় সেই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ব্যায়াম ব্যতীত শরীর দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম করিবার অন্য উপায় নাই। যে সমস্ত ব্যায়ামে হস্তপদের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শরীর সঞ্চালিত হয় তাহাই করা উচিত। আমাদের দেশে পূর্ব্বে বালকদিগের জন্য যে সমস্ত খেলার নিয়ম ছিল তাহাতে সমস্ত অঙ্গ বিলক্ষণ সঞ্চালিত হইত। সেই খেলার প্রধান কার্য্য দৌড়ান বা সন্তরণ ছিল। তদ্দ্বারা সমস্ত শরীর সঞ্চালিত হইতে পারিত। যে সমস্ত ক্রীড়ায় মন দৃঢ় হয় তাদৃশ ক্রীড়াও বিস্তর ছিল। সামান্য বৃষ্টিবিন্দু, সামান্য নীহার, বাতাস কেহ গ্রাহ্য করিত না। তখন অতি প্রত্যুষে সকলে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমা-

পন করিত। তাহাতে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিত। এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রণালীর যে সমস্ত ব্যায়াম অনুসরিত হয় তাহা সম্পূর্ণ এদেশীয়দিগের উপ-যোগী কি না সে বিষয়ে অনেক জ্ঞানীব্যক্তি সন্দেহ করিতেছেন। এই প্রণালীর ব্যায়ামে যেরূপ আহার্য্যের প্রয়োজন তাহা অনেকের পক্ষে লাভ করা সুকঠিন। বয়োবৃদ্ধির সহিত আপনা হইতেই তাহা পরিত্যক্ত হয়, সুতরাং তাহার সমস্ত অনুষ্ঠান একবারে বিফল হইয়া যায়। বাল্যকালে যে প্রণালীর ব্যায়াম বালককে শিক্ষাদান করা যায়, অভিভাবকের স্মরণ রাখিতে হইবে যে বালক বড় হইলে সে অভ্যাস রাখিতে লজ্জিত না হয়। অথচ সে ব্যায়াম সকল শরীরের পক্ষে সমান উপকারী এবং উপযোগী থাকে।

আজ কাল যে শত শত উপাধিধারী কঙ্কাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে তাহাদের মুখের দিকে তাকাইলে কাহার হৃদয় না দুঃখে বিদীর্ণ হয়? মুখমণ্ডল বিষাদমণ্ডিত, কোটরপ্রবিষ্টচক্ষু পরিবীক্ষণারত, দূরের বস্তু সাদা-চক্ষে দেখিবার সাধ্য নাই, গ্রহণীরোগে আক্রান্ত, সর্ব্বদা শিরোবেদনা, আহারে অরুচি, আহারের শক্তি শিশুর অপেক্ষা অধিক নহে, তাহাও জীর্ণ হয় না, একবিন্দু বৃষ্টি বা একপলের প্রদোষানিল অসহনীয়, তাহাতে কফ কাশী জ্বর আসিয়া আক্রমণ করে, মুহূর্ত্ত জন্য রৌদ্রে বাহির হইবার শক্তি নাই, মুখের হাসি কালশয্যায় শয়ান ব্যক্তির সুখসংবাদে বিষাদ-মিশ্র হাসির ন্যায় অথবা বৃষ্টির সময়ে নিমেষের জন্য রৌদ্রের আভার ন্যায় নিষ্প্রভ! এ দৃশ্য দেখিয়া কে অশ্রু সংবরণ করিয়া থাকিতে পারে? কেই বা তাদৃশ অধ্যয়ন সুখকর মনে করে? যিনি কঠিন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উচ্চ রাজকার্য্য লাভ করিলে, প্রথমে তাঁহার মনে হইল পরীক্ষায় প্রথম হইতে পারিলে তাহার পুরস্কার আছে। সুতরাং আজ আমি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ বা ডিষ্ট্রীক্ট্ মাজিষ্ট্রেট্! কিন্তু হায়! শরীরত আর চলেনা, মন অবসন্ন, কাজ করিতেত প্রবৃত্তি হয় না। কাজ না করিয়া উপায় নাই, উপরিস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের তাড়নায় অস্থির; সুস্থকায় সবলশরীর স্থিরসঙ্কল্প ইয়োরোপীয় রাজকর্ম্মচারীর সহিত প্রতিযোগিতা, বড় অনুপায়! পরিশ্রমে অভ্যাস নাই, এত শারীরিক মানসিক পরিশ্রম সহিবে কেন? স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল; যে জীবন দীর্ঘ ও সুখময় হইত তাহা নিতান্ত হ্রস্ব ও দুঃখময় হইল। হতভাগ্য যুবক মাতৃহৃদয় শূন্য

করিয়া, পত্নীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেল! যিনি এ সমস্ত অবস্থা দেখিয়াছেন, একবার হৃদয়ের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ইহাতে অনুমাত্রও অতিশয়োক্তি নাই।

প্রকৃত কথাও তাই। যে কুঠারে শালবৃক্ষ ছেদন করিতে চাও, তাহা ফুলদলে প্রস্তুত হইতে পারে না, লৌহময় হওয়া আবশ্যক। সঞ্চালন দ্বারা দৃঢ়ীভূত না হইলে শরীর ফুলদলের ন্যায় কোমল থাকে, যেমন নমনীয় অসম্পন্ন অবস্থায় বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, প্রায় তেমনই থাকিয়া যায়, সুতরাং অতি অল্প দিনে সে কুসুম-কোমল শরীর কীটদষ্ট, পর্য্যাসিত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; অতএব প্রত্যেক শিশু বাল্যকাল হইতে অল্প অল্প পরিমাণে রৌদ্র, বৃষ্টি, নীহার, ঝটিকা সহ্য করিতে অভ্যাস করিলে তাহার অধিক বয়সে কষ্ট পাইতে হয় না। পর্য্যটন, সন্তরণ, অঙ্গসঞ্চালনের সহায় ক্রীড়াকলাপ অভ্যাস রাখা কর্ত্তব্য। আজ কাল এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশেও অনেক পরিবারে বালক বালিকাকে শৈশবসময় হইতে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। ধাত্রীর ক্রোড়ে কুব্জ হয় হউক, চারি বৎসর বয়সে হাটিতে অভ্যাস করুক ক্ষতি নাই, তথাপি সন্তানসন্ততি মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে লোকে বড়মানুষ বলিবে না, নিন্দা করিবে, অথবা স্নেহ মমতা উথলিয়া পড়িবে; এইরূপ অন্ধজ্ঞান ও অন্ধমমতায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, আজ কাল বঙ্গদেশে ভবিষ্যৎ অস্বাস্থ্যের বীজ পিতৃ মাতৃ অঙ্কে উপ্ত হয়।

অভ্যাস বড় গুরুতর কথা। সাধারণ কথায় বলে "শরীরের নাম মহাশয়, যত সহাও ততই সয়," এ মহাসত্য কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। বাল্যকাল হইতে যাহা অভ্যাস করিবে তাহাই সহ্য হইবে। বিষ সদ্য প্রাণনাশক, কিন্তু অতি সামান্য মাত্রায় পান করিতে করিতে শেষে বিষেও প্রাণনষ্ট হয় না। পশুদের ভাষাবিদ্ পণ্ডিত রাজা মিথ্রিদেতিস্ এবং মালবের মুসলমান রাজা মহম্মদ তাহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত।

আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, "আমার প্রপিতামহ বড় স্থূলোন্নত বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি একখানি নৌকা উঠাইতে পারিতেন। আমার পিতামহ তদপেক্ষা ন্যূন হইলেও বলবান ছিলেন; পিতা তদপেক্ষা অনেক কম বলিষ্ঠ ছিলেন; আমি একবারে দুর্ব্বল। পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইতেছে, সুতরাং এই

ক্রমাবনতি।” বাস্তবিক একথা যথার্থ যে, শারীরিক শক্তি ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার কারণানুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হয় না। আমরা জানি প্রপিতামহ পিতামহের সময়ে শরীরের উন্নতির পক্ষে বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। কতকগুলি নির্দ্ধারিত শারীরিক নিয়ম ছিল, সে সকলের কারণ কেহ অনুসন্ধান করুক আর না করুক সকলেই তাহা অনুসরণ করিত, তাহাতে শরীর নিশ্চয়ই বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম হইত এবং সুস্থ থাকিত। অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, প্রভাতের বিশুদ্ধ সমীর সেবন, প্রাতঃস্নান, পুষ্পচয়ন, নিযমিত ঈশ্বরোপাসনা, যথাকালে পরিস্কার সদ্য বস্তু ভোজন, শরীরের উন্নতি সাধক ক্রীড়ানুসরণ, সন্তরণ, পর্য্যটন, শরীরের বল পরীক্ষা করণ, নির্দ্দিষ্ট সময় নিয়মিত পরিশ্রম ও অধ্যয়ন প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ছিল। যে পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম চলিয়াছে সে পর্য্যন্ত সকলেই সুস্থ, সবল, প্রফুল্লচিত্ত এবং সুখী। কালক্রমে আমরা সে সকলই ভুলিয়াছি; প্রভাতের সহিত অনেকেরই সাক্ষাৎ নাই। অঙ্গ সঞ্চালন কাহাকে বলে জানি না। বালকে বালকে ক্রীড়ারভাবে বল পরীক্ষা করিলেও এখন অসভ্যতা হয়। যাহারা ‘ভাল ছাত্র’ বলিয়া পরিচিত তাহারা অহোরাত্র রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে পুস্তকে বদ্ধ-দৃষ্টি। পড়া শৈশব হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে পঞ্চমবর্ষ পূর্ণ না হইতে বিদ্যারম্ভ হইত না, এখন বাক্যস্ফুরণ হইতে না হইতেই ক খ অভ্যাস করাইতে আরম্ভ করি। ইংরাজীতে বস্তুর নাম ইত্যাদি বালক বালিকাকে অভ্যাস করাইয়া পুলকে পূর্ণ হই। পূর্ব্বে মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য বিশুদ্ধ আমোদ, নির্দ্দোষ ক্রীড়া অনেক ছিল; অভাবজ্ঞান এত অধিক ছিল না। এখন লক্ষ্মীর বিলাসভূমি বাণিজ্যের লীলাক্ষেত্র ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তে পৃথিবীর দরিদ্রতম ভূভাগের অধিবাসী আমরা অভাবজ্ঞান অভ্যাস করিতেছি; সুতরাং অবস্থা যতই উন্নত হউক না কেন, (তিল, তিলই থাকিবে তাল হইবে না) অভাব আমাদের শক্তি অপেক্ষা অনেক বড়, সুতরাং আমরা মানসিক সুখের মূলমন্ত্র শান্তি হারাইয়াছি, এবং মনে বিষাদ মাখিয়া শরীরের স্বাস্থ্য হারাইতেছি!

ইয়োরোপীয়ের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? তাহারা ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্তি বোধ করে না; প্রস্তরময় ভূমিতে তাহাদের স্বর্ণ ফলিতেছে আর

আমাদের অত্যুর্ব্বর ভূমিও জঙ্গলাকীর্ণ, ইহার কারণ কি? কেবল আশৈশব শারীরিক পরিশ্রম অভ্যাস, অনুসরণ এবং তাহাতে আশক্তিই কি ইয়োরোপ-বাসিগণের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে? ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন্ সাহেব অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ। তিনি এখনও প্রতি বৎসর শীতকালে সদলবলে একবার কাষ্ঠকর্ত্তন ক্রীড়ায় বাহির হন, এবং বড় বড় বৃক্ষ স্বহস্তে কাটিয়া ফেলেন। তেমন বৃদ্ধও ব্যায়াম করিতে বা খেলা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। কালেজ বিভাগে অধিকবয়স্ক ছাত্রগণের মধ্যে নৌকা চালনে ক্রিকেট খেলায় প্রতিযোগিতা আছে। রাজপুত্রেরাও ব্যায়াম শিক্ষা করেন। তাহার জন্য শিক্ষক আছে, নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, দৈনিক সে কার্য্য করিতেই হইবে। যাহার শরীর দৃঢ়ীকৃত এবং সঞ্চালন দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মনও তেমনই সতেজ ও সবল না হইবে কেন? শরীরে বল থাকিলে সত্য বলিতে ভয় হয় না, মনের স্থিরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা জন্মে, শিক্ষায় শক্তি ও প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং মনুষ্য দেখিতে দেখিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। দুর্ব্বল শরীরে ভয় সঞ্চার স্বতঃসিদ্ধ, দুর্ব্বলেরই ছলনা ও প্রতারণার প্রয়োজন। অতএব মন সবল করিতে, প্রকৃত মনুষত্ব লাভ করিতে শরীরের পূর্ণতা সুস্থতা এবং সবলতার প্রয়োজন, এবং শারীরিক শিক্ষা অতীব আবশ্যকীয়।

শরীর দৃঢ় ও সবল হইলেই যে শারীরশিক্ষা শেষ হইল এমন নহে, শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য অনেকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য সকল সুখের আকর। শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করিতে না পারে, এবং দৈবাৎ প্রবেশ করিলেও স্থায়ী হইতে না পারে অতি সাবধানে তাহা দেখা উচিত। আমরা দেখিতে পাই একটী ঘটিকাযন্ত্র কার্য্যক্ষম রাখিতে কত সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে ঘটিকাটী পরিষ্কার স্থানে থাকে, কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত না হয়, প্রতিদিন যথানিয়মে নিদ্ধারিত সময়ে তাহাতে চাবি দেওয়া হয়, এবং কোনরূপ মরিচা না লাগে তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাতে তৈল প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যদি কল কোনরূপ নষ্ট হয় তবে তাহার যে চিকিৎসক আছে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মানবশরীরও একটী ঘটিকাযন্ত্র বিশেষ। এ যন্ত্রেরও দোলক অনবরত দুলিতেছে, হৃদ্‌পিণ্ডে অবিরত শব্দ হইতেছে।

ঠিক এক নিয়মে তাহারও সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, মানব-যন্ত্রে চাবি দেওয়ার অনিয়ম হইলেও যন্ত্র নষ্ট হয়। তাহাতে কোন মরিচা না লাগে, নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা যন্ত্রটী পরিষ্কৃত থাকে, তজ্জন্য অবহিত থাকা উচিত। যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে চিকিৎসক তাহাতে তৈল প্রয়োগে মেরামতকার্য্য সাধন করেন।

বাস্তবিক, জীবনরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে পরিমিত ভোজন, সর্ব্বপ্রকার মাদক সেবন হইতে বিরতি, দুর্গন্ধপূরিত এবং অপরিষ্কার আহার্য্য বর্জ্জন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নিয়মিত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম, নিয়মিত নিদ্রা, পরিষ্কৃত স্থানে এবং শুষ্ক ও পরিষ্কৃত গৃহে বাস করা প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, উপবেশন, স্নান ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য, এবং অধ্যয়ন, চিন্তা, সর্ব্বপ্রকার শারীরিক পরিশ্রম ইহার প্রত্যেকটী কার্য্যের জন্য সময় নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। এ সমস্তে ব্যতিক্রম ঘটাই শারীরিক এবং মানসিক অনিয়ম এবং তাহাই স্বাস্থ্য বিনাশের কারণ। অনেকের অবস্থামতে গুরুপক বস্তু প্রতিনিয়ত যোটে না, সুতরাং সে সমস্ত যে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে পারা যায় তাহাই ভাল। অভ্যাসের উপর অনেক নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণতঃ, সামান্য খাদ্য অভ্যাস থাকিলে ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। যে খাদ্যে শরীরে বল হয় অথচ আলস্য জন্মে না, শোণিত বৃদ্ধি করে, কিন্তু বৃথা মেদ বৃদ্ধি করে না তাহাই আহার করা উচিত। যদি শরীরের উন্নতি সাধিত হয়, স্বাস্থ্য থাকে, তাহা হইলে মানসিক উন্নতিলাভ তত কঠিন হয় না। যেমন, একটী ফলের বৃক্ষ ভালরূপে উৎপাদন রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনার্থ কোন্ স্থানের মৃত্তিকা ঐ বৃক্ষের উপযোগী, কোন্ বস্তু তাহার সার, কোন্ ঋতুতে তাহা রোপণ করা কর্ত্তব্য, কি পরিমাণ জল কোন্ সময়ে সিঞ্চন করা উচিত, এ সকল বিষয় পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার ফলানুসারে উপযুক্ত অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, নচেৎ বৃক্ষ সতেজ, সবল ও দ্রুতবর্দ্ধিত হইবে না, সুফলও ফলিবে না ; মনুষ্যের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। যদি মানবমনে সুফললাভে আশা কর তাহা হইলে সে ফলেরবৃক্ষ শরীরটী উপযুক্তরূপে পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিতেই হইবে। উপযুক্ত রূপে শরীরের উন্নতি না হইলে মনের উন্নতি, দীর্ঘজীবন এবং সুখের আশা বৃথা।

একদা একটী যুবক একটী বৃদ্ধের সহিত কোন বড় লোককে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, জ্বালানি কাষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিতে একটী খর্ব্বাকৃতি বলিষ্ঠ লোক নিযুক্ত আছে। যুবক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়।' বৃদ্ধ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ খর্ব্বাকৃতি লোকটিকে দেখাইলেন। যুবক ঈষৎ হাস্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এই আবার লক্ষপতি!

বুদ্ধিমান বৃদ্ধধনী যুবকের সে হাসির অর্থ তখনই বুঝিলেন, এবং নিজেও হাসিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবু! আপনি মনে কবিতেছেন, এ ব্যক্তির এই সামান্য বেশ, এই সামান্য কার্য্য করিতেছে, ইহারই আবার ধনী বলিয়া এত বড় নাম! কিন্তু আপনাব বয়স অল্প, আজও সংসারে প্রবেশ করেন নাই, সুতরাং আমাকে দেখিয়া আজ হাসিলেন; আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা শুনিলে বোধ হয় আর হাসিবেন না। আমাকে দেখিয়া বোধ হয় আপনি পঞ্চাশ বৎসবের উদ্ধবয়স্ক মনে করেন নাই। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ৮০ বৎসব, পৌত্রেব বয়স ৬২ বৎসর, প্রপৌত্রের ৪৩ বৎসর, বৃদ্ধ প্রপৌত্রের বয়স ২৫বৎসব, অতিবৃদ্ধ প্রপোত্র ৬বৎসর বয়স্ক। ঐ যে প্রপৌত্র বসিয়া আছে তাহারও একটী দাত পড়িয়াছে; পুত্র স্থবির, পৌত্র বাতের পীড়ায় কাতর। আমি শতবর্ষ অতিক্রম করিয়াছি, আমাব দাঁতগুলি নড়ে নাই. চুলও সব পাকে নাই। আমি এখনও অনায়াসে ত্রিশ মাইল পথ একদিনে হাঁটিতে পারি। পক্ষিগণ যখন প্রভাত ঘোষণা করে, তখন আমি উঠি, মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করি, তৎপবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই; আর তাহারা নিদ্রিত হইলে আমি বিশ্রামের চেষ্টা করি। আমি মাথায় বোঝা লইয়া বিনা মূলধনে, বিনাসম্বলে, বিনাসাহায্যে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ আমার মূলধন লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু জীবনের প্রত্যুষ সময়ে যে ভাবে আহার নিদ্রা, শয্যা, পরিধেয় প্রভৃতি আরম্ভ করিয়াছিলাম এখনও ঠিক তাহাই আছে। আমার যে কখনও একটুকু শিরোবেদনা হইয়াছে তাহাও মনে হয় না। আলস্য আমার নিকট দিয়াও আসিতে পারে নাই, বিলাস কাহাকে বলে তাহাও জানি নাই। অজীর্ণ, অনিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি কথা লোকের মুখে শুনি মাত্র। আমি সারাদিন পরিশ্রম করি, যাহা আহার করি তাহাই

ভাল লাগে, যেরূপ শয্যায় শয়ন করি তাহাতেই গাঢ় নিদ্রা হয়। কেবল একটুকু পরিষ্কার থাকা আমার চিরদিন অভ্যাস, চাকরে আলস্য করে, আমি নিজের চেষ্টায় পরিষ্কার থাকি। আমার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল। কিন্তু আমার পরিবারবর্গের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে আপনার দুঃখ বোধ হইবে। তাহারা আজ সকলেই বাবু, রায় উপাধিধারী। তাহাদের পরিধেয় মূল্যবান, আহার্য্য উত্তম সামগ্রী, শয্যা একহস্ত পুরু; সুতরাং সকলটিই ননীর পুতুল, ধনীর সন্তান, শরীরে বাতাসের ভরও সয় না। তাহারা রুগ্ন সুতরাং সর্ব্বদা বিষণ্ণ। অলস ও অকর্ম্মণ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী; তাহারা একে একে অল্পায়ুতা নিবন্ধন সংসার হইতে প্রস্থান করিতেছে, আমি পর্ব্বতের মত দাঁড়াইয়া আছি। আজ আমাকে যে কার্য্য করিতে দেখিয়া আপনি হাসিলেন, যখন অন্য কার্য্য না থাকে, তখন এ সমস্তও করি, তথাপি অলসভাবে বসিয়া থাকি না। এ কাজও আমার কাজ; কাজ মাত্রই কাজ, তাহাতে ছোট বড় নাই, ঘৃণার বিষয় নাই। আমি কালেজে পড়ি নাই, চাকর হইতেও উমেদারী করি নাই। যে চাকরী করে সে পরের কার্য্য করে, তাহার কার্য্যে ছোট বড় বা মানাপমান থাকিতে পারে, নিজের কার্য্যে তাহা নাই। আপনি আপনার কোন কাজকে ঘৃণা করিলে সে কার্য্য আপনার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে, অন্যের হইবে, আপনার হইবে না।"

এই মহাপুরুষের জীবন কি উপদেশ পূর্ণ। এ কোন কবির কল্পনা নহে, প্রকৃত ঘটনা। যে কেহ সামান্যাবস্থা হইতে বড়লোক হইয়াছে তাহার জীবনই প্রায় এইরূপ। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, মানসিক পরিশ্রম মাত্র জীবনের ব্রত না করিয়া জীবনের প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে পরিশ্রম এবং পরিশ্রম দ্বারা সমস্ত অঙ্গ চালনা ও দৃঢ় করা কর্ত্তব্য, যে তাহা করিতে পারে তাহার জীবনই মাত্র মানবজীবন, উন্নত জীবন, সুখের জীবন।

এ কথা সত্য যে, মানব ঘটনার দাস, ঘটনাস্রোতে কাহাকে কোন্ পথে লইয়া যায় মানবের অনেক সময় সে সম্বন্ধে স্বাধীনতা থাকে না। সুতরাং কাহারও জীবনে অধিকাংশ শারীরিক আবার কাহারও জীবনে অধিকাংশ মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। সেইরূপ মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে শারীরিক পরিশ্রমের সময় বা সুযোগ অল্প। আফিসের বাঙ্গালী

কেরাণী তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল। মুন্সেফগণও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। কিন্তু তাঁহাদেরও ত প্রত্যুষে এবং প্রদোষে ভ্রমণ করিতে অধিকার আছে; আর কোন প্রকার অঙ্গসঞ্চালন সাধ্যায়ত্ত না হইলেও কতকক্ষণ হাঁটিতে পারিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে।

যেমন কোন সুখাদ্য বস্তু প্রতিনিয়ত আহার করিলে তাহাতেও অরুচি জন্মে; যেমন কোন সুমধুর সঙ্গীত সর্ব্বদা শুনিতে শুনিতে তাহা আর শ্রুতিসুখকর থাকে না; যেমন লাভজনক শস্য একটী প্রতিবৎসর এক ক্ষেত্রে অর্জ্জনের চেষ্টা করিলে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়; যেমন একরূপ আমোদ প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইলে তাহার মনোমোহন-শক্তি থাকে না; পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন; তেমনই, মানসিক পরিশ্রম নিতান্ত সুখকর হইলেও তাহা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠান দ্বারা অপ্রীতিকর এবং শরীরের পক্ষে অনিষ্টজনক হইয়া পড়ে। যদি সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রম থাকে, তাহা হইলে মন অবসন্ন হইতে পারে না।

বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কলিকাতা প্রদেশের কতক কতক ছাত্র আজ কাল কিছু কিছু সাবধান, মধ্যে মধ্যে ভাল ছাত্রকেও হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে সে ভাব অতি বিরল। কিরূপে পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিবে সে সমস্ত ছাত্রের এই একমাত্র চেষ্টা। এইরূপ চেষ্টা দ্বারা তাহারা যে প্রতিনিয়ত আত্মহত্যার পথ পরিস্কার করিতেছে তাহা কি ছাত্রগণ বা তাহাদের অন্ধ অভিভাবকগণ একবার তাকাইয়া দেখে? যে বিদ্যায় কিছুদিন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ না হয় সে বিদ্যালাভে প্রয়োজন কি? আমরা প্রতিদিন পাশ্চাত্য ঈশ্বরানুগৃহীত জাতিগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে বাসনা প্রকাশ করি। কিন্তু তাহাদের শারীরিক অবস্থা এবং সহিষ্ণুতা ও পরিশ্রম ক্ষমতা কত উৎকৃষ্ট ও অধিক তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না। প্রিয় বালক! প্রথমে শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। যত কেন কঠিন পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন না কর, যত কেন বক্তৃতা সভা সমিতি না কর, যতদিন না শারীরশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে, যতদিন না প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণায়ত ও বলিষ্ঠ এবং কার্য্যক্ষম হইবে ততদিন মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ অসম্ভব এবং ব্যক্তিগত সুতরাং জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত।

দুর্ব্বলের অশেষ দোষ। দুর্ব্বল, রুগ্ন, কৃশকায় ব্যক্তি সাধারণতঃ ভীরু, বিষণ্ণ এবং অনেক সময় কুটিল; কিন্তু সবল সুস্থ ও পূর্ণায়ত ব্যক্তি সাধারণতঃ সরল প্রফুল্ল ও সাহসী। সুতরাং শিক্ষার প্রথম অঙ্গ শারীরিকশিক্ষা এবং শরীরের উন্নতি সাধন। বালক! জীবনে যে কোন অনুষ্ঠান কর আপনার শরীর ও স্বাস্থ্য এক মুহূর্ত্ত জন্যও বিস্মৃত হইও না।

(খ)
মানসিকশিক্ষা।

শারীরিকশিক্ষা যেমন সরল ও সহজ, মানসিকশিক্ষা তেমন নহে। এ শিক্ষা বহু বিস্তৃত। ইহার আদি নির্ণয় সহজ নয়, শেষ নির্ণয় অসাধ্য। কোন্ দিন শিক্ষা আরম্ভ হয় কে বলিবে? শিশুর শিক্ষারম্ভের সময় তাহার স্মৃতির অতীত। কোন্ দিন তাহার চক্ষু কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল কে বলিবে? কোন্ দিন মনে ধারণা জন্মিবার সূচনা হইল কে অবধারণ করিবে?

মানসিকশিক্ষার প্রথমে প্রকৃতি অধ্যয়ন; তৎপর পূর্ব্ববর্ত্তী মানবগণের জ্ঞানসমষ্টি-গ্রন্থ অধ্যয়ন; তৎপর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পন্থাস্বরূপ ব্যবসায়-শিক্ষা; তৎপর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার জানিবার জন্য সামাজিক এবং পারিবারিকশিক্ষা—স্নেহ, মমতা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি এই শিক্ষার অন্তর্ভূত। আমরা মানসিকশিক্ষা এই কয়েকটী অংশে বিভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক বিষয়ে কিছু কিছু বলিব।

---

(১)
প্রকৃতি অধ্যয়ন।

এই পৃথিবীতে ছোট বড় সকলেই সর্ব্বদা প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতেছে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকলেই করিবে; অথচ শুনিতে প্রকৃতি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করা বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। চক্ষুকর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় কাহারও নিষ্ক্রিয় নহে, সুতরাং জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, বুঝিয়া হউক আর না বুঝিয়াই হউক প্রকৃতি অধ্যয়ন সংসারে প্রতিনিয়ত চলিতেছে।

কালে কালে মনুষ্যের মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, গ্রন্থাধ্যয়নলিপ্সাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনকার লোকের আপন মনীষায় আপন প্রতিভায়,—কেবল আপনার নহে, সমসাময়িক প্রায় সকলের মানসিক শক্তি সম্বন্ধেই আস্থা কমিয়া যাইতেছে। প্রাচীন মনীষিগণের দুই একটী বচন উদ্ধৃত করিতে পারিলে কেহই এখন নূতন কথা নূতন মত বিশ্বাস করিতে চায়না। কোন আবিষ্কার যত কেন অভিনব না হউক, এরূপ কিছু পূর্ব্বে ছিল ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রায় সকলেই সচেষ্ট। বর্ত্তমান যুগের উপর এইরূপে একটী অনাস্থা, অবিশ্বাস জন্মিতেছে, এবং সে সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে। নূতন মত প্রকাশক ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় হইলে তাহার কতক সম্মান থাকিতে পারে, সে স্বদেশীয় স্বজাতীয়, বিশেষতঃ পরিচিত ব্যক্তি হইলে কিরূপে তাহার মতের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিব, কিরূপে তাহাকে উড়াইয়া দিব এই সকলের চেষ্টার বিষয় হয়, এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। দূরের সকলই সুন্দর। অতীত কালের কোন ব্যক্তিকে সমালোচনা করিতে আমরা তাহার বুদ্ধির পরিচয় মাত্র প্রাপ্ত হই, ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা দেখিতে বা লক্ষ্য করিতে সুযোগ পাই না। নিকটস্থ ব্যক্তির চরিত্র এবং তাহার দুর্ব্বল অংশ আমাদের নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়, সংসারে গুণগ্রাহীর সংখ্যা অল্প, দোষ-সমালোচক অনেক অধিক, সুতরাং আমরা দোষকে বড় এবং গুণকে ছোট করিয়া লই। এই জন্যই সমসাময়িক ব্যক্তির সম্মান অল্প, অতীত কালের তত্তুল্য মনুষ্যেরও সম্মান অনেক অধিক। আজ যদি আমরা সকল দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ সকলকে একত্র আমাদের মধ্যে বিরাজমান দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে তাহার কত জনকে যে উচ্চ সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া আমাদের সমান আসনে স্থান লইতে হইত তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা বর্ত্তমানের প্রতি এমনই বিদ্বেষী এবং অতীতের প্রতি এমনই আস্থাবান। কেবল এইজন্যই যুগে যুগে গ্রন্থের সম্মান বাড়িয়া চলিয়াছে, আর আমাদের সমক্ষে বিরাজমান জীবিতা এবং জীবনদায়িনী প্রকৃতি দেবীকে ভুলিয়া গিয়া সুদূরবর্ত্তী সময়ের মৃত গ্রন্থকর্ত্তাগণের মৃত গ্রন্থাবলীর অনুশীলনে এত অধিক অনুরক্ত।

আজ সংসারে যেখানে যে কোন শাস্ত্র অধীত হইতেছে সে সমস্ত কি

ঈশ্বর আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন? তাহা কি মনুষ্যের লিখিত এবং সংগৃহীত নহে? মনোবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, জ্যোতিষ, ভূগোল, খগোল, রাসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর-বিদ্যা স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি যে দিকে দৃষ্টিপাত কর তাহাই কি মানবের প্রকৃতি অধ্যয়নের ফল নহে? মনুষ্য সমস্ত বিদ্যা লইয়া সংসারে আইসে নাই; কত যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া উপরে লিখিত এক একটী বিষয় অনুশীলন করা হইয়াছে, কত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াছেন, আজও উহার কোন একটী শাস্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। যেমন সহস্র সহস্র স্রোতস্বতী অনবরতঃ এক মহাসাগরে বারিরাশি ঢালিতেছে, কিন্তু মহার্ণব পূর্ণ হয় না, অথচ কখনও পূর্ণ হইবে কি না তাহাও বুঝিবার সাধ্য নাই; তেমনই শতসহস্র যুগের মস্তিষ্কনিসৃত জ্ঞান এক এক শাস্ত্রে ঢালা হইতেছে, সে মহাসমুদ্রও পূর্ণ হয় না। আজ যে মত অভ্রান্ত, কাল তাহার ভ্রম বাহির হইতেছে। ঘোর অন্ধকার রজনীতে দিক্‌ভ্রান্ত পথিক মানবের দিঙ্‌নির্ণয়ার্থ অনন্ত প্রকৃতি ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজমানা, অন্ধকারে ভীত না হইয়া, সুদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরার চিহ্নবিহীন, কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন না করিয়া যে ঐ নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখে, এবং সাহসের সহিত আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইতে জানে, সে আজও বিপথগামী হয় না, আজও নূতন পথ আবিষ্কার করিতে পারে। সেই সাহসী পুরুষই প্রকৃত মানব এবং প্রকৃত সমালোচক।

ঐ না লক্ষ লক্ষ গ্রন্থকার রাশি রাশি পুস্তক লিখিয়া ইয়োরোপের পুস্তকালয় সমস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেদিনও নির্ভীকহৃদয়, স্বাধীনচেতা দারবিন্ সাহেব নূতন প্রণালীতে নূতন বিজ্ঞান প্রণয়ন করিলেন। তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল অংশ ভ্রমণ করিয়া, প্রাণীজগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া, জগতের ক্রমোন্নতি,—ইতর প্রাণী হইতে ক্রমোন্নতির নিয়মে মনুষ্যের আবির্ভাব প্রতিপাদন করিয়া আপন প্রতিভাতেজে, জ্ঞানগৌরবে, বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপও স্তম্ভিত করিয়াছেন। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীবর্গের জন্ম, বিস্তার, রূপান্তর এবং ধ্বংশের ইতিহাস লিখিয়া, মনুষ্যের

মনের গূঢ়তম ভাব তাহার বাহ্যিক আকারে কিরূপে প্রতিভাত হয় তৎসমস্ত সাবধানে বিবৃত করিয়া প্রকৃতি-গ্রন্থ পাঠে তিনি যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতি পাঠে চিন্তাশীল মানব যে কত বড় হয় মহাপণ্ডিত দারবিন্ তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইয়োরোপে যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে সে সমস্তই জগৎ পরিদর্শন ও অনুশীলনের ফল। আবিষ্কর্ত্তাগণ মধ্যে কেহ কেহ লিখা পড়াও জানিতেন না; তাঁহারা পুস্তক অধ্যয়ন দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞানের সাহায্যও প্রাপ্ত হন নাই। ফরাশি দেশের কোন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "যদি আপনাকে জানিতে চাও, তবে অন্য মনুষ্য অধ্যয়ন কর; আর যদি অন্যকে জানিতে চাও তবে আপনাকে অধ্যয়ন কর।" এই মহাবাক্য স্মরণ রাখিয়া অনেক বিষয়ে ইয়োরোপ এবং আমেরিকা অসাধ্য সাধন করিয়াছে এবং করিতেছে। প্রকৃতি পাঠ করিতে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা প্রধান সহায়; কেহ তাহার সাহায্যে পাঠ সমাপ্ত করিতেছে। কেহ আবার এখনকার ছাত্রদিগের পরীক্ষার্থ নির্দ্ধারিত সাহিত্যের অর্থপুস্তকের ন্যায়, পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থাবলীর সাহায্যও গ্রহণ করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের মূলসত্য উদ্ভাবন দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতার আজ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! বারুদ প্রস্তুত ও ব্যবহার শিক্ষা দিয়া চীনদেশীয়গণ সমরশাস্ত্রে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে! তাড়িতের গুণ ও কার্য্য, মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা, সূতা কলের আবিষ্কার, চুম্বকের গুণ নির্ণয়, ঘটীকাযন্ত্র প্রস্তুত করণ প্রভৃতি যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, রেলের গাড়ী ও বাষ্পীয় জাহাজের দ্রুতগতি বা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোণের বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগতি ও দূরদর্শন ক্ষমতা প্রভৃতি যাহাই চিন্তা কর, দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের তাৎপর্য্যই ভাবিয়া দেখ, চারিদিকে কেবল জগৎ পরিদর্শন ও পরীক্ষার ফল দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে।

দুই ব্যক্তি একসঙ্গে একপথে চলিয়া যাইতেছে। একজন নিতান্ত উন্মনস্ক, হয়ত কোন বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছে, অথবা আলাপেই ব্যাপৃত আছে। তাহার চক্ষুর সমক্ষে কোন বস্তু বা ব্যক্তি যে উপস্থিত ছিল সে তাহা একবার লক্ষ্যও করে নাই। আবার, আর একব্যক্তির দৃষ্টি বাহ্যজগতে। সে পথের দুই পার্শ্বে যেখানে যে বৃক্ষলতা আছে, তাহা দেখিয়াছে, কোথায়

কাহার বাড়ী তাহার ঠিকানা রাখিয়াছে, মুখে আলাপ করিলেও চক্ষু চক্ষুর কার্য্য এবং কর্ণ কর্ণের কার্য্য করিয়াছে। দূরে গেলে উভয়ের প্রতি এই পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অবাক্ হইবে, কিছুই বলিতে পারিবে না; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি সমস্ত কথা যথাতথ বলিয়াদিবে। * এ দুই জনের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, গ্রন্থবদ্ধদৃষ্টি বাহ্যজগতে অন্ধ ছাত্র আর প্রকৃতির ছাত্র এ উভয়ের মধ্যেও তাদৃশ পার্থক্য রহিয়াছে। অন্ধ যেমন অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াও ইন্ধন দেখিতে পায় না, চন্দ্রনক্ষত্রমণ্ডিত আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া একটী নক্ষত্র বা চন্দ্রের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, বাহ্যজগতের বিষয়ে অন্ধ ব্যক্তি পুস্তকে বদ্ধদৃষ্টি থাকিয়াও তেমনই প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনেক পরিমাণে অনভিজ্ঞ থাকে।

মনুষ্য জ্ঞানে যতদূর জানা জায়, তাহাতে মনুষ্যই জগতের সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি; প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতে সর্ব্বপ্রথমে তাহাকেই পাঠ করিবে। যেমন সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, আবার তেমনই মনুষ্যের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ। মানবমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যয়নের বিষয়। যদি একবার মনুষ্যের মন অতি সাবধানে অধ্যয়ন করিতে পার, শুধু অধ্যয়ন নহে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার জানিবার অনেক বিষয় অতি সহজে তোমার জানা হইল। কারণ মানবমন জগতের অনুকৃতি মাত্র। মানবমনের ইতিহাস মনোবিজ্ঞান, মানসিক গুণনিচয়ের ইতিহাস নীতিশাস্ত্র। মানবমনের ভাব প্রকাশ ভাষাবিজ্ঞান, গণনানিচয় গণিতবিজ্ঞান; তাহার কার্য্যকলাপ ইতিহাস। মানবমন অনন্ত রত্নের আকর। তাহার প্রত্যেকটী ভাব, প্রত্যেক কথা শত শত জীবিত-গ্রন্থ। সেই সজীব গ্রন্থ উপেক্ষা করিয়া অন্ধ মানব নির্জ্জীব গ্রন্থনিচয় কীটের ন্যায় উদরসাৎ করিতেছে, অথচ তাহার কোন্ অংশে কি আছে তাহাও বাছিয়া বাহির করিতে অক্ষম!

মানবদেহও সামান্য শিক্ষার বিষয় নহে। চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব, স্থূলতত্ত্ব এখানে নিহিত। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা, তাঁহারা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া মানবের মৃত দেহ, জীবিত দেহ পরীক্ষা করিয়াছেন। এক জাতির পর অন্য জাতি, এক বংশের পর অন্য বংশ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষার বিরাম হয় নাই। আজও পরীক্ষা চলিতেছে, আরও কোটি কল্প

ব্যাপিয়া চলিবে; চিকিৎসাশাস্ত্র যে কখনও অভ্রান্ত ও পূর্ণায়ত হইবে আজ আমরা একথা কল্পনাও করিতে পারি না। প্রকৃতি-গ্রন্থ এমনই অনন্ত যে, ইহা কখনও সমাপ্ত করা যাইতে পারে না।

মনুষ্যের গঠন বৈচিত্র, বর্ণ বৈচিত্র, মানসিক বৈচিত্র, আবার সেই বৈষম্যেও এক অভাবনীয় সাদৃশ্য সামান্য অনুশীলনের বিষয় নহে। ক্ষুদ্র মানবজীবন তাহার একটিও সম্পূর্ণ করিতে পারে না।

প্রাণীজগতে প্রাণী অসংখ্য। জলে তিমিমৎস্য, স্থলে হস্তী হইতে আরম্ভ কবিয়া ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত কোটি কোটি প্রাণী বর্ত্তমান আছে। সে সমস্ত পর্য্যালোচনা, পরীক্ষা এবং তাহার গুণ শিক্ষা করা বহুদূরের কথা, একজীবনে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় না। যখন কত প্রকার প্রাণী আছে আজ পর্য্যন্ত তাহাই নির্ণীত হইতে পারে নাই, তখন কোন্ প্রাণীর শারীর-ধর্ম্ম কিরূপ কাহার কি গুণ, তাহা অবধারণ করা কাহার সাধ্য?

সমুদ্র জলরাশি। জলের সাধারণ গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহার বাহিরে যে তরঙ্গ, ফেনা, বুদ্‌বুদ্, স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় মাত্র তাহাই সমুদ্রের ধর্ম্ম। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, শত শত নদী অহোরাত্র সুমিষ্ট বারিরাশি ঢালিতেছে, কিন্তু তাহাতে সে লবণত্ব দূর হয় না, কমে না। পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ মাত্র স্থল স্থলভাগ আমরা সহজে দেখিতে পারি। তাহাতে কতরূপ প্রাণী আছে এ পর্য্যন্ত তাহাই নির্ণীত হইল না। অন্য প্রাণী দূরে থাকুক, কত প্রকার মনুষ্য আছে আমরা তাহাও ঠিক জানি না। সেদিন একজন ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারী মধ্য আফ্রিকায় একজাতীয় মনুষ্য দেখিতে পাইয়াছেন তাহাদের পূর্ণায়ত পুরুষের শরীরও দীর্ঘে তিন ফিট অর্থাৎ এক গজের অধিক নহে! গলিভার সাহেবের লিলিপৎ সেথান হইতে কত দূর? আমাদের আয়ত্তাধীন, আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমা-মধ্যস্থ স্থলেই যখন এত অজ্ঞানতা, তখন সমুদ্র মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে? সহস্র সহস্র জীবন এই সমস্ত অনু-শীলনে সাধুভাবে অতিবাহিত হইতে পারে; কেবল তাহাই নহে, সেই অনুশীলনের ফলে জগতের কত উন্নতি সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি মনুষ্যে অনুসন্ধান না করিত, তাহা হইলে সমুদ্রগর্ভের বহুমূল্য মুক্তা,

সুন্দর সুন্দর প্রস্তর, প্রবাল, স্পঞ্জ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু যে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আছে, তাহা আমরা জানিতাম না। সমুদ্রের জল ও বালুকা হইতে লবণ প্রস্তুত হয়; লবণ মনুষ্যের জীবনরক্ষার এক প্রধান উপাদান; লবণ ব্যবহার না করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। অনুসন্ধান ও পরীক্ষা না থাকিলে এই লবণের গুণ বা অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোকে জানিতনা।' কে জানে সমুদ্র-গর্ভে কোন্ অংশে কোন্ মহাবস্তু লুক্কায়িত আছে! আজ যে রোগ অচিকিৎস, সে রোগ মানবশরীরে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ নিবারক কোন বস্তু মহার্ণবের নিম্নভাগে হয়ত লুক্কায়িত রহিয়াছে, আমরা জানিনা, অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই, তজ্জন্যই এত কষ্ট পাইতেছি। আজ মানবের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, ভবিষ্যতের বিষয়ে অন্ধ; মহার্ণবের নিভৃতবক্ষে লুক্কায়িত কোন মহাবস্তুর সাহায্যে কালে যে সে দৃষ্টি বিস্তীর্ণ হইবে না, কে বলিতে পারে?

এখন সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা নির্ণীত হইয়াছে। কোন স্থলে জলের নীচে গুপ্ত পর্ব্বত, কোনস্থলে চুম্বকের আকর, কোনস্থলে, প্রবাল বা স্পঞ্জের বৃক্ষাকার ও স্তূপাকার অবস্থান দেখা যায়। কোন কোন স্থলে জলের গভীরতা আজও নির্ণীত হয় নাই, অতলস্পর্শ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। সে সমস্ত স্থানে জাহাজ লইয়া গমনাগমন বিপদজনক। সুতরাং বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ এবং নাবিকগণ জলপথের চিহ্ন করিয়া লইয়াছে। এইরূপে ক্রমে অনুসন্ধান ও অনুশীলনের বলে মানব অপরিজ্ঞাত সমুদ্র সম্বন্ধেও বিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিবে।

কথিত আছে, জলে সফরীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনুষ্য নৌকা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে; সফরীর পুচ্ছ নৌকার কর্ণ, তাহার ডানা নৌকার দাঁড়। মৎস্যের সন্তরণ দেখিয়া মানুষ সাঁতার দিতে শিখিয়াছে; অথবা, পক্ষীর গতি পর্য্যবেক্ষণের ফল সন্তরণ শিক্ষা বলিয়া আবার কেহ কেহ অনুমান করেন। মনুষ্য জগতের পরীক্ষক। পক্ষী কোন্ ফলে চঞ্চু ব্যবহার করিয়াছে কোন্ ফলে করে নাই তাহা দেখিয়া সে অপরিজ্ঞাত স্থানে অপরিচিত ফল খাদ্য কি অখাদ্য তাহা নির্ণয় করিতেছে। কতকগুলি পতঙ্গ উড়িতেছে, বৃষ্টির অব্যব-হিত পূর্ব্বেই তাহারা উড়িয়া থাকে, অথবা ভেক ডাকিতেছে; তাহাতে মনুষ্য বুঝিয়া লইল বৃষ্টি নিকট। কুকুরের ক্রন্দন, শৃগালের নীরবতা, বায়সের স্বর

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া মনুষ্য-বুদ্ধি স্থির করিতে পারে কোনরূপ মারিভয় নিকট। পরিদর্শন এবং পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ কার্য্যের ফলাফল নির্ণয় এবং কার্য্য হইতে কারণ এবং কারণ হইতে কার্য্য স্থির করিতে না পারিলে সংসারে মনুষ্যের অবস্থা অনেক ইতর প্রাণী অপেক্ষাও হীন হইত।

উদ্ভিজ্জ জগতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। সৃষ্টির এই অংশ প্রাণীজগৎ অপেক্ষাও বিস্তৃত। উদ্ভিজ্জ প্রাণীজগতের খাদ্য, ঔষধ, ব্যবহার ও বিলাস সামগ্রী। তোমার বাড়ীর সম্মুখে ঐ যে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ অটল অচল ভাবে দণ্ডায়মান আছে, একবার ভাবিয়া দেখ, কত ঝটিকা বজ্রপাত, কত বৃষ্টি, কত ঘূর্ণবায়ু উহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐ সহিষ্ণু তাপস তথাপি স্থিরভাবে আছে। তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সংসার হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, অশ্বত্থ বৃক্ষটি যেমন তেমনই আছে। তাহার গতি নীচ নহে, নিম্নদিকে একবারও যায় না, ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে। শীতে পত্রপল্লব বিহীন হইয়াও নিরাশ নিরুৎসাহ নহে, বসন্তের কোমল স্পর্শে পুনরায় পত্রপল্লবে সুসজ্জিত হইতেছে। একবার মূল হইতে পত্র পর্য্যন্ত যথাতথ পরীক্ষা কর, তোমার কত বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। উদ্ভিদ অনন্ত, তাহার একটী পরীক্ষাই যখন এত কঠিন তখন সমস্ত পরীক্ষা করা সসীম মানবজীবনের কার্য্য নহে।

একথা যথার্থ যে সম্যক পরীক্ষা করা অসাধ্য, কিন্তু তথাপিও পরীক্ষা করা মানবজীবনের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য। উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি তীক্ষ্ণ বিষ, জিহ্বাগ্রে লাগিলেই প্রাণ যায়; আবার কোনটী বা উদরস্থ হইলে মৃত্যু ঘটায়, কোনটী লঘুবিষ, ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়; কোনটী স্পষ্ট প্রাণনাশক নয়, শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু তথাপি বিষ ত্যজ্য বা অব্যবহার্য্য নহে। ভাল শরীরে যাহা প্রাণনাশক, রুগ্ন শরীরে তাহাই আবার প্রাণরক্ষক। যাহা বিষ নহে তাহার মধ্যে কতক সুস্বাদু খাদ্য, কতক তিক্ত, কটু, কষায় বলিয়া অখাদ্য, আবার তাহাও অবস্থা বিশেষে ঔষধ। দীর্ঘকালের পরীক্ষা দ্বারা কতকগুলি সুখাদ্য ও শরীরপোষকরূপে ব্যবহৃত, অন্যগুলি অখাদ্য ও শরীরনাশকরূপে পরিত্যক্ত হইতেছে। কালে কালে নূতন নূতন শাকসবজি, নূতন নূতন উদ্ভিদ, নূতন নূতন প্রণালীতে খাদ্য বস্তুর

তালিকাভুক্ত হইতেছে, কোন্‌টী উপকারী কোন্‌টী অপকারী তাহাও নির্ণীত হইতেছে। সংসারে যত প্রকার রোগ আছে তাহার ঔষধ উদ্ভিজ্জ জগতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, মনুষ্য পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলে সে সমস্ত রোগের ভীষণত্ব আর থাকিবেনা। পূর্ব্বে বসন্ত বা ওলাউঠা রোগে অতি অল্প সংখ্যক রক্ষা পাইত, এখন অতি অল্প সংখ্যক মরে। চিকিৎসাশাস্ত্র আরও উন্নত হইবে ঐ সকল রোগের ভীষণত্ব আরও কমিবে। প্রকৃতির এমনই অব্যর্থ নিয়ম যে যেখানে আপনা হইতে বিষবৃক্ষ জন্মিয়াছে, তাহার নিকটেই আবার বিষঘ্ন ঔষধ বৃক্ষও রহিয়াছে। যে দেশে নূতন রোগ আছে, সেই দেশেই আবার তাহার নূতন ঔষধও আছে। কে জানিত লাল জ্বর, কালা জ্বর, ডেঙ্গা জ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা; অথচ নূতন নূতন এ সমস্ত পৃথিবীতে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। আবার প্রকৃতিও এমনই সতর্ক যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি বিস্তার করিয়া সেই সমস্ত নূতন রোগের নূতন ঔষধ বিধান করিতেছেন। স্নেহময়ী জননী যেমন সুপ্তশিশুর শরীর মশকাদির দংশন হইতে রক্ষাকরণার্থ অনবরতঃ অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করেন, শিশু তাহা বুঝিতেও পারে না; স্নেহময়ী প্রকৃতিদেবী তেমনইভাবে সৃষ্টিরাজ্যে নিরাশ্রয় প্রাণীসমুদয়কে রক্ষা করিতেছেন, তাহারা তাহা জানিতেও পারিতেছে না। সুতরাং, আহার্য্য নির্ণয়ে বা ঔষধ আবিষ্কারে, ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুতে বা বিলাস সাধনে, কিম্বা ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া স্রষ্টার আশ্চর্য্য সৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণে, অথবা তুচ্ছ আমোদ প্রমোদ বা অলসতা হইতে দূরে থাকিয়া বিশুদ্ধ আমোদে অথচ জগতের উপকারে জীবনযাপনার্থ, ইহার যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, উদ্ভিজ্জজগৎ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা, প্রকৃতি-গ্রন্থের অত্যাবশ্যকীয় এই অধ্যায়নটী অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা,—মানবজীবনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভূগর্ভে কত রত্ননিহিত রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? যে সকল ধাতু-দ্রব্য, লবণ, চূর্ণ, কয়লা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য খনিজ বস্তু আকর হইতে সর্ব্বদা উত্তোলিত হইতেছে, কেবল সেই পরিজ্ঞাত বস্তু কয়টী পরীক্ষা করিতে কত জীবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং হইবে। কালে কালে আরও কত হইবে কে জানে। পূর্ব্বে পঞ্চভূতের রাজত্বছিল; তৎপর ৬৫টী ভৌতিক পদার্থ কতক দিন গণিত হইত। এখন একশতের উপরে উঠিয়াছে। খনিজ বস্তুও

ক্রমেই সংখ্যায় বাড়িতেছে। আবার প্রকৃত বস্তুর অনুকরণে কৃত্রিম বস্তুও প্রস্তুত হইতেছে; শুক্তি হইতে কৃত্রিম মুক্তা, কয়লা হইতে কৃত্রিম হীরক বাহির হইয়াছে। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুও কৃত্রিম করা হইতেছে। রাসায়নিক বলে কৃত্রিম ধাতু প্রকৃত ধাতুর ন্যায় চলিতেছে। প্রকৃত বস্তুই পরীক্ষা কর আর অনুকরণে কৃত্রিম বস্তুই প্রস্তুত কর, তোমার জীবনের সমস্ত কার্য্য প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ। এ বিভাগেও প্রকৃতি তোমার মানসিক শিক্ষার জন্য অশেষবিধ নূতন বিষয় প্রদান করিবে।

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর। শূন্যমার্গেও প্রকৃতি তোমার শিক্ষয়িত্রী। উন্নত সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র তোমার মনকে উন্নত ও শিক্ষিত করিতে অনেক কথা বলিতে পারিবে। ঐ সমস্ত অত্যুন্নত অধ্যাপকগণ তোমার শত পুরুষ পূর্ব্বে শিক্ষাদান আরম্ভ করিয়াছে, শতপুরুষ পরেও শিক্ষাদান করিবে, তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডার ফুরাইবে না। তাহাদের প্রকৃতি গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে সুকঠিন জ্যোতিষশাস্ত্র; সহস্র সহস্র যুগ চলিয়া গেল আজও জ্যোতিষ পূর্ণাঙ্গ হইল না। একযুগে একরূপ অনুমিত হয়, তাহার পরের যুগে তাহা উল্টিয়া যায়। প্রকৃতির এই উন্নত অংশ সামান্য শিক্ষার বিষয় নহে। এখানেও গভীর গবেষণার প্রয়োজন।

যত প্রকার কল কৌশল মানবজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে সে সমস্তই প্রকৃতি পরিদর্শনের ফল। হয় তুমি নিজে করিয়াছ, না হয় তোমার পূর্ব্বপুরু পরম্পরায় তাহা তোমার জন্য সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু শিক্ষা প্রকৃতিলব্ধ। চক্রদণ্ডাদি যন্ত্র-বলগুলি প্রকৃতি হইতেই সংগৃহীত। হস্তপদাদি যে এত সহজে যদৃচ্ছাক্রমে সঞ্চালন সঙ্কোচন বা প্রসারণ করা যায় তদ্দৃষ্টে কি সূত্রধরের এবং কর্ম্মকারের গ্রন্থিসংযোগ শিক্ষা হয় নাই? আজ মনুষ্য চেষ্টায় শ্রমলাঘবকর অনেক কৌশল দেখিতেছি, অনেক সুখসেব্য বিলাসবস্তু লাভ করিতেছি; প্রকৃতি কি সে সমস্তের মূলতত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দেন নাই? যে ব্যক্তি প্রকৃতি পরিদর্শনে অন্ধ, সে ঘোর মূর্খ ও বিষয়বুদ্ধি বিহীন।

সুতরাং উদ্যমশীল ছাত্র! শিক্ষাভিলাষী বালক! যদি স্বাধীনভাবে ক্রমোন্নতি সাধন করিতে চাও, তাহা হইলে কেবল পুস্তক লইয়া বসিয়া থাকিও না, জীবনের প্রথম হইতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হও, প্রকৃতির কঠিন তত্ত্ব

সমস্ত মীমাংসা করিতে স্বয়ং চেষ্টা কর; অন্বয়ী মুখে হউক, ব্যতিরেক মুখে হউক, স্থির উপপত্তিতে উপনীত হইতে পারিবে। পুস্তক তোমাকে বুদ্ধি দিবে না, চিন্তাশক্তি দিবে না, কিন্তু উভয়ের বিকাশপক্ষে সাহায্য করিবে। প্রকৃতিতে তোমাকে উভয়ই প্রদান করিবে। গ্রন্থশিক্ষা প্রকৃতি শিক্ষার ধাত্রী স্বরূপ। তুমি প্রকৃতিশিক্ষা হইতে আপন মনের বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহ করিলে, গ্রন্থশিক্ষা আপন মার্জ্জিত রুচি, অভিজ্ঞতা ও সভ্যতার গুণে সে সমস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে পারিবে এই মাত্র। অতএব যদি বড়লোক হইতে চাও, তবে জীবনের প্রভাত হইতে সাবধানে সৎপথে থাকিয়া প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থ অধ্যয়ন কর, তোমার আশা ও উদ্দেশ্য সফল হইবে, তুমি যশস্বী, স্মরণীয় এবং সত্যসত্যই একজন অতি প্রধান লোক হইতে পারিবে তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই।

---

(২)

গ্রন্থ-শিক্ষা।

প্রকৃতিশিক্ষার বিষয় উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা ন্যূনাধিক সকলেরই আয়ত্তাধীন। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, শীত গ্রীষ্মাদির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আছে, যাহার যতদূর অনুধাবন, সে সমস্ত সম্বন্ধে সে সেই পরিমাণে মত প্রকাশ করে; কিন্তু যে শিক্ষা যেখানে অধিক পরিমাণে আলোচিত ও অনুসরিত তাহাই সহজ, আর যাহার আলোচনা অল্প তাহা সহজ হইলেও কঠিন। গ্রন্থশিক্ষার বহুল প্রচারে অন্যের চক্ষে দেখিতে আমাদের এরূপ অভ্যাস হইয়াছে যে, তাহাই আমাদের নিকট সহজ, আর আপনার চক্ষু মেলিলে যাহা দেখিব, অভ্যাস বশতঃ সে স্বাধীনতাটুকু হারাইয়া আমাদের নিকট তাহাই,—সেই প্রকৃতিলব্ধ শিক্ষাই কঠিন।

কোন্ সময়ে লিখাপড়ার আরম্ভ তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কখ বা অ আ প্রভৃতির জন্মপত্রিকা নাই, ১, ২, প্রভৃতির জন্মদিনও আমরা জ্ঞাত নহি। আমরা এতকাল অনুসন্ধানের পর এই মাত্র বুঝিয়াছি যে, ভারতবর্ষে

ঐ সমস্তের জন্ম, আর্য্যজাতিই তাহাদের জনক। এই লিখাপড়ার ফল অতি-চমৎকার। অক্ষর ভাষার মূলদেশ; অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সাকার হইল, তৎপূর্ব্বে নিরাকার ছিল। ভাষা গঠিত হইতে তৎসঙ্গে লিখাপড়ার আরম্ভ। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা, সভ্য জনপদসমূহেও হস্তোলিখিত এবং পরিশেষে অতি অপকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তরে খোদিত হইত। প্রথমে কাগজ পর্য্যন্তও ছিলনা। তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র, কখনও বা বৃক্ষের পরিষ্কৃত বল্কল কাগজের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। লেখনী বংশখণ্ড এবং লৌহ। মানবজ্ঞানে কঠিন কঠিন বিষয় সমস্ত রচিত হইলেও তাহা মুখস্ত করিয়া রাখা শিক্ষার প্রধান পদ্ধতি ছিল। সুতরাং শ্রুতি শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করিতে হইত, স্মৃতি স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখা যাইত। অন্য সহজ উপায় না থাকাতে স্মৃতিশক্তি বিলক্ষণ প্রখরতা লাভ করিত। সমগ্র বেদ, সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র অনেক মহর্ষি, অনেক অধ্যাপক কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন। অধ্যাপনের যোগ্য শিক্ষার উপযুক্ত সমস্ত বিষয় যাঁহার কণ্ঠস্থ, যিনি স্বাধীন চিন্তায়, প্রকৃতি অধ্যয়নে গৌরবপূর্ণ, তিনি যে কতবড় গুরু তাহা সহজে ধারণা হয় না। সুতরাং তখনকার গুরুও গুরু ছিলেন, শিষ্যও শিষ্য ছিলেন।

সে সময়ে শিষ্যকে বড় কঠোর নিয়মে গুরুর অধীন থাকিতে হইত। যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের জন্য দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষা না জন্মিত, যে পর্য্যন্ত আপন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয়দানে শিষ্যত্বাভিলাষী ব্যক্তি গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিত, সে পর্য্যন্ত তাহাকে গুরুর পরিচর্য্যা করিতে হইত। পরে, গুরুর জ্ঞানে, চরিত্রে, ঔদার্য্যে এবং গুরুত্বে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিলে, আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে উত্তপ্ত হৃদয়-ভূমিতে গুরু জ্ঞানবারি বিতরণ করিতেন, শিষ্য-হৃদয় উৎকণ্ঠ হইয়া তাহা পান করিত, কাজেই অতি অল্প সময়ে তখন অনেক বিষয় সহজে আয়ত্ত হইত।

গুরু সর্ব্ব প্রথমে বশ্যতা শিখাইতেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট নত হইতে জানে, সে যেখানে গৌরব যেখানে মহত্ত্ব সেখানেই নম্র এবং বিনয়ী; ক্রমে বিনয় তাহার ভূষণ হয়; সে বড় হইতে অনেকদিন লাগে না। গুরু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তৎপর আপন দৃষ্টান্ত এবং অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা নীতিশিক্ষা দিতেন, এবং জ্ঞানশিক্ষায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই শিষ্যের চরিত্র ধীরে ধীরে

গঠন করিয়া তুলিতেন। পরে, গঠিত চরিত্রে, নত ও প্রস্তুতমনে গুরু যে ভাবে জ্ঞানবীজ বপন করিতেন তাহাই সুফল প্রসব করিত।

শিষ্য গুরুর কিরূপ বাধ্য ছিল, অল্পবয়সে পিতামাতার নিকট হইতে নীত হইয়া কতদুর বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক গুরুর অধীনে থাকিত, মহাভারতে তাহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আছে। উদ্দালক প্রভৃতি শিষ্যের বিবরণ উপদেশ পরিপূর্ণ, এবং ছাত্রজীবনে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। এস্থলে তৎসমস্ত পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই হইবে যে চরিত্রবান এবং বিনয়ী হইলে অনেক শিক্ষা হইল। সচ্চরিত্র এবং নম্রভাবে, গুরুর গুরুত্বে দৃঢ় আস্থা রাখিয়া ছাত্র যদি গ্রন্থ শিক্ষা আরম্ভ করে, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ে অনেক অগ্রসর হইতে পারে। বিদ্যার্থে গুরু শুশ্রূষা নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "হয় শুশ্রূষা দ্বারা না হয় প্রচুর বস্ত্র বা ধনদান দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিলে, কিম্বা এক বিদ্যা একজনকে দান করিয়া তাহার বিনিময়ে বিদ্যান্তর গ্রহণ করিলে বিদ্যালাভ হইতে পারে।

গ্রন্থশিক্ষার প্রধান সহায় স্মৃতিশক্তি। মনোযোগে সে শক্তির উন্নতি, মন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লিপ্ত রাখিলে তাহার অবনতি। স্মৃতি ও মনঃসংযোগে এত নিকট সম্বন্ধ যে, অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতও উভয়কে এক বলিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এক নহে, কিন্তু তাহারা অনন্য সহায়। স্মৃতি ব্যতীত মন থাকিতে পারে না, মনঃসংযোগ না হইলে স্মৃতিও অকর্ম্মণ্য। যেমন কাষ্ঠ ব্যতীত অগ্নি জ্বলে না, অগ্নি না হইলে কাষ্ঠও জ্বলে না, এ তদ্রূপ। গঠিত চরিত্রের মন ইতস্ততঃ ধাবিত হয় না, যখন যে বিষয় অবলম্বন করে তাহাতেই দৃঢ় থাকে। সুতরাং স্মৃতিশক্তির উন্নতি করিতে হইলে সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। বাল্যকালে অনেকের স্মৃতিশক্তি প্রখর দেখা যায়; তাহারা দুষ্ট প্রকৃতি অস্থির মতি হইলে অতি অল্পদিনেই সে শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। গ্রন্থ-শিক্ষা প্রদানের প্রথমেই মনঃসংযোগ শিক্ষাদান করা অভিভাবকের প্রথম কর্ত্তব্য। কারণ শিক্ষাও একরূপ সাধনা; তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে ইহার সমস্ত প্রক্রিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কুরুপাণ্ডব-গণকে শিক্ষাদান কালে অর্জ্জুনের মনঃসংযোগ দৃষ্টে,—বৃক্ষস্থিত একটী ক্ষুদ্রতম পক্ষির মস্তক মাত্র লক্ষ্য করিয়া অন্য সমস্ত বিষয়ে অন্ধবৎ অবস্থানদৃষ্টে কিরূপে

সেই কিশোর বয়সেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া লইয়াছিলেন তাহা আর এস্থলে বলিতে হইবে না। মহাভারত পাঠক সকলেই অবগত আছেন।

আজ তুমি একটী বালককে কখ পড়াইতেছ; তোমার কখ তাহার মনে স্থান পায় না। তাহার মা যে তাহার সাক্ষাতে কএকটী রসগোল্লা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন তাহার মন সেখানে রহিয়াছে। মন একটী রবারের কলসী স্বরূপ। তাহার গলদেশ অতি সঙ্কুচিত। যদি ভিতরে কিছু রাখিতে চাও, অল্প অল্প করিয়া ভরিতে থাক; ক্রমে যত দিবে ঐ কলসী সে সমস্তই ধারণ করিবে। কিন্তু শূন্যগর্ভ কলসীটির মুখেও যদি অন্য কোন পাত্র এরূপ ভাবে রাখিয়া দেও যে, কলসীর মুখ সম্পূর্ণ আবরিত থাকে, আর তখন যদি তাহার উপর এক কলসী জল ঢালিয়া দেও, তাহা হইলে ঐ জল চারিদিকে ছড়িয়া পড়িবে, কলসীর মধ্যে এক বিন্দুও প্রবেশ করিবে না। মনও তদ্রূপ। ঐ রবারের কলসীটির মুখে যদি বিষয়ান্তরের চিন্তা রাখিয়া দেও, আর তাহার উপর তোমার অধ্যাপক তোমার শিখিবার বিষয়টী অতি সরল তরল করিয়াও ঢালিয়াদেন, তাহাও চারিদিকে ছড়িয়া পড়িবে, মনের ভিতর তাহার বিন্দু মাত্রও প্রবেশ করিবে না।

যদি একটী বিষয়ে এক সময়ে মনঃসংযোগ করা প্রথম হইতে অভ্যাস হয়, তাহা হইলে স্মৃতিশক্তি অতি সহজে প্রখরতা লাভ করে। স্মৃতিশক্তির উন্নতি সাধনের এই একমাত্র উপায়। যদি তোমার শিখিবার বিষয় ভাল শিখিতে চাও, সহজে শিক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে সচ্চরিত্র ও বিনয়ী হইয়া গুরুপদেশে অবিভক্ত মনঃসংযোগ কর, তাহা হইলে আর কোন কষ্ট হইবে না।

আমরা গ্রন্থশিক্ষা নাম দিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু গ্রন্থ কি তাহা একবার বুঝা আবশ্যক। যাহা গাঁথা হইয়াছে তাহা গ্রন্থ। গাঁথাও আবার দুই প্রকার। যাহা মালার ন্যায় গ্রথিত বা রচিত তাহাও গাঁথা; আবার যাহা পুস্তকের ন্যায় সূত্র দ্বারা বাঁধা, তাহাও গাঁথা। গ্রন্থ বলিলে ইহার কোন অর্থই অসঙ্গত হয় না। যাহা কিছু ধারাবাহিক রচিত তাহা গ্রন্থ, আবার যাহা রচিত হইয়া পুস্তকাকারে গঠিত হইয়াছে তাহাও গ্রন্থ।

যেমন ফল মাত্রই স্বাদু নহে, ক্ষেত্রজ বস্তু মাত্রই শস্য নহে; সেইরূপ গ্রন্থ মাত্রই পাঠ্য নহে। ক্ষেত্রের আগাছা, ঘাস, কণ্টকাদি, ফলের বিস্বাদ অখাদ্য-

গুলি যেমন ত্যজ্য, লিখার মধ্যেও তেমনই কণ্টক এবং মাকালজাতীয় লিখা অবশ্য পরিহার্য্য। জ্ঞানী শিক্ষক, অভিভাবক সতর্ক হইয়া দেখিবেন ছাত্র-জীবনে ঘৃণিত অপাঠ্য কোন পুস্তক নিকটস্থ না থাকে, তরলমতি বালকের হস্তগত না হয়। কারণ, বালক, যে সমস্ত খাদ্য রন্ধন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, যে সমস্ত ফল কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে তাহা বড় মনোনীত করে না, কষায় খর্জ্জুর অমিষ্ট কুল ও সহজলভ্য বলিয়া তাহার প্রিয়; সহজবোধ্য সহজলভ্য অপাঠ্য পুস্তকের সারশূন্য কদর্য্য ভাবও সে তেমনই প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিবে, উপকারী সুপাঠ্য পুস্তক কঠিন বলিয়া দূরে রাখিবে।

শুদ্ধরূপে লিখিত সদুপদেশ এবং সংশিক্ষাপ্রদ গ্রন্থই পাঠ্য, আর সমস্ত অপাঠ্য। সংপুস্তক আপাততঃ নীরস বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা উপকারী। বালক ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক নিম্ব পান করিলে যেমন তাহার পিত্তাধিক্য নিবারণ এবং শরীরের উপকার সাধন হয়; তেমনই সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ প্রথমে নীরস লাগিলেও তাহা অধ্যয়ন করিলে মনের উপকার হইবেই হইবে। আর তাহা তিক্তই বা লাগিবে কেন? নীরসই বা বোধ হইবে কেন? সরস নীরস কেবল শিক্ষকের গুণে বা দোষে হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য পরায়ণ অধ্যাপক বা অভিভাবক স্বয়ং চরিত্রবান হইলে বালকমনে সদুপদেশ-রত্ন অতি সাবধানে যথাস্থানে বসাইতে এবং তদ্দ্বারা মন সুসজ্জিত করিতে পারেন। সুদক্ষ সূপকার আপনার রন্ধন কৌশলে নিতান্ত নীরস এবং বিস্বাদ বস্তুও সুস্বাদু খাদ্যে পরিণত করিতে পারে; সুকণ্ঠগায়ক অতি কর্কশ সঙ্গীতটিকেও আপনার গুণে সুমধুর শুনাইতে পারেন; দক্ষ বাদকের হস্তে সামান্য যন্ত্রটিও সুমধুর ধ্বনিত হয়; সুদক্ষ অধ্যাপক ভাল বিষয় শিষ্যের নিকট ভাল বোধ করাইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? কেবল বিষয় ভাল হইলে চলিবে না, সাধুচরিত্র অধ্যাপক এবং উপদেষ্টার প্রয়োজন। কারণ সংদৃষ্টান্তের তুল্য বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই; অসৎ দৃষ্টান্তের ন্যায় শত্রুও আর নাই। সদৃষ্টান্তে শত শত অসাধু লোক সাধু হইয়া গিয়াছে, আর অসদৃষ্টান্ত সন্দর্শন করিতে করিতে কত সাধুচরিত্র ব্যক্তি বিপথ-গামী হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এমন লোক সংসারে নাই যে দুই চারিটী উদাহরণ দিতে অসমর্থ।

সৎ-পুস্তক যুগযুগান্তরের জ্ঞানসমষ্টি। ঔষধালয়ের এক একটী ঔষধ যেমন ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জ বা খনিজ বস্তু হইতে সারাংশ চোয়াইয়া লইয়া পরিষ্কার ভাবে শিশিতে রাখা হয়; এক এক খানি ভাল গ্রন্থে তেমনই শতশত যুগের লোক-মস্তিষ্ক চোয়াইয়া তাহার সার ভাগ জ্ঞান সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। লোক মরণশীল, ভাব অমর, ভাল পুস্তকও অমর। সদ্ভাব কখনও বিনাশ হয় না,—কথায়, কার্য্যে, গল্পে, উপন্যাসে, উপকথা বা কাব্যে, গানে, উপহাসে বা পুস্তকে তাহা থাকিয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লোকে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, এইরূপে আজ আমরা তাহার উত্তরাধিকারী। আজ ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী, কালীদাস, কপিল, গৌতম, কনাদ, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য, বরাহ-মিহির, খণা, লীলাবতী, মৈত্রী, গার্গী, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, ভৃগু, ভার্গব, শুকদেব আপন আপন মস্তিষ্ক দান করিয়া আমাদের নিজ সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। আজ সেক্ষপীয়র মিল্টন, বায়রণ, স্কট, শেলী, ড্রাইডেন, বেকন, নিউটন, ইউলার, ফ্রাঙ্কলিন, কোমত, ক্যাণ্ট, বেন, হামিল্টন্, গেটে, বয়লো, ভলটেয়ার, হোমর, ভর্জ্জিল, দান্তে, আর্কিমিদিস, গ্যালিলিও, বেন্থাম, সক্রেতিস, কোপর্ণিকস, সীজর, নেপোলিয়ন, হাফেজ, ফার্দ্দোসি, সিঁরি, টলেমি, প্লেটো, কেপ্লার, কারলাইল, ইমার্সন প্রভৃতি এ সকলের সদ্ভাব ও মস্তিষ্ক আমাদের। কত যুগ ব্যাপিয়া ঐ সকল মহাপুরুষ নৈশশ্রমে শ্রান্ত হইয়া তৈল নিঃশেষ করিয়াছেন, পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ ভাবরত্ন ও জ্ঞানরত্ন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন; আজ আমরা ধনীর সন্তান এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহা সুখে উপভোগ এবং নিজের উপার্জ্জন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই বলিয়া নির্ম্মম ভাবে অপব্যয় করিতেছি। মোক্ষমুলর, তিণ্ডেল্, হক্সলী প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের জ্ঞানরত্নও সম্পূর্ণ তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত নহে; বৃদ্ধা পিতামহীর উপকথাও তাঁহার নিজের নহে। যাঁহারা কৃতী তাঁহারা নিজ চেষ্টায় পৈত্রিক ধন বৃদ্ধি করেন, যাহারা মূর্খ ও অকৃতী তাহারা তাহা পারে না এইমাত্র প্রভেদ।

প্রকৃতিলব্ধ শিক্ষা দ্বারা লোকের প্রতিভার প্রাখর্য্য দেখা যায়, তাহার মৌলিকতা চিন্তাশীলতা প্রকাশ পায় সত্য; কিন্তু গ্রন্থশিক্ষা ব্যতীত মন মার্জ্জিত এবং গঠিত হয় না। যেমন কোন দীনদরিদ্র ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া

অহোরাত্র পরিশ্রম পূর্ব্বক যে ধন উপার্জ্জন করে তাহা অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু সে হঠাৎ তেমন বড়লোক হইতে পারে না। কিন্তু যাহার প্রচুর পৈত্রিক মূলধন আছে সে যদি সাবধানে তদ্দ্বারা বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে অতি সহজে বড় ধনী হইতে পারে। তেমনই কেবল প্রকৃতিশিক্ষা দ্বারা লোক শিক্ষিত হইলেও গ্রন্থলব্ধ পৈত্রিক জ্ঞানরত্নের মূলধন ব্যতীত জীবন-বাণিজ্যে তাহার বড়ধনী হইবার আশা অল্প। প্রকৃতি মনকে প্রস্তুত করে, গ্রন্থ তাহা মার্জ্জিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া দেয়। প্রাকৃতিক জ্ঞান আকরজাত অপরিষ্কার হীরক, গ্রন্থ তাহা কাটিয়া পরিষ্কার ও জ্যোতিষ্মান করে। স্বভাব-শিক্ষা স্বভাবজ বনলতা; গ্রন্থশিক্ষা যত্নরক্ষিত উদ্যানলতা। স্বভাব সৌন্দর্য্য মার্জ্জিত রুচিতে পরিমার্জ্জিত, বসনভূষণে সুসজ্জিত হইলে আরও মনোমোহন করিবে। যদি বনলতার স্বাভাবিক সজীবতা ও প্রফুল্লতা, উদ্যানের যথা-স্থানে যথাযোগ্য সমাবেশ দ্বারা রুচির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পার, তাহা হইলে মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় তাহাতে পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিবে। মনুষ্য অল্পায়ু ও নিরাশ্রয়; সুতরাং কোন ব্যক্তি মনীষীগণের পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানরত্নের মধ্য দিয়া সূত্র স্বরূপ প্রবেশ করিতে পারিলে সে আপনার জন্য যে সুন্দর মালা গাঁথিয়া লইতে পারিবে, এ সামান্য সীমাবদ্ধ নশ্বর জীবনে সে এত সময় পাইবেনা যে ততগুলি রত্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তুমি স্বয়ং উপার্জ্জন কর, পরপ্রত্যাশী হইও না। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তুমি পিতৃ-পৈতামহিক সঞ্চিত ধন উপভোগ করিবে না। অথবা তুমি কি অলসভাবে বসিয়া কেবল সেই সঞ্চিত ধনই ভোগ করিবে, তাহার উন্নতি ও বৃদ্ধির উপায় দেখিবে না? এ উভয়ই নিন্দনীয়। যে আপন চেষ্টায় স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করে, অথচ পৈত্রিক মূলধনও লাভজনকরূপে ব্যবহার করিতে জানে, সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। সুতরাং স্বভাব হইতে যেমন জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া নিজের স্বাধীনচিন্তা স্বাধীনক্ষমতা দেখাইবে, তেমনই আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষীগণের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে জ্ঞানরত্ন সঞ্চয় করিয়া আপন জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। যেমন কোন ধনী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুষ্করিণী খনন করে, তাহার অভ্যন্তর হইতে বহু চেষ্টায় জল উদ্ধার করায়; সেই জল যদি বদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে দূষিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং নালা কাটিয়া

পুকুরের জল নদী বা হ্রদের সহিত সংযোগ করিয়া দেয়; তাহাতে স্রোতের জল পুকুরে আসিয়া জল সংশোধন করে; তেমনই তোমার মনরূপ পুষ্করিণীতে আপন চেষ্টায় যত গভীর জ্ঞানবারি সঞ্চিত হউক না কেন, গ্রন্থরূপ নদীতে অনন্তকাল হইতে যে জ্ঞান-স্রোতঃ প্রবাহিত আছে, যদি তাহার সহিত সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তোমার আপন পুকুরের জল দূষিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এজন্যই জ্ঞান বিনিময়, এজন্যই বিদ্যাদানে বিদ্যার্জ্জন। সুতরাং গ্রন্থাধ্যয়ন গ্রন্থশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্ধভাবে কণ্ঠস্থ করার নাম গ্রন্থশিক্ষা নহে; টোলের পণ্ডিতগণ তাদৃশ পাঠকে আবৃত্তি মাত্র বলিতেন; তাঁহারা পড়িয়াছ বলিলে পঠিত বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছ ইহাই বুঝিতেন। গ্রন্থশিক্ষা বলিলে সুপাঠ্য পুস্তকের মূল তাৎপর্য্য সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং তাহা আপন সম্পত্তি করিয়া লইয়া যখন যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারা বুঝিতে হইবে।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই ছাত্রজীবনে বিষয়ভেদে রুচিভেদ সুতরাং উৎকর্ষেও তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ সাহিত্যে পারদর্শী, গণিতে দুর্ব্বল; কেহ গণিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন কিন্তু সাহিত্যে প্রবেশ নাই। কেহ চিন্তাশীল, মনোবিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাহার প্রিয়, আবার কেহ ইতিহাস লইয়া জীবন যাপন করিতে চায়। এ সমস্ত কাহারও পৈত্রিক স্বত্ব, বা বুদ্ধির পার্থক্যজনিত ফল নহে, কেবল মনঃসংযোগের তারতম্যের ফলমাত্র। বালকমন চারিদিকে ধাবিত হইতে চায়; তখন কৌশল পূর্ব্বক তাহার মনে শিখিবার বাসনা বলবৎ করা অভিভাবকের পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কখন কোন বিষয়ে মনোযোগের ত্রুটি হইল, বালক কোন বিষয় উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তাহা যদি প্রথম হইতে তিনি সাবধানে দেখেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করেন, তাহা হইলে আর সে ভাব থাকে না;—গণিতে আমার বুদ্ধি নাই, সাহিত্যে সাহিত্য নাই, বিজ্ঞান আমার জ্ঞানাতীত এরূপ বলিবার কোন কারণও হয় না।

আমরা এরূপ বলিতেছি না যে সকল বিষয়ে সকলে সমান উৎকর্ষ লাভ করিবে। কিন্তু জীবনের প্রথম দিকে উপেক্ষার ভাব থাকিলে অনেক বিষয়ে জীবন মরুভূমি হইয়া উঠে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে, জ্ঞাতব্য প্রত্যেক বিষয়ের

কিছু কিছু এবং একটী বিষয়ের প্রত্যেক অঙ্গ সম্পূর্ণ শিক্ষা করে। স্কুল-বিভাগ ছাড়াইয়া ছাত্রগণ যখন কালেজে শিক্ষারম্ভ করে, তখন মধ্যে মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, গণিতের সরলাংশে যে ভাল ছিল মিশ্র অংশ সে ধারণাও করিতে পারে না। তখন বুঝিতে হইবে, গণিতে সে পারদর্শী হইবার নহে, সুতরাং তখন তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তকরণজন্য বিষয়ান্তর মনোনীত করিতে হইবে। একটী বিষয় মূল অবলম্বন, অন্যান্য বিষয়মাত্র কার্য্যসাধন সহায় থাকিলে মনুষ্যের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধা হয়।

আজ কাল আমরা আমাদের অবস্থার অতীত অনেকগুলি অভাব এরূপ বাড়াইয়া লইয়াছি যে কিছুতেই সুখবোধ করি না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নও পরিত্যক্ত হয়। আমরা জ্ঞান একবার উপার্জ্জনের চেষ্টা করি; অধ্যাপক অনেক চেষ্টায় জ্ঞানের বোঝা আমাদের স্কন্ধে উঠাইয়া দেন, আমরা অনেক কষ্টে পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধ হইতে সে ভার নামাইয়া দেই, আর চিরজীবনের জন্য অবসর হইয়া অর্থচিন্তা করি। জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা না করিলে জ্ঞান থাকিবে কেন? কথায় বলে বসিয়া খাইলে ধনীর গোলাও শূন্য হয়। জ্ঞানের সম্বন্ধেও ঠিক তাই। অতএব ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে।

জ্ঞান বৃদ্ধির প্রথম উপায় জ্ঞান বিতরণ। অন্যকে উপদেশ প্রদান দ্বারা যে পরিমাণ জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, অধীতবিষয় পরিষ্কার মনে থাকে, আলোচনা দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। অন্য বস্তু বিতরণ দ্বারা হ্রাস হয়, কিন্তু জ্ঞান বাড়িয়া চলে। যেমন অনেক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহা যতই ছাঁটিয়া দেও, ততই বৃদ্ধি পায়; দ্রুতবৃদ্ধি করিতে হইলে ছাঁটিয়া দেওয়াই আবশ্যক। জ্ঞানও তদ্রূপ। কে না জানে, গুরুর শাস্ত্রোপদেশ, বাগ্মীর বক্তৃতা ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ কেবল শিষ্য ও শ্রোতৃবর্গের উন্নতি সাধন করিয়া বিরত হয় না; গুরু, বাগ্মী ও ধর্ম্মোপদেষ্টার বরং অধিক উপকার করে। লজ্জা পাইবার আশঙ্কা ও যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা এত অধিক, এমনই প্রবল যে, যত্ন চেষ্টা অনেক অধিক হয় স্মরণ রাখিবার আগ্রহ অনেক বাড়িয়া চলে; সুতরাং গুরুর জ্ঞান মার্জ্জিত, বাগ্মীর বক্তৃতাশক্তি উদ্দীপ্ত এবং ধর্ম্মোপদেষ্টার ধর্ম্মভাব প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

এ কেবল বাচনিক উপদেশের কথা। লিখিত উপদেশ, গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা জ্ঞানবিতরণ, উপদেষ্টার আরও অধিক উপকারী। বলিতে অধিক সাবধান না হইলেও চলিতে পারে; বাগ্মীর ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রোতৃবর্গ তাঁহার ভাষা বা ভাবের দোষগুণ সমালোচনার সুযোগ পায় না; কিন্তু লিখিত বিষয় নির্জ্জনে বসিয়া সমালোচনা করিতে সকলেরই অধিকার আছে; সুতরাং লিখকের অনেক সাবধান হইয়া, অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিতে হয়; কাজে কাজেই লিখকের জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই শিক্ষা ও অনুসন্ধানের ফল বহু আলোচনার পর গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিলে সে বিষয়টী লিখকের হৃদয়ে যেমন গাঁথা হইয়া থাকে, তেমন আর কিছুতেই হয় না।

যে সমস্ত বিজ্ঞানাদিশাস্ত্র প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতি হইতে শিক্ষালাভ হইতে পারে, সেই সমস্ত বিষয় গ্রন্থে চিন্তাশীল লিখকগণ যে ভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা তুলনা করা এবং তুলনা দ্বারা দোষগুণ বিচার করা জ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বিতীয় পথ। এই প্রণালী সাবধানে অনুসরণ করিলে প্রতিভাশালী লোক কেবল যে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে এমন নহে, গ্রন্থের ভ্রম বাহির ও সংশোধন করিয়া জগতের মহান উপকার সাধনে সমর্থ হয়। গ্রন্থকার জগতের বন্ধু; যে গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে পারে সে গ্রন্থকর্ত্তারও পরম উপকারী বন্ধু।

নিরপেক্ষ সমালোচনা জ্ঞানোন্নতি সাধনের আর একটী উপায়। সংসারে যাহা কিছু উপকারী, স্বাধীন নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা তাহার সমস্ত দোষ বিদূরিত হইয়া অগ্নিদগ্ধ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তাহা ক্রমেই অধিক উজ্জ্বল হয়। পথিকের পথপার্শ্বে আলোক রাখিলে তদ্দ্বারা মাত্র পথিকের উপকার হয় না, যে রাখে তাহার পথও পরিষ্কার হয়। সমালোচকের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

লিখিবার শিক্ষা জ্ঞানোন্নতির আর একটী পথ। সুন্দর অক্ষরে লিখিতে শিক্ষা করা একটী প্রধান গুণ। লিখা চিত্রবিদ্যা বিশেষ। অক্ষরগুলি সুন্দররূপে চিত্র করিতে পারিলে কেবল আপনার মনে সুখ বোধ হয় তাহা নহে; তাহাতে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রচনাপ্রণালীর সামান্য দোষগুলিও ভুলাইয়া দেয়।

গ্রন্থশিক্ষা সম্বন্ধে আরও কএকটী বিষয় লিখিবার বাকী আছে। কোন্ বিষয় প্রথম, কোন্ বিষয় শেষে শিখিতে হইবে; এবং কোন্ বয়সে স্মৃতিশক্তি কি পরিমাণ ধারণা করিতে সমর্থ, উপযুক্ত অভিভাবক এবং শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে তাহা ভালরূপে বিবেচনা করেন। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি অনেক ভাল ছাত্র গুরুর অবিবেচনার দোষে নষ্ট হইয়াছে, তাহারা বাল্যকালে যে পরিমাণ শিখিবার বিষয় মনে ধারণ করিতে সমর্থ ছিল, তাহা হইতে অনেক অধিক বোঝা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়াতে বালক কিছুই শিখিতে পারে নাই। হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসবের ন্যায় দুরাশার ফল এইরূপই ঘটে। পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত আহার করিলে যেমন তাহা জীর্ণ হয় না, কেবল পীড়া জন্মে, তেমনই মনের আহার পরিমাণাপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রদান করিলে মনও পীড়িত এবং স্মৃতিশক্তির জীর্ণ করিবার ক্ষমতা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল হইয়া তাহার ভ্রম জন্মিবার এ একটী প্রধান কারণ।

আমাদের শরীর রক্ষার্থ আমরা যে আহার করি, তাহার সহিত মনের পুষ্টি সাধনের আহারের অনেক সাদৃশ আছে। আহার্য্য বস্তু শরীরের উপযোগী হওয়া আবশ্যক; পরিষ্কার, সুপক্ক এবং জীর্ণযোগ্য না হইলে তাহাতে শরীরের উপকার হয় না; যাহার আহার্য্য লঘুপক্ক হওয়ার দরকার, ঘৃতাদি দ্বারা গুরুপক্ক আহার্য্য তাহার সহ্য হয় না। শরীরের অবস্থামতে গুরুপক্ক বস্তুই আবার কাহারও শরীরের উপযোগী; সাধারণ খাদ্যে তাহাদের অপকার হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক বা প্রতিপালক এ সকল বিষয়ে অবহিত। মনের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। কদর্য্য ও অশ্লীল রচনার ন্যায় কদর্য্য ও দূষিত বস্তু আর নাই; মনে তাদৃশ খাদ্য সহ্য হইবে না; তাহাতে মন পীড়িত, দুর্ব্বল, কেন্দ্রভ্রষ্ট, কুচিন্তা জড়িত, ভ্রান্তিপূর্ণ এবং চিন্তা করিবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। আবার সাত বৎসর বয়স্ক বালকমন কখনও সাঙ্খ্যদর্শন বা জ্যোতিষশাস্ত্র জীর্ণ করিতে সমর্থ নয়; তাহাতেও তাহার মনের অপকার ও অজীর্ণ হইবে।

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন উভয়ই বড় কঠিন কার্য্য। জীবনের প্রথম হইতে সাবধান না হইলে কাল হারাইয়া কিছুই হয় না, সমস্তদিন ভুলিয়া থাকিয়া তণ্ডুলার্থীব্যক্তি সন্ধ্যাকালে ধান্য শুষ্ক করিতে চেষ্টা করিলে যেমন তাহার তণ্ডুলাহরণ ঘটে না, তেমনই, সময় হারাইয়া শিখিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টাও

বিফল হয়। অধ্যয়নেও সৎসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুলোকের সামান্ত আলাপ হইতে যে শিক্ষা যে পরিমাণ ভাবসংগ্রহ হয়, অধীত বিষয় বুঝিবার জন্ত যে পরিমাণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই হয় না; অসাধুসঙ্গ উন্নতির প্রতীপগামী।

ভালছাত্র জীবনে কিছুদূর অগ্রসর হইলে আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইতে পারে। কোন কোন ছাত্রের সম্বন্ধে একথা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে, তাহারা দশ বৎসর বয়সে নিজে শিক্ষার যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, যে পথ প্রকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত করিয়া লইয়াছে, সুবিজ্ঞ অধ্যাপক অভিজ্ঞ, পরিদর্শক তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

প্রিয় বালক! যদি জীবনে উন্নতি করিতে চাও, তবে জীবনের প্রথম হইতে সাবধানে অধ্যয়ন করিতে থাক। যতই অধ্যয়ন করিবে ততই শিখিতে পারিবে। অধীত বিষয় যতই চিন্তা ও অনুশীলন করিবে ততই তাহা তোমার আয়ত্ত হইবে, তাহার নূতন সৌন্দর্য্য অভিনব মাধুর্য্য অনুভব করিবে। আপন চেষ্টায় যখন একটী সদ্ভাব বাহির হয়, নূতন সত্য আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত হয়, তখন মনে বিমল আনন্দ লাভ করা যায়, পৃথিবীর কোন আনন্দ তাহার সহিত উপমেয় নহে; মানবজীবনে সে স্বর্গসুখ। জীবনে কিছুই অসাধ্য নাই, অসম্ভব নাই। নিয়ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন, অনুসন্ধিৎসু অন্তঃকরণ জগতে চিরদিন বড় হইয়াছে, অসাধ্য সাধন করিয়াছে, একথাটী যেন অন্তঃকরণে নিয়ত প্রতিফলিত থাকে।

---

(৩)

ব্যবসায়শিক্ষা।

যে পথ জীবনের লক্ষ্য, যাহা অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করা ছাত্রজীবনের আর একটী কর্ত্তব্য। কেহ রীতিমত লিখা পড়া শিখিয়া, কেহ বা তৎপূর্ব্বে বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায় শিক্ষা করে। শিক্ষিত লোক ব্যবসায়শিক্ষা করিলে যে অধিক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে তাহার সন্দেহ কি? মার্জ্জিতবুদ্ধি এবং সংযত চিত্তবৃত্তি লইয়া

যাহা কর তাহাই সুসম্পন্ন হইবে। লৌহময় অস্ত্র কার্য্যসাধনপক্ষে আবশ্যকীয়; তাহার মধ্যে শাণিত এবং অশাণিত অস্ত্রে যে প্রভেদ, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মধ্যে তাহা অপেক্ষায়ও অধিক প্রভেদ। অশিক্ষিত ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে অভ্যাস দ্বারা পুরাতনপথে কথঞ্চিৎ কার্য্যসাধনে সক্ষম বটে, কিন্তু নূতন বিষয় উপস্থিত হইলে সে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। চীনদেশীয় এবং বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী লোক তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি অনেক ব্যবসায় আছে। আমাদের দেশে কৃষি বাণিজ্য শিক্ষার কোন বিদ্যালয় নাই, শিল্প শিক্ষার্থ সে বিষয়ে সামান্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এবং বর্ত্তমান সময়ে চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানেও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প শিক্ষার্থ ভাল ভাল বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত আছে। এ দেশে কৃষির ঠিক একরূপ অবস্থা সহস্র সহস্র বৎসর চলিতেছে, বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত সাহায্য দানে হস্ত প্রসারণ করে নাই, শারীরিক পরিশ্রম যন্ত্রের সাহায্যে হ্রাস করা হয় নাই। এ দেশে কৃষিকার্য্য দ্বারা কেহই বড়লোক হইতেছে না। নীল, চা, রেশম, কার্পাস প্রভৃতি লাভজনক কৃষি হয় উপেক্ষিত, না হয় বিদেশীয় লোকের হস্তগত। অন্যদেশীয় লোকে জলপ্লাবন হইতে দেশ রক্ষা করিতে সমুদ্রতীর বাঁধিয়া ফেলিতেছে, বালুকা ও প্রস্তরে যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা স্বর্ণ ফলাইতেছে; আর আমাদের দেশে সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপিয়া উর্ব্বরা ভূমি পতিত ও অকর্ম্মণ্য রহিয়াছে। অপকৃষ্ট প্রণালীর শারীরিক পরিশ্রম পরায়ণ কৃষক অবজ্ঞেয়; তাহার স্থান নিম্নতম শ্রেণীতে; যদি কাহাকে মূর্খ ও হতভাগ্য বলিয়া গালি দিতে হয় আমরা তাহাকে 'চাষা' বলি। আমরা চাকর হওয়া সম্মানজনক মনে করি, কুকুরবৃত্তি তুল্য প্রভুতোষ দাসবৃত্তি লাভ করিতে কতই চেষ্টা করি, কিন্তু পরম পবিত্র, স্বাধীন, সম্মানজনক কৃষিব্যবসায় ঘৃণা করিয়া থাকি। সুতরাং দেশ এত দরিদ্র, এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। শিক্ষিত লোক এ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে দেশের উর্ব্বর ভূমির কৃপায় আজও ইয়োরোপীয় বাজার সমূহে একাধিপত্য এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে।

বাণিজ্য মনুষ্যের সুখের একটী প্রশস্ত পথ, অথচ এ দেশে বাণিজ্য নাই

বলিলেই হয়। সামান্য রকম নৌকায়, অতি নিম্নশ্রেণীর লোক যৎসামান্য মূলধন লইয়া বাণিজ্য করে। ভদ্রসন্তান সে পথে চলে না। এই গৌরবান্বিত স্বাধীন ব্যবসায় লুপ্তপ্রায়। তাম্রলিপ্তি, সৌরাষ্ট্র, গুর্জ্জরাষ্ট্র, কাঞ্চী, কলিকট্ট, চস্তল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের 'মহাজন' 'সাধু' 'সওদাগর'দিগের বিবরণ মাত্র, বৃদ্ধ পিতামহীর উপকথায় সীমাবদ্ধ রহিল। তিনি যখন, "এক যে সওদাগর" বলিয়া আরম্ভ করেন, তখন শুনিতে পাই, ধনপতি, লক্ষপতি, চান্দ, শ্রীমন্ত সওদাগর এদেশে ছিলেন। অগ্রবন, মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠদিগের বিবরণও এখন উপন্যাস। শিক্ষিত বাঙ্গালী মনে করে চাকরী তাহাদের এবং বাণিজ্য সাহেবদের জন্য!

অর্থশাস্ত্র এদেশে কেহ অধ্যয়ন করে না, সংমিলিত মূলধনের বল কেহ বুঝিতেও পারে না। মূলধন দশলক্ষ টাকা হইলে তাহার লাভ যদি আড়াই লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে এক হাজার টাকা মূলধন হইলেও যে আড়াই শত টাকা লাভ হইবে এই তাহাদের বিশ্বাস। যত মূলধন অল্প, তত ব্যয়ের ভাগ অধিক পড়ে, লাভ অল্প হয়; মূলধন যত অধিক, অনুপাত মতে ব্যয় তত কম লাগে, লাভ বেশী হয়; একথা তাহারা ভাবিয়াও দেখে না। কেবল তাহা নহে। অল্প মূলধনে বহির্ব্বাণিজ্য চলে না; এক দেশের দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া গেলে স্থলবিশেষে দ্বিগুণ লাভের সম্ভাবনা, কিন্তু অন্তর্ব্বাণিজ্যে সে স্থলে টাকায় এক আনা লাভ হওয়াই কঠিন। কারণ মনে কর, তণ্ডুল আজ এখানে প্রতিমণ ২৲ টাকা দরে ক্রীত হইল। জাপানে তাহার মণ ৮৲ টাকা, ইংলণ্ডে ১২৲ টাকা এবং আমেরিকায় ষোল টাকা। কিন্তু এদেশের অভ্যন্তরে ঢাকায় ২৲ টাকা মণ থাকিলে, কলিকাতায় ২।০ আনা, বানারসে ২৷৷০ বোম্বাই নগরে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৩৲ টাকা হইতে পারে। এখন ব্যয় যত অধিক হউক না কেন একত্র যদি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা হইলে বহির্ব্বাণিজ্যে কত লাভ হয় একবার হিসাব করিয়া দেখ। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইংরেজ বণিক আফ্রিকায় এবং এদেশে বাণিজ্য করিয়া প্রত্যেক বৎসরে মূলধন দ্বিগুণ করিতেন। একটী দশলক্ষ টাকার কারবারে যাহার এক হাজার টাকার একটী অংশ ছিল, সে যদি বিশ বৎসর পর্য্যন্ত টাকা উঠাইয়া না লয়, আর সুদে মূলে এক হইয়া টাকা খাটিতে থাকে, তাহা

হইলে ঈদৃশ দ্বিগুণ লাভের বাণিজ্যে বিশ বৎসরান্তে তাহার এক সহস্র টাকায় মোট ৫২,৪২,৮৮,০০০৲ টাকা হইতে পারে। প্রতি টাকায় চারি আনা মাত্র লাভ হইলেও এই নিয়মে একহাজার টাকা বিশ বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকারও অধিক হয়। এই জন্যই ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় এন্ড "এণ্ড কোং" এবং আমাদের দেশে রাম শ্যামকে, শ্যাম যদুকে দেউলিয়া করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তাহাতে প্রতিবেশীর অধিক অনিষ্ট সাধনে নিজের অল্প কিছু অনিষ্ট যদি সঙ্ঘটিত হয় তাহাও স্বীকৃত! আজ যৌত কারবারের উপকারিতায় ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী। তাহার ঐশ্বর্য্য এত অধিক যে, ফরাসী সম্রাট্ এক নেপোলিয়ানের বল চূর্ণ করিতে ইংলণ্ড একাকী আট সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বসেন, সমস্ত ইয়োরোপ সেই অর্থে ক্রীত এবং অভীষ্টসিদ্ধ হয়; অথচ তাহাতে ইংরেজ বণিক নিঃস্ব বা দুর্ব্বল হয় নাই। এই জন্যই বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী!" অতএব অর্থশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া, মিলিত মূলধন ও যৌত বাণিজ্যের বল ও ফল বুঝিয়া শিক্ষিত যুবকের কর্ত্তব্য যে, বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করে, এবং আলস্য ও কুসংস্কার দূরে রাখিয়া বহির্ব্বাণিজ্য দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি ও আত্মোন্নতির সহিত দেশোন্নতি সাধন করে।

শিল্প ব্যবসায়ের আর একটী প্রধান অঙ্গ। এদেশে পূর্ব্বকালে অনেক-দিন সূক্ষ্মশিল্পের বিশেষ আদর ছিল, তদ্দ্বারা তন্তুবায় এবং কর্ম্মকার এই দুই শ্রেণীর লোক বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করিত। ঢাকা শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের কারুকার্য্য, বারাণসীর সূক্ষ্মশিল্প, কাশ্মীরের শাল প্রভৃতি প্রাচীন মাসিডন এবং রোমরাজ্যে বিশেষ আদৃত ছিল। এখন হস্ত-কৌশল যন্ত্রবলের নিকট পরাস্ত, সূক্ষ্মশিল্পের অধিকাংশ এখন যন্ত্রপ্রসূত সুতরাং বহুল এবং সুলভ। কাজেই এখন এদেশীয় শিল্পীগণ ইয়োরোপীয় বণিকগণের দোকানে বেতন-ভোগী চাকর, না হয় ভিন্ন প্রণালীতে ভিন্ন ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত। যতদিন শিক্ষিত লোক এই সমস্ত সূক্ষ্মশিল্পের কার্য্যে মনোনিবেশ না করিবে, যতদিন হস্তের কার্য্য যন্ত্র দ্বারা নির্ব্বাহ করিয়া শ্রমলাঘব সম্পাদনে সমর্থ না হইবে, এবং বুদ্ধি-কৌশলে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন না করিবে, ততদিন দেশের দারিদ্র দূর হইবে না। আজ যে এদেশের সহিত তুলনা

করিতে ইয়োরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি রাজ্য পুরাণবর্ণিত সুরলোক বা গন্ধর্ব্বলোক বলিয়া মনে হয় তাহার কারণানুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, ঐ সমস্ত দেশে শারীরবল উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধিবল এবং মনের বলের প্রতি অধিক নির্ভর করা হয়। তাহাদের কার্য্যবাসনা বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, প্রতিভা উজ্জ্বল। তাহারা যদি অনুকরণ করিতে বসে, তবে আমাদের ন্যায় পরিচ্ছদ এবং দোষানুকরণ করে না, যেখানে যে গুণ পায় তাহা গ্রহণ এবং দোষ বর্জ্জন করে। সুতরাং তাহারা আবিষ্কারপরায়ণ এবং উন্নতি-সাধক। আজ তাহাদের দেশ যন্ত্রময়। আমাদের এক সহস্র লোকে যাহা করিবে, তাহাদের একটী যন্ত্রে তদপেক্ষা ন্যূন সময়ে অধিক সাধন করিতে সমর্থ। আমরা তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় কিরূপে কৃতকার্য্য হইব? আজ ভারতবর্ষের যে দিকে চাও কেবল ইংরেজ-প্রতিভার কীর্ত্তিস্তম্ভ চারিদিকে দেদীপ্যমান;—ইংরেজের রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বাণিজ্যপোত, সূতাকল, জলের কল, কর্ত্তনযন্ত্র, সীবনযন্ত্র, ঘটিকাযন্ত্র, তাপমান, বায়ুমান, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র; ইংরেজের মানমন্দির, ইংরেজের চিত্রকার্য্য, ভাস্করকার্য্য, স্থপতিকার্য্য। চারিদিক ইংরেজময়। আমাদের সম্বল অভিমান, অসার বক্তৃতা আর ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা। যেমন গম্ভীর সমুদ্রে ক্ষুদ্র তটিনীর জল মিশিয়া যায়, প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে প্রদীপের ক্ষীণজ্যোতি লীন হয়, অনন্ত বায়ুরাশি মধ্যে শিশুর ফুৎকারের চিহ্নও থাকে না; তেমনই আজ ভারতবাসী ইংরেজের প্রখরবুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা এবং আবিষ্কারশক্তির নিকট একবারে নিষ্প্রভ, লীন এবং অস্তিত্ববিহীন।

বাস্তবিক বাহ্যসভ্যতার প্রধান লক্ষণ এই কএকটী বটে:—শ্রমলাঘব, শ্রমবিভাগ, অর্থের প্রকৃত ব্যবহার, মূলধন একত্র করিয়া যৌত ব্যবসায় পরিচালন, বিদেশীয় দ্রব্য স্বদেশে যতদূর সম্ভব অল্পমূল্যে আনয়ন এবং স্বদেশজাত দ্রব্য বিদেশে যতদূর সম্ভব অধিক মূল্য গ্রহণে প্রেরণ। ইংরেজ এই সভ্যতার মূলমন্ত্রে আজ সভ্যজগতের দীক্ষাগুরু; ইহার প্রতিরোধে চেষ্টা করিয়া ইংরেজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অধ্যবসায় স্রোতে ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন ভাসিয়া গিয়াছেন, মিরকাশেম বঙ্গের সিংহাসন হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইয়াছেন, সিরাজউদ্দৌলা সে স্রোতে বিধ্বস্ত হইয়া পরিশেষে

নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছেন। যদি অনুকরণ ভালবাস ইংরেজের এই গুণ একবার আপন করিয়া লও।

শিল্পে শ্রমলাঘব চেষ্টায় যন্ত্রের আবিষ্কার; শ্রম বিভাগও মানব উন্নতির সামান্য সহায় নহে। সামান্য দিয়াশলাই প্রস্তুতে কত শত লোক খাটিতেছে ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কতকগুলি লোক অতি পাতলা করিয়া বাক্স প্রস্তুতকরণ জন্য কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে; কেহ করাত লইয়া ব্যস্ত, কেহ তাহাতে বর্ণ ফলায়, কেহ অক্ষর ও ট্রেড্‌মার্ক মুদ্রিত করে, কেহ বাক্স গঠন করে, কেহ শলাকা প্রস্তুত করে, কেহ তাহা খণ্ড করে, কেহ দীপক প্রস্তুতে নিবিষ্ট, কেহ শলাকা মুখে তাহা সংযুক্ত করিতে অবহিত, কেহ আবার তাহা শুষ্ক করে, কেহ বাক্স মধ্যে পূর্ণ করে। ইহার অনেক কার্য্য কলেও সম্পাদিত হয়। এত লোক এত যন্ত্র খাটে, অথচ এতদূরে আনিয়াও ইংরেজ বণিক পয়সায় তাহার দুইটী বাক্স বিক্রয় করিতে সমর্থ। তাহাতে অসাধারণ লাভও হয়। আজ সেই দিয়াশলাই প্রস্তুতকারী ব্রায়াণ্ট এবং মে পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রধান ধনী বলিয়া গণ্য! কৌশলপূর্ব্বক শ্রমবিভাগ করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ে অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

আমাদের দেশেও অনেক ধনী লোক আছেন, তাঁহারা চিরকাল অর্থ সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখেন। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত স্বর্ণ রৌপ্য কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইতেছে। কেহ বা প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা পুকুর প্রস্তুত করিয়া পুরুষানুক্রমে তাহা সঞ্চিত অর্থে পূর্ণ করিতেছেন। চোর, ডাকাইত, অগ্নি, রাজা বা ধূর্ত্তলোক কর্ত্তৃক কখনও কিছু কিছু হ্রাস হয় এই মাত্র। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে দেখা যায় এই সকল সঞ্চয়ীলোক কেবল আপনার নহে, দেশের শত্রু। মূলধন সিন্ধুকে বন্ধ রাখা, এবং ক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হইবে তাহা বস্ত্রে বান্ধিয়া গৃহে রাখিয়া দেওয়া একরূপ। কেহই বৃদ্ধি পায় না, আপনার উপকার সাধন করে না, অন্যেরও হিত করিতে পারে না; উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে পড়িলে তাহা যেমন বৃদ্ধি পাইয়া স্বামীর উপকার করিত, তেমনই তাহা শত শত লোকের প্রতিপালনের উপায় করিয়া দিত। আমরা অর্থের প্রকৃত ব্যবহার জানি না বলিয়াই এ অবনতি। ইংরেজ একটী দিনও টাকার বোঝা বয়

না, তাহার যে এত অর্থ তাহার সহিত কেবল কাগজে সম্বন্ধ, অর্থ আছে, ব্যাঙ্কে আমানত রহিয়াছে। আমাদের যেমন মুদীদোকানে চিঠি যায়, তাহাদের দৈনিক বরাত মতে ব্যাঙ্ক হইতে ব্যয় হয়। ব্যাঙ্কে আমানতি অথবা কারবারে ব্যবহৃত অর্থ প্রতিদিন অর্থ প্রসব করিতেছে, একদিনও নিরর্থক বসিয়া থাকে না। এ নীতিও ইংরেজের শিষ্যানুশিষ্য হইয়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

শিল্পজাত দ্রব্য সকল দেশেই প্রস্তুত হয়। যাহারা অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত, তাহারা আমদানি রপ্তানির মূল তত্ত্ব জানে। সুলভ মূল্যে ক্রয় এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় ব্যবসায়ের প্রাণ। আবার তাহা এরূপ কৌশলে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক যে, যাহার সহিত কারবার করিবে সে মূলসূত্র সহজে বুঝিতে না পারে। ব্যবসায়ের এই অংশ শিক্ষা বড় কঠিন। অশিক্ষিত লোকে তাহা পারিবে না, কারণ অর্থনীতি বড় সুকঠিন শাস্ত্র। ইংলণ্ড ও আমেরিকা এবিষয়ে জগতের শিক্ষাগুরু। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে এবং চীন ও জাপান এখন অনেক পরিমাণে অবগত।

এক শিল্প সংজ্ঞায় অনেক বুঝায়। সর্ব্বপ্রকার কারুকার্য্য, চর্ম্মকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, সূত্রধর, চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতির কার্য্য প্রভৃতি সমস্তই শিল্পের অন্তর্ভূত। ইংরাজী ভাষায় শিল্পের যে প্রতিশব্দ আছে তাহাতে সঙ্গীত বিদ্যা, কবির কবিত্ব প্রভৃতিও আকর্ষণ করে। ইহার প্রত্যেকটী এক এক স্বতন্ত্র ব্যবসায়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা করিলে অনেক প্রাধান্য লাভ করা যায়। এদেশে কর্ম্মকার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইয়োরোপীয় কারুকর স্বর্ণাদি ধাতু দ্রব্য যেরূপ মসৃণ করিতে সমর্থ, শিক্ষার সাহায্যে তাহার পরিমাণ ও পরিমাপের সমতা রক্ষায় যেরূপ পারদর্শী এদেশীয়গণ সেরূপ নহে। সংযোগ স্থানের মিলন, তাপের পরিমাণ নির্ণয় প্রভৃতি শিক্ষিতের কার্য্যে তাহারা অপটু। দেশীয়বস্ত্র বয়ন করিতে তন্তুবায়গণ পূর্ব্বে বিলক্ষণ ক্ষমতা দেখাইত; এখনও সূক্ষ্ম বস্ত্রে তাহাদের প্রাধান্য ন্যূন নহে। ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, পাবনা প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্মবস্ত্র এখনও প্রশংসনীয়। বানারসের কারুকার্য্য, কাশ্মীরের শাল এখনও অদ্বিতীয়। কিন্তু তাহা বহুমূল্য, এক একটী বস্তু সমাপন করিতে বিস্তর সময়ও লাগে। আবার যে দেশে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমলাঘব সম্পাদিত হয়, সে দেশে এরূপ আশ্চর্য্য অনু-

করণ আরম্ভ হইয়াছে, এত অল্প মূল্যে দেখিতে প্রায় একরূপ বস্তু তাহাদিগ কর্ত্তৃক এদেশের বাজারে তৎসমস্ত বিক্রীত হইতেছে যে, এ প্রাধান্যটুকুও আর অধিকদিন চলিবে এরূপ আশা করা যায় না।

যেমন কেবল সাধারণ সূত্র অভ্যস্থ হইলেই ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না, তেমনই কেবল পুস্তক মুখস্থ করিলেই ছাত্র-জীবনের কার্য্য শেষ হয় না। যে উত্তর কালে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিবে তাহাকে প্রথম হইতেই সেই গন্তব্য পথে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখন একবার বিশ্ববিদ্যালয় স্পর্শ করিলেই হয় তাহার চাকর, না হয় উকীল কি মোক্তার হইতে হইবে এই যেন দৃঢ় সঙ্কল্প হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এ কথা কাহাকেও বলে না, তথাপি চাকর উপাধিলাভ করিতে সকলেই লোলুপ। অধঃপাতের স্পষ্টতর লক্ষণ আর কি আছে? শিক্ষিত লোক উপরে বর্ণিত যে কোন একটী ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে। বৈষয়িক উন্নতি কেবল মস্তিষ্ক বিলোড়নের ফল মাত্র। লিখা পড়া শিক্ষা করিলে যে চিন্তাশক্তির প্রাখর্য্য হয় একথা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং সাধারণশিক্ষা সমাপন করিয়া ব্যবসায়শিক্ষা আরম্ভ করা বিহিত।

আজ তন্তুবায় যে প্রণালীতে সূত্র মসৃণ করে, তাহাতে বিস্তর সময় লাগে। শিক্ষিত লোক তৎসম্বন্ধে অতি সহজপথ উদ্ভাবন করিয়া শ্রমলাঘব সাধন করিতে পারে। শ্রমলাঘবের সহিত মূল্য সুলভ এবং ব্যবসায়জাত বস্তু অধিক বিক্রীত হইতে পারে। বয়নাদি কার্য্য কত অল্প সময়ে কত অগ্রসর হওয়া যায় তাহা ইয়োরোপীয় বয়নযন্ত্রে বিস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। তৎসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য।

কর্ম্মকারের কার্য্যেও উন্নতি করিবার অনেক আছে। চিন্তাশীল শিক্ষিত যুবক তাহাতে প্রবেশ করিলে তাহার গঠনে নূতনত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন। এক্ষণে কর্ম্মকারগণ পাইন দ্বারা সংযোগ করিয়া মূল্যবান ধাতু নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহারা তাপের নিয়ম জানে না; পাকা রং করিতে সমর্থ নহে; অনেকরূপ গিল্ট করা তাহাদের অজ্ঞাত। অতি সামান্য চেষ্টায় এ সমস্ত দোষ সংশোধিত হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে।

দেশীয় কুম্ভকারগণের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, শতবৎসর পূর্ব্বে তাহারা

যাহা ছিল, আজও তাই আছে। তাহাদের প্রস্তুত দেবমূর্ত্তিগুলি সুন্দর নহে। সেই অপকৃষ্ট প্রণালীর মাটির বাসন আজও দেশময়, উন্নতি নাই। কুলাল-দণ্ড চক্র যাহা ছিল, ঠিক সেইরূপই আছে। আজ যদি কোন প্রতিভাশালী শিক্ষিত যুবক কুম্ভকারের বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে শ্রমলাঘব সম্পাদন করিয়া এ বিভাগে যে কত উন্নতি করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মৃণ্ময় পদার্থের ভঙ্গপ্রবণতা নিবারণ করা যায়, মৃত্তিকার মেটে রং দূর করিয়া পরিষ্কার করা যাইতে পারে। গঠনের সুন্দরতা, নূতন নূতন বর্ণে রঞ্জিত করা, পুড়িবার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দ্বারা বর্ণের বৈচিত্র সম্পাদন প্রভৃতি এ বিভাগে যে কত উন্নতি সাধন করা যায় তাহার নির্ণয় নাই। মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত বস্তু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তর বা স্ফটিক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। দরিদ্র দেশে সুন্দর সুন্দর সুলভ মূল্যের মৃণ্ময় বস্তু প্রস্তুত হইলে প্রকৃত উপকার হয়।

এদেশে চর্ম্মকারগণের ব্যবসায় নিতান্ত অনুন্নত। এদেশীয় পশুচর্ম্ম বিদেশে পরিষ্কৃত ও ব্যবহারোপযোগী করা হয়, এদেশীয় চর্ম্মকার তাহা জানে না। শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার যে দুরবস্থা ছিল, আজও তাই আছে। ইয়োরোপীয় বা চীনদেশীয় কারিকরের হাতের জুতা আজও পূর্ব্ববৎ আদৃত। এদেশীয় চর্ম্মকার যদি জুতা প্রস্তুত করে, তাহা বিশ্রী, দুর্গন্ধি, এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়। যদি শিক্ষিত চর্ম্মকার এ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করে, কৃতবিদ্য যুবক এ বিভাগের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে ইয়োরোপীয় এবং চীনদেশীয় পাদুকা ক্রয় বন্ধ করিতে এবং দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে তাহাদের বড় কষ্ট হয় না।

সূত্রধরের কার্য্যও নিতান্ত অনুন্নত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, চীন, জাপান প্রভৃতি রাজ্য আজও সে বিষয়ে অতুল্য, তাহাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত জিনিস ও বার্ণিস্ আজও দেশময়। ব্যবসায়-শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা এদেশে খুব অল্প। দেশীয় লোকে এ কার্য্য সম্মানজনক বা লাভজনক মনে করে না, অথচ সামান্য গৃহস্থও সূত্রধরের সাহায্য না লইয়া পারে না। এদেশীয় সূত্রধরের যন্ত্রগুলি দেখিলেও দুঃখ হয়। আজ যদি শিক্ষিত যুবক চাকরীর জন্য দ্বারে দ্বারে না ফিরিয়া এই পবিত্র এবং পরিষ্কার ব্যবসায়ে মনোযোগ করে তাহা

হইলে অনায়াসে দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে পারে।

বর্ণবিদ্যা আমাদের দেশে একবারে নাই। কোন একটী শিক্ষিত যুবক আমেরিকা হইতে এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া আসিলেন। তাঁহার মূলধনের অভাব, ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। কিরূপে রং প্রস্তত করিতে হয়, তাহা কিরূপে পাকা ও স্থায়ী হইতে পারে, কোন্ রং অন্য কোন্ রং সহ কি উদ্দেশ্যে মিশাইতে হইবে, দৃষ্টিশক্তির সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, এসকল বিষয় এদেশীয় লোকে জানে না। এ যে একটী শিক্ষার বিষয় তাহাও অনেকের ধারণা নাই। শিক্ষিত যুবকের এ বিষয়ে অভিনিবেশ করা অতি আবশ্যক।

চিত্রবিদ্যা একটী প্রধান বিদ্যা; অথচ তাহা একটী অর্থ ও সম্মানের বিদ্যা বলিয়া কয়জনে জানে? সহস্র সহস্র বৎসর তাহা এদেশে অনাদৃত, অথচ সেই কালব্যাপিয়া অন্য দেশে তাহার আদর। সুতরাং অন্য দেশের সহিত এদেশের এবিষয়ে অত্যন্ত অধিক প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। একটী চিত্রের মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা; একজন চিত্রকর তাদৃশ একটী চিত্র প্রস্তত করিয়া অতি প্রধান ধনী এবং একজন মহাকবির ন্যায় সম্মানিত হন, একথা এদেশের কে বিশ্বাস করিবে? যদি ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগত মহোদয়গণ বিলাতে অনেক বড়লোকের গৃহে, রাজকীয় যাদুঘরে, ফরাসিদেশে লুভারে এবং অন্যান্য স্থানে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া না আসিতেন তাহা হইলে আমরা একথা বিশ্বাস করিতাম না। শিক্ষিত যুবকের কর্ত্তব্য যে এই যশোদায়িনী অর্থকরী এবং অমরত্ব বিধায়িনী বিদ্যার উন্নতি সাধনে প্রাণপণে যত্ন করে।

বাস্তবিক, বর্ণে চিত্রিতই হউক, কাষ্ঠে নির্ম্মিতই হউক, আর প্রস্তরে খোদিতই হউক, প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি দৃশ্যকাব্যে পরিণত হইলে তাহা কালীদাস বা সেক্ষপীয়রের মহাকাব্য হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ফিডিয়াস, রাফেল, এঞ্জিলো প্রভৃতি অমর শিল্পিগণের হস্তের কোন একটী মূর্ত্তির দিকে যতই নিরীক্ষণ কর, ততই তাহা সজীব বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার প্রতি অণুতে মহাকাব্যের মাধুর্য্য প্রতীয়মান হইতে থাকে। ঐ সমস্ত জীবিত এবং মূর্ত্তিমান কাব্য ধ্যান করিতে হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব সুখের লহরী খেলিতে থাকে তাহা বর্ণন

করা দুঃসাধ্য। মেডোনার মূর্ত্তি স্থিরচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে কে ক্ষণেকের জন্য সেক্ষপীয়রের মিরান্দা, দেস্‌দিমোনা, কালীদাসের শকুন্তলা বা উর্ব্বশী ভুলিয়া না যান? ইলোরা, এলিফান্টায় যে অসামান্য অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের চিহ্ন দেদীপ্যমান; যদি ঐ সকল মূর্ত্তি ফিডিয়াসের ন্যায় ভাবুক কর্ত্তৃক খোদিত হইত, তাহা হইলে আজ তাহা সমস্ত সভ্য পৃথিবীর আদরের বস্তু বলিয়া গণনা করা যাইত সন্দেহ নাই। অতএব ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম মধ্যে শিক্ষিত হইবার পর এ বিভাগে অভীপ্সিত উন্নতি সাধন করা একটী পবিত্র ও প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

আমাদের দেশে শত শত অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেটী সুন্দর প্রায় সে সমস্তটিই ইয়োরোপীয় স্থপতিবিদ্যানুসারে গঠিত। আমাদের দেশে অট্টালিকার দৃঢ়তা সম্পাদনের অনেক উপায় জানাছিল। কিন্তু যাহাতে কক্ষগুলি সুবিস্তার পরিষ্কার ও দৃষ্টি শোভন হয়, বিশুদ্ধ বায়ু তাহাতে সর্ব্বদা সঞ্চারিত থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল না। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা সে দৃঢ়ীকরণোপায় ভুলিয়াছি, অথচ তৎপরিবর্ত্তে সুন্দরতা সম্পাদনাদিও শিক্ষা করি নাই। এবিভাগের উন্নতি সাধনও ছাত্রজীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত।

যেমন একদিকে যশোমন্দিরে প্রবেশ করিতে কাব্যাদি একটী তোরণ, তেমনই সঙ্গীতশাস্ত্র আর এক দ্বার। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের আজ এমনই অবস্থা যে, কেহই এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে আত্মীয়স্বজনকে উৎসাহ প্রদান করিতে সাহসী হই না। অধিকাংশ সঙ্গীত-ব্যবসায়ী লোক নিতান্ত কলুষিত চরিত্র। বিশুদ্ধগান সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীতে মন যেমন আর্দ্র ও তদ্গত করে, তেমন আর কিছুতেই করে না। কিন্তু সে ভাব গায়কগণমধ্যে কয়জনে বর্ত্তমান? বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইলে অধিকাংশ লোক বিলাসভাবোদ্দীপক তরল তাল অভ্যাস করে, গান করিতে যাহা সহজ, যাহাতে ক্ষণিক আমোদ, ঐন্দ্রিয় সুখ, তাহাই আদর করিতে থাকে। সুতরাং সঙ্গীতশাস্ত্র দিন দিন অধোগমন করিতেছে। যাহারা অলস অকর্ম্মণ্য, আজ ঘটনাবশতঃ কেবল তাহারাই সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন করে, যে সময় বড় দীর্ঘ ও ভার বোধ হয় তাহা আপনার জীবন হইতে শীঘ্র সরাইয়া রাখিতে সঙ্গীতের আশ্রয় লয়।

ঘৃণিতচরিত্র লোকসকল চারিদিক হইতে আসিতে থাকে। যেমন কোন পুস্তকালয়ে শত শত ভাল গ্রন্থ থাকিতেও আজ কাল উপন্যাসের আলমারি অধিক খোলা হয়, তেমনই সঙ্গীতের উত্তম অঙ্গ অনেক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেবল তরলতালযুক্ত বীভৎস সঙ্গীত অধিকাংশের মন আকর্ষণ করে। এই-রূপে সুখকর, সাধনের সাধন সঙ্গীতশাস্ত্র আজ জঘণ্যরুচি, জঘণ্যচরিত্র যাত্রা বা কবিওয়ালার একচেটিয়া সম্পত্তি! আর যদি কোন ভদ্রসন্তান সঙ্গীতে অধিক আশক্তি দেখান, আমরা তাঁহার নাম অন্ততঃ মনে মনে ভদ্র তালিকা হইতে খারিজ করিয়া দেই! সমাজের এমনই দুরবস্থা।

যদি সাধুসঙ্গে ও সৎপথে থাকিয়া বিশুদ্ধ প্রণালীতে সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা করা যায়, গীতবাদ্যে রুচি ও অধিকার জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা মাত্র যে মনের একটী বিশুদ্ধ আমোদ বিমল আনন্দের উৎস প্রকাশিত হয় তাহা নহে, ভক্তি প্রভৃতি অনেকগুলি মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রবেশ কবিতে দুইটী দ্বার আছে, একটী প্রশস্ত ও সুন্দর, একটী সঙ্কীর্ণ ও দুরূহ। এই পথে অগ্রসর হইতে উপযুক্ত পন্থা প্রদর্শ-কের অভাবে তরুণবয়স্ক ব্যক্তি প্রশস্ত ও সুগমপথে যাইবারই অধিক সম্ভা-বনা। এ বিভাগে সৎ-পন্থা প্রদর্শকের সংখ্যা অতি বিরল; সুতরাং সঙ্গীত-শাস্ত্রে তেমন ব্যুৎপন্ন হইতে না পার ক্ষতি নাই, অসাধু সঙ্গে কেহ অগ্রসর হইও না। কেবল এই জন্যই সতর্ক অভিভাবক আপনার অধীনস্থ বালক-গণকে এখনকার প্রচলিত নাটক অভিনয়ে এবং যাত্রা গানে সতত যাইতে দেন না, সাধ্যমতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন।

ব্যবসায়ের অন্ত নাই; প্রধান রাজমন্ত্রীর মস্তিষ্ক বিলোড়ন অথবা বৃক্ষ-তলবাসী দরিদ্রের মৃত্তিকা খনন; ব্যবহারজীবিদিগের ব্যবহারশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম বিচার, কিম্বা ইন্ধন সংগ্রহকারীর কঠিন শারীরিক পরিশ্রম, প্রধানতম সেনা-পতির সংগ্রাম কৌশল, অথবা অসভ্য পার্ব্বতীয় ব্যক্তির পশুশিকার, এ সমস্তই ব্যবসায়। সাধারণ লোকের মধ্যে যে কত প্রকার ব্যবসায় প্রচলিত আছে তাহার অন্ত নাই। অনেকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ কষ্টকর। যেখানে মানসিক পরিশ্রম সেখানে সম্মান, যেখানে কেবল শারীরিক পরি-শ্রম সেখানে তাহার অভাব। কিন্তু কি ছোট কি বড় কোন ব্যবসায়ই যেন

বিকাশ পাইতেছে না, এদেশে সকলই যেন নিস্তেজ নিষ্প্রভ। যেমন অন্ধকার গৃহে সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত মণিও প্রভাশূন্য, তেমনই এদেশে মানসিক ক্ষমতাশালী লোকও নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। আবার সাধারণ লোকের মধ্যে কোথা হইতে একরূপ অভিমান আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে যে বঙ্গদেশ রসাতলে যাইবার উপক্রম। আজ যদি পশ্চিম হইতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক বঙ্গদেশে না আসিত, তাহা হইলে বাঙ্গালী বড় লোকের এবং ভদ্রলোকের আর উপায় থাকিত না। একদিকে বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের হাহাকার, অন্যদিকে উত্তর পশ্চিমের লোক বঙ্গে অর্থোপার্জ্জন-নিরত; সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া নিম্নশ্রেণীর সমস্ত লোক এক্ষণে ভদ্রলোকের ন্যায় চাকরী করিবার জন্য ব্যস্ত, অথচ পৈত্রিক ব্যবসায়ে যাহার মাসিক দশ টাকা আয় হইত, এখন সে পাঁচ টাকা বেতনও পায় না; কিন্তু পূর্ব্বে তাহার পরিচ্ছদ মাসিক চারি আনায় চলিত, এখন তাহার জুতা ও কাপড়ে দুই টাকা মাসিক লাগে!

আজ যদি ঐ সামান্য শিক্ষিতব্যক্তিও আপন পৈত্রিক ব্যবসায়েব উন্নতি সাধনে যত্ন করিত, তাহা হইলে দেশের এ দুরবস্থা ঘটিত না। যাহার যে পৈত্রিক ব্যবসায় হউক না কেন, ব্যবসায় অবজ্ঞার বিষয় নহে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে উচ্চতম স্থান লাভ করাই ব্যবসায়ের এবং উন্নতির জীবন। সামান্য মুদী বাকালীও তাহাব শ্রেণীতে উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিলে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে। যাহার কথা ও কার্য্যে বৈষম্য নাই; যাহার মনে ধর্ম্মজ্ঞান আছে; যে মিতব্যযী এবং সাধুচরিত্র; সে স্থির সঙ্কল্পের সহিত আপন ব্যবসায়ে উন্নততমস্থান লাভ করিতে পারিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। উন্নতির মূলমন্ত্র অধ্যবসায়। প্রিয় ছাত্র! যদি অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, সকল অন্তরায় দূর হইবে, অতি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও তাহাতেই যশোলাভ করিতে এবং লোকের স্মরণীয় হইতে পারিবে। ঐ যে তোমার হস্তস্থিত ছুরিকায় রজার্স নামটী খোদিত রহিয়াছে; ঐ সামান্য লৌহ-কর্ম্মকার যে যশোলাভ করিয়াছে কয়জন অধ্যাপক তাহা প্রাপ্ত হন। অধ্যাপকের সম্মানের ব্যবসায়ও সম্মান প্রদান করিবে না, চর্ম্মকারের ঘৃণিত ব্যবসায়ও অসম্মানের কারণ নহে, উন্নতি সাধনে

স্বাধীন চিন্তা, অভিনব পথ উদ্ভাবন এবং উচ্চ আসন লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা ইহাই সুশিক্ষার ফল। যদি শিক্ষায় এ সমস্ত সুফল প্রসব না করিল, মরুভূমিতে বারিবিন্দুর ন্যায় জ্ঞানবারি শুকাইয়া গেল, তবে এমন শিক্ষালাভ অপেক্ষা অশিক্ষিত থাকাও ভাল।

সামাজিকশিক্ষা।

মনুষ্য একাকী থাকিতে পারে না। তাহার আসঙ্গলিপ্সা অতি বলবতী। তাহার একাকী থাকিতে ইচ্ছা হয় না, সাধ্যও নাই। তাহার সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ; তাহার ভক্তি ভালবাসা, ভয় বিস্ময় এ সমস্তের অংশ লইতে একের মানসিক চিন্তার স্রোতে অন্যের মানসিক চিন্তার স্রোতঃ মিশাইতে এক করিয়া লইতে সঙ্গীর প্রয়োজন, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে সহকারীর আবশ্যক।

একাকী মানব নিতান্ত নিরাশ্রয়। সহায়বিহীন মানব সামান্য পশু, ইতর প্রাণী অপেক্ষাও অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট। একটী গোবৎসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সে জন্ম হইতেই স্বাধীন। অন্যের সাহায্য ব্যতীত উঠিতেছে, দৌড়িতেছে, দুগ্ধ পান করিতেছে। আপনা হইতেই সুকোমল শষ্পাগ্র ভক্ষণ করিতে অভ্যাস হইতেছে, আপনা হইতেই তাহার জলপান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিবার অধিকার জন্মিতেছে। তাহাকে কেহ ক্রোড়ে লয় না, যত্ন করে না, খাইতে হাটিতে উঠিতে বসিতে শিখায় না, খাদ্য ও অখাদ্য বাছিয়া দেয় না। ঝড় বৃষ্টি হইতে দৌড়িয়া পলাইতে গো বৎসকে কে বলিয়া দেয়? এ অবস্থায় একটী মানবশিশু কদাচ বাঁচিত না, কদাচ বড় হইত না।

মনুষ্যের প্রয়োজন অনেক। সংসারে যত ব্যবসায় দেখিতেছি এ সমস্তই এক এক জন মনুষ্যের জন্য এবং একের সমষ্টি সকলের জন্য। সে একক হইলে সকলের ব্যবসায় তাহার একাকী পরিচালন করিতে হইত। তাহাকে কৃষক, রজক, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, তৈলকার, মালাকার, তন্তুবায় হইতে হইত। তাহার কাষ্ঠসংগ্রহ, নৌকাগঠন, মৃত্তিকা খনন, গৃহনির্ম্মাণ, লবণ প্রস্তুত করিতে হইত। গৃহকার্য্য, রন্ধনাদি কার্য্য এবং পরিষ্কার থাকিতে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা না করিয়া জীবিত থাকিতে তাহার

সাধ্য ছিল না। তাহার লাঙ্গলের ফাল প্রস্তুত করিবার জন্য লোহকার হইয়া লাঙ্গল দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতে হইত; আবার সূত্রধর হইয়া ঢেঁকী প্রস্তুত পূর্ব্বক সেই ঢেঁকী দ্বারা তণ্ডুল না করিলে চলিত না। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি এসমস্ত কার্য্য কোন ব্যক্তি একাকী সম্পাদন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে কি না?

কেবল তাহাই নহে। এত কেবল বাহিরের আয়োজন মাত্র, মনের জন্যও অনেক করিতে হয়। চিন্তাশক্তির পরিচালন, মনোবৃত্তিগুলির গঠন ও চরিতার্থতা সম্পাদন করিবার প্রয়োজন আছে। মানসিক গুণনিচয়ের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি নির্জ্জনে থাকিলে হইতে পারে না। আবার সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে একাকী সে কিরূপেই বা আত্মরক্ষা করিবে? ক্ষুদ্র শরীর, একের বলও সামান্য, গৃহনির্ম্মাণ বা অট্টালিকা প্রস্তুতকরণ একের কার্য্য নহে। যখন বৃহদাকার মদমত্ত হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, উন্মত্ত সিংহ ব্যাঘ্র আসিয়া আক্রমণ করিবে তখন সে কোথায় আশ্রয় লইবে, কেই বা তাহাকে রক্ষা করিবে? যখন রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিবে, তখন কে তাহার নিকটে বসিয়া শরীরে হস্তাবমর্শ করিবে, মনে সাহস ও উৎসাহ ঢালিয়া দিবে? কেই বা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা যন্ত্রণা নিবারণ করিবে? মনুষ্য মনুষ্য ব্যতীত থাকিতে পাবে না। সে যত কেন বুদ্ধিমান বলবান না হউক একাকী মানব নিতান্ত নিরাশ্রয় এবং তৃণ হইতেও দুর্ব্বল। তাহাকে দলবদ্ধ পিপীলিকা বা মক্ষিকা দেখিয়াও ভীত হইতে এবং আপনার পদশব্দেও চমকিতে হইবে।

সুতরাং মনুষ্য মনুষ্যের সহায়, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য সৃজিত। সে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে চেষ্টা করিতে গিয়া প্রতিনিয়ত অন্যের পরিচর্য্যা করিতেছে, আপনার স্বার্থানুসরণে নিয়ত থাকিয়া নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধন করিতেছে। সে আত্মোন্নতির জন্য আবিষ্কার করে, জগৎ তাহাতে উপকৃত হয়। ধীবর মৎস্য ধরিতেছে, তাহা বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবে। তোমার মৎস্যের আবশ্যক; ধীবর তোমার চাকর স্বরূপ, মৎস্য ধরিয়া দিল। ধীবরের অর্থের প্রয়োজন, তুমি তাহার চাকর স্বরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দিলে। সে মৎস্য দিয়া তোমার উপকার করিল, তুমি

মুদ্রা দ্বারা তাহার উপকার করিলে। এইরূপ যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সংসারে মানবগণমধ্যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে শ্রমবিনিময়, চাকরী বিনিময়, ব্যবসায় বিনিময়; অথচ, এটী যে কি বিষয় কেহ তাহা বুঝি না, ভাবিয়াও দেখি না। কৃষক কার্পাস অর্জ্জন করিল, তন্তুবায় তদ্দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিয়া দিল, সীবনকার তাহা সেলাই করিল, তুমি পরিধান করিলে। এখন দেখ তোমরা চারিজনই পরস্পর পরস্পরের চাকর, কেহই স্বাধীন নও। অথচ, চর্ম্মকার ক্ষৌরকারের চাকর যে মানব তাহারও এমনই অভিমান যে, সে স্বাধীনতার আলাপ করিয়া অবসর পায় না, ব্যবসায় বিশেষ নিকৃষ্ট বলিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনেও বিরত নহে।

এইরূপে, নিতান্ত প্রয়োজনে ঠেকিয়া মনুষ্য পরস্পরের সহায়, অবলম্বন এবং সমাজবদ্ধ। একটী কৌশলনির্ম্মিত যন্ত্রেরন্যায় সমাজের কার্য্য আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্য-বুদ্ধিতে এপর্য্যন্ত যত প্রকার শাস্তির আবিষ্কার হইয়াছে, নির্জ্জন কারাবাস তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। কিন্তু সংসারে একাকী মানবের অবস্থা তদপেক্ষাও অধিক শোচনীয় হইত। দয়াবান পরমেশ্বর মনুষ্যকে তাদৃশ কষ্ট দেন নাই। কোটি কোটি মানবে ধরাধাম পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে যে যেপথ সহজ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে সে সেই পথে মানবসমষ্টির পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে ব্যবসায়ের সৃষ্টি; স্থলবিশেষে ব্যবসায় পুরুষানুক্রমিক হইল, সমাজ সঙ্ঘটিত হইয়া গেল। ঊর্ণনাভ যেমন চারিদিকে জাল বিস্তার করিয়া তাহার অধীশ্বর স্বরূপ মধ্যস্থলে বিরাজমান, সর্ব্বত্র গমনাগমনে সমর্থ অথচ আপনার জালে আপনি বদ্ধ; মনুষ্যও তেমনিই সমাজ-জাল বিস্তার করিয়া মধ্যস্থলে আসীন; সর্ব্বত্র গমনাগমনে সমর্থ, অথচ আপনার জালে আপনি বদ্ধ।

সমাজ গঠিত হইল সত্য, কিন্তু তাহা রক্ষা করা সামান্য কথা নহে। মনুষ্যের সমাজস্থ থাকিতে অনেকগুলি গুণের আবশ্যক। ত্যাগ স্বীকার, সত্য, বিশ্বাস, স্নেহ মমতা, ভক্তি কৃতজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা, পরোপকার বুদ্ধি এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি না থাকিলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। ইহার কোন গুণের অভাব আমরা যাহাতে লক্ষ্য করি, তাহাকে অসামাজিক বলিয়া থাকি।

কোন জাতিতে বা স্থানে ইহার একটী গুণ না থাকিলে তাহার অস্তিত্ব কদাচ স্থায়ী হইতে পারে না।

যদি তুমি স্বার্থপর হও, কেবল আপনার সুখ দুঃখ, ঘৃণিত ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাক, আর তোমার বাহিরে সংসারসমস্ত সহ কোনরূপ সম্বন্ধ না রাখ, তাহা হইলে সমাজ তোমাকে চাহিবে না। পাদপের উপর উপ-পাদপ বসিয়া যেমন রস শোষণ করিতে থাকে এবং মূল পাদপকে নীরস করিয়া মারিয়া ফেলে, পরিশেষে আপনারও পতন হয়; তেমনই, ঈদৃশ অকর্ম্মণ্য অলস ব্যক্তি দ্বারা সমাজ বিনষ্ট হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পতন হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থই ঘৃণিত; যাহার অভিজ্ঞতা নাই, মনের দৃষ্টিশক্তি দূর প্রসারিত নহে, কেবল অকিঞ্চিৎকর আপনাতে সীমাবদ্ধ, তাহার স্বার্থই নিন্দনীয়। সুতরাং প্রিয় বালক! তুমি যদি আপনার জীবনে বল চাও, তাহা হইলে সমাজ-জীবনে বল সঞ্চার কর, ঐ মহাবৃক্ষের ক্ষুদ্র একটী পত্র বলিয়া আপনাকে দেখিতে শিক্ষা কর, যাহাতে ঐ মহাবৃক্ষে রস সঞ্চয় হয় তাহাতে অবহিত হও, কারণ সেই রস সেই বল তোমার জীবন, তাহার অভাবে তুমি শুষ্ক, ধূলিধূসরিত, বাততাড়িত। যে ব্যক্তি জানে সে কিছুই নহে, তাহার সমাজ হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, সে সমাজস্থ প্রত্যেকের চাকর, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, তাহার এই পার্থিব জীবন, নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মলবাহী দেহদ্বারা এখানে যে কোন কার্য্য করিতেছে তাহার নিজের জন্য তাহার কিছুই নহে, কার্য্যানুষ্ঠান তাহার ফলভোগ অন্যের, সেই প্রকৃত সাধু প্রকৃত সামাজিক। সমাজে প্রাধান্য লাভ করিবার মূলমন্ত্র এই। যদি বড় হইতে চাও, ছোট হইতে অভ্যাস কর, কারণ ছোটই বড়র জনক। সুশীল বিনয়ী এবং ধার্ম্মিক হও, ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজের নিকট বলিদান কর। যদি তুমি সমাজের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর, সমাজও তোমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবে; কারণ সমাজ দর্পণ স্বরূপ, যেমন চিত্র দেখাও তেমনই দেখিতে পাইবে। যেমন কোন তুলাযন্ত্রের একদিকে গুরুভার অন্যদিকে লঘুভার চাপাইয়া দিলে লঘু বস্তু ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে পারে, গুরু বস্তু নীচে পড়িয়া যায়; তেমনই তুমি যদি তোমার আপনার অভিমান গুরুত্বজ্ঞান সমাজের নিকট ত্যাগ কর সমাজ সকলের গুরুত্ব লইয়া নীচে পড়িয়া থাকিবে তুমি ঊর্দ্ধে উঠিবে। এইরূপে

ফলভারে নত বৃক্ষের ন্যায় গুণভারে নত ব্যক্তি যদি আপনার ভার আপনি না বুঝিতে পারে এবং সমস্তগুলি গুণফল সমাজ হিতে সমাজের দ্বারে রাখিয়া দেয় তাহা হইলে সে অনায়াসে সমাজের সকলের নিকট উচ্চশির হইয়া থাকিতে পারে।

বিনয় এবং ত্যাগস্বীকার সামাজিকতা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়। সত্য এবং বিশ্বাস দ্বিতীয় অধ্যায়। তোমার সত্যবাদী হইতে এবং অন্যকে বিশ্বাস করিতে হইবে। তুমি সত্যবাদী হইলে লোকে তোমাকে বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাসে বিশ্বাস উৎপাদন করে; তোমার সাধু ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া অধিকাংশ প্রতিবেশীই তোমার নিকট বিশ্বাসী থাকিবে। যদি কেহ অন্যথাচরণ করে সে অসুবিধা ভোগ করিবে; কারণ সে তোমাকে একবার মাত্র ঠকাইবে, কিন্তু দশবার সে নিজে ঠকিবে। কারণ সত্য কথা ও সত্য ব্যবহারের ন্যায় সুবিধাজনক বিনিময় সামগ্রী আর নাই। তুমি একবার ঠকিয়াছ, আর তাহাকে একটী পয়সার জন্যও বিশ্বাস করিবে না, সুতরাং তাহারই অসুবিধা হইল। সত্যে হৃদয় প্রফুল্ল ও অকপট করে, পাপ-প্রলোভন হইতে বিরত রাখে। সুতরাং সমাজবন্ধনে সত্য অতি আবশ্যকীয়। যে জাতিতে বা যে সমাজে সত্যে অধিক অনুরাগ, সে সমাজের ভিত্তি অতি দৃঢ়।

ভক্তি ভালবাসা, স্নেহ মমতা সমাজ বন্ধনের আর একটী উপাদান। একের হৃদয় অন্যের দিকে আকৃষ্ট না হইলে, পরকে আপন করিবার মহৌষধ মমতা না থাকিলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। মমতা অর্থ আপন করা, আপনা হইতে অভেদ দেখা। এক আত্মা সর্ব্বঘটে বিরাজমান, রাম শ্যাম আমি একই পদার্থ, কোন প্রভেদ নাই; এইরূপ জ্ঞান, এই সমাজব্যাপি সহানুভূতিই মমতা। সমাজের সকলকে যদি আমি ভালবাসিতে জানি, আমা হইতে অভেদ মনে করি, তবে কাহার বিরুদ্ধে হিংসা দ্বেষ হইবে? কাহার সহিত কলহ হইবে? কে কাহাকে তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করিবে? পরিবার মধ্যে জনক জননী, ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলের প্রতি যেরূপ ভক্তি ভালবাসা, স্নেহ মমতা আছে, যদি সমাজস্থ সকলের প্রতি সেইরূপ থাকে তবে সংসার কি সুখের স্থান হয়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে সমাজ একটী বৃহৎ পরিবার। তাহাতে গুরু শিষ্য, বালক বৃদ্ধ, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতি

সকলই আছে। সঙ্কীর্ণহৃদয় মানব তাহা দেখিতে পায় না, যে উদারতা লইয়া সংসারে আসিয়াছিল তাহা হারাইয়া গিয়াছে; সুতরাং আজ সংসার দ্বেষ হিংসা কলহ সংগ্রাম প্রভৃতিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

সমাজ পরিচালন পক্ষে কৃতজ্ঞতা অতি আবশ্যকীয়। লব্ধ উপকার স্বীকার না করিলে পুনরায় উপকার করিতে ক্ষুদ্রমন মানবের আর প্রবৃত্তি হয় না। আমরা সমাজস্থ থাকিয়া প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে কত উপকার লাভ করিতেছি; যে, যে কার্য্য করিতেছে, তদ্দ্বারাই আমি উপকৃত হইতেছি; অথচ আমরা এত অহঙ্কারী যে, সেই সমস্ত লব্ধোপকার স্বীকার করি না। উন্নতি অভিলাষী প্রত্যেক যুবকের অন্যের উপকার করিতে চেষ্টা করা এবং লব্ধোপকার স্বীকার করিতে অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সমাজস্থ মানবের সহিষ্ণুতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ। যে সহিতে জানে, সে সমাজে থাকিতে যাহা যাহা আবশ্যক তাহার প্রায় সকলই জানে। যাহার সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার শত্রু থাকা অসম্ভব; এইজন্যই সাধারণ কথায় বলে, বোবার শত্রু নাই। জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সহিষ্ণুতার আবশ্যক। অসহিষ্ণু লোক ক্রীড়াতেও পরাস্ত হয়। যে সহিতে জানে খেলাতেও তাহার শীর্ষ স্থান। সহিষ্ণুতার সহিত অধ্যবসায়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং অধ্যয়নে সহিষ্ণুতা নিতান্ত দরকারী? অসহিষ্ণুর অনেক দোষ। পড়া অভ্যাস হইল না, নিজের উপর ক্রোধ হইল, পুস্তক রাগ করিয়া ফেলিয়া দিল, আর শিক্ষা করা ঘটিল না। শিক্ষকের শাসন তাহার অসহ্য, অধ্যয়নের পরিশ্রম অসহ্য, সে কিরূপে বড় হইবে। অসহিষ্ণু ক্রোধপরবশ, অস্থিরমতি এবং সমাজে অবস্থান করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আমরা কোন কোন স্থলে দেখিতে পাই অতি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার পরমসুখে দিনপাত করিতেছে। সেখানেও তাহার মূল সহিষ্ণুতা। যে পরিবারে যে উপার্জ্জনশীল, সে যদি সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্তহৃদয়, পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হয়; আত্মপর বিবেচনায়, লাভালাভ গণনায় তাহার হৃদয়ের সমতা নষ্ট না করে, তাহা হইলে সেখানে সুখস্রোত জাহ্নবীর স্রোতের ন্যায় স্নিগ্ধ-সলিলে নিয়ত প্রবাহিত থাকে। আর যদি ঐ একজন বিচলিত হয়, পরিবারের কর্ত্তার হৃদয় কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হয়, তাহা হইলে কোন হ্রদের

এক প্রান্ত বাতাহত হইলে সমুদয় হ্রদ যেমন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, তেমনই সমস্ত পরিবারের হৃদয় আলোড়িত, এবং পরিবার ছিন্ন বিছিন্ন হয়। পরিবার বহুবদন। সমভাবে খাদ্য ও ব্যবহার্য্য বস্তু যোগাইতে না পারিলে বহুবদনে নিন্দাবাদ সমালোচনা শুনিতে হয়। নিতান্ত সরল ও নির্দ্দোষভাবে কাজ করিলেও অনেক সময় অকারণ গ্লানি সহিতে হয়। তখন যে নীরব থাকিতে পারে, সে নিরাপদ। প্রতিবেশী কুলোক হইলে নানারূপ অলীক বাক্য কানে কানে বহিয়া অনেক পরিবারের শান্তিনাশ করে। পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাতে যদি উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে স্বভাবতঃ ভঙ্গপ্রবণ কাচপাত্র-পরিবার সে রূদ্র তেজে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়।

তৎপর স্বগ্রাম, স্বসমাজ, স্বদেশ এবং সমস্ত মানবসমাজের উপর এই বিশ্বজনীন নীতি প্রয়োগ কর, দেখিতে পাইবে সর্ব্বত্র এই সত্য বিরাজমান। যদি সহিতে না পার, তোমার গ্রামে তুমি অযোগ্য প্রতিবেশী, আপন সমাজে অসামাজিক, স্বদেশে একজন মন্দলোক এবং মানবসমাজে একজন ঘৃণিত-স্বভাব ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি।

ক্রোধ সহিষ্ণুতার সর্ব্বপ্রধান রিপু; ক্রোধোন্মত্ততা সর্ব্বত্রই দূষণীয়। ক্রোধ না থাকিলেও চলে না, উপযুক্ত স্থলে ক্রোধের অভাব কাপুরুষতা। কিন্তু তাহার প্রকৃতি ভিন্নরূপ; তাহাকে তেজ বা পুরুষত্ব বলিলেও হয়। সে ক্রোধও সহিষ্ণুতা এবং বিবেচনার সহিত পরিচালিত হয়। তাহাতে স্বত্ব রক্ষা করে, আপনার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। তাহা নিন্দনীয় নহে, বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু যে ক্রোধে মোহ জন্মায়, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে, স্মৃতিবিভ্রমে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশে মানব বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কেবল তাহাই সহিষ্ণুতার সুতরাং সমাজের শত্রু। উকীলে উকীলে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বাদানুবাদ হইতেছে; তাহাতে যে ক্রুদ্ধ হইল সেই সূত্র হারাইল, তাহার পরাজয় নিশ্চয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায়, গুরুশিষ্যে, গুরুলঘুতে বিবাদ হইতে যে সহিষ্ণু সে সাধারণের প্রিয়।

পরদুঃখকাতরতা এবং পরোপকার-বুদ্ধি সমাজস্থ মানবের না থাকিলে চলে না। মানব নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল; রোগ শোকে ক্লিষ্ট, অন্নাভাবে শীর্ণ বিশীর্ণ। মানব হৃদয়ের ভোগবতীগঙ্গা দয়া তখন তোমার কানে কানে

আপনা হইতে বলিয়া দিবে, ইহার উপকার কর;—যেরূপে পার, সেবা শুশ্রূষা, অন্নপানীয়, বস্ত্রাদি, বস্তু বা অর্থ দ্বারা ইহার উপকার কর। যখন তুমি দয়াদর্শিত পথে সেই অমৃতধারার অনুগমন কর, তখন তোমার মনুষ্যত্ব সফল। আর যদি নিতান্ত পাষাণের ন্যায় দয়ার কোমল উপদেশের কোমলতর ছায়া হৃদয়ে বসিতে না দেও, তাহা হইলে তখন আর তুমি মনুষ্য নও, পশু হইতেও অধম। অন্যের দুরবস্থা দেখিয়া যে আপনাকে অথবা আপনার প্রিয়তম আত্মীয়স্বজনকে তদবস্থায় রাখিয়া ক্ষণেকের জন্যও সেই বিপদ অনুভব করিতে না পারে, সে হৃদয়বিহীন। এই অনুভব শক্তির নামই সহানুভূতি।

কেবল সহানুভূতি থাকিলেই হইল না; সহানুভূতি মনে জন্মে, সে আদেশ পালন করিতে হস্ত চাই; পরোপকার সাধন না করা পর্য্যন্ত সহানুভূতির শান্তি নাই। ভাবিয়া দেখিলে সমাজস্থ মানবের পরোপকার আত্মোপকার মাত্র। কারণ সমাজ দর্পণস্বরূপ, যেরূপ দেখাও তেমনই দেখিবে। এখানে যাহা কিছু কর কোন না কোনরূপে তাহার বিনিময় হয়। সমাজ-বাণিজ্যে দক্ষ বণিক হৃদয়ের মূলধন সাধুবৃত্তিনিচয় যত সাবধানে প্রয়োগ করেন, তাঁহার লাভও তত অধিক হয়। নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার সাধন করিলে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, বোধ হয় মর্ত্ত্যলোকে তাহার উপমেয় আর কিছুই নাই।

এতক্ষণ সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা বলিলাম; এ সকলের শীর্ষ স্থানে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ধর্ম্ম ব্যতীত সমাজ চলিতে পারে না। নাস্তিকের আবার সমাজ কি? যাহার পরকালের ভয় নাই, ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নায়কের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে স্বীকার করে না, সে অতি ভয়ঙ্কর লোক। যদি ধরা পড়িবার এবং দণ্ডিত হইবার ভয় না থাকে, তাহা হইলে নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কোন কার্য্যই স্বার্থের অনুরোধে তাহার অকার্য্য জ্ঞান হইতে পারে না।

যাহাতে যাহাকে ধারণ করে অর্থাৎ যাহার বলে যে থাকে, সেই তাহার ধর্ম্ম। জড়জগতেও এ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। এই বিপদসঙ্কুল সংসারে,—যেখানে স্থলে সর্পশ্বাপদাদি, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, শত সহস্র রোগ শোক পরিতাপ, কুলোকের ততোধিক অত্যাচার; জলে কুম্ভীরাদি, জলপ্লাবন; অন্তরীক্ষে অশনি অনন্ত ঝটিকা প্রভৃতি নিয়ত বর্ত্তমান, সেখানে মানবকে ধারণ করে,

রক্ষা করে কে? কাহার দিকে মন স্বভাবতঃ ধাবিত? আশ্রয় জন্য লোকে কাহাকে ডাকে? সেই অনন্তজ্ঞান অনন্তশক্তি অনাদিপুরুষ পরমেশ্বর সমস্তের ধারণকর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের বীজমন্ত্র। আস্তিকতা ধর্ম্মের মূলস্বরূপ।

এক আস্তিকতা চরিত্র সংশোধনের প্রধান সহায়। যদি তাহার সহিত অনুষ্ঠান থাকে, উপাসনার কোন একটী প্রণালী যথানিয়মে অনুসারিত হয়, তাহা হইলে চরিত্র গঠিত হইল, সমাজ সবল ও সুরক্ষিত হইয়া উঠিল। সংসারে উপাসনার প্রণালীগত পার্থক্য বিস্তর, কিন্তু মূল সকলেরই এক।

কেবল উপাসনা মানবধর্ম্ম নয়, তাহা মনের স্থিরতা সাধনের প্রধান একটী উপায় মাত্র। তদ্ভিন্নও অনেক ক্রিয়া আছে। প্রাণী মাত্রে অহিংসা, অবিশ্রান্ত দয়া, নিঃস্বার্থ পরোপকার, বিশ্বময় প্রীতি, ধুতুরা ফুলটির মত হৃদয়ের সারল্য, সত্যে অবিচলিত অনুরাগ, পাপে ঘৃণা, কুকার্য্যে জুগুপ্সা, সৎকার্য্যে আসক্তি, এ সমস্তই মানবধর্ম্ম, ইহাতেও কোন মতভেদ নাই। যাহাতে সমস্ত বিশ্বসংসারের মত এক, তাহা যে মানবের নিত্যধর্ম্ম এবং সংসারের নিত্য সত্য এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।

সুতরাং বালকের কোমল মনে জীবনের প্রথম সময়ে ধর্ম্মবীজ রোপণ করা অভিভাবকের পবিত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সৎশিক্ষায় প্রথমে সাবহিত থাকিলে বালকের বিপথগামী হইবার আশঙ্কা অল্প থাকে। সুদক্ষ শকটচালক যেমন অশ্বরজ্জু সাবধানে ধরিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথেও শকট চালাইতে সমর্থ হয়, কৌশলের নিকট পথের দুর্গমতা পরাজয় স্বীকার করে; তেমনই, সুদক্ষ গুরুর হস্তে শাসনরজ্জু থাকিলে, বালক তাঁহার নির্দ্দেশিত পথ অতিক্রম করিতে পারে না, দুর্গম বর্ত্মও তাহার সুগম হয়। অতএব সুশীল বালক! গুরুর উপদেশে অবহিত হও; তোমার চরিত্র শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল, যশঃ বসন্তের কুসুমসুবাসের ন্যায় মনোমদ এবং তোমার জীবন শিশুর হাসির ন্যায় বিশুদ্ধ ও সুখকর হইবে। সামাজিকশিক্ষার এই মূল সূত্র এই শেষ লক্ষ্য।

মিতব্যয়িতা এবং মিতাচারিতা।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী কএকটী প্রবন্ধে, বালক কি উপায়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে, সামান্য শ্রেণীর আহারনিদ্রাপরায়ণ আলস্যপরতন্ত্র লোকদিগকে নীচে রাখিয়া মনুষ্যলোকে উন্নত স্থান অধিকার করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এক্ষণে মিতব্যয়িতা এবং মিতাচারিতা সম্বন্ধে কএকটী কথা বলিব।

অর্থ উপার্জ্জন করিলেই মনুষ্যের কর্ত্তব্য শেষ হইল না, তাহার সদ্ব্যবহার চাই। উপার্জ্জন করা অপেক্ষা সদ্ব্যবহার করা অনেক কঠিন। অর্থ যেমন জগতের পরমোপকারী বিনিময় বস্তু, সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধক, আবার ব্যবহার দোষে তেমনই তাহা সংসারের পরম শত্রু। অর্থেই জগতের স্বার্থ, আবার অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল।

মুদ্রা চক্রাকার; চক্রের ন্যায় সংসারে নিয়ত ঘূরিতেছে আর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়-পথে সকলে তাহার অনুসরণ করিতেছে। অর্থশালী লোক সংসারে ভাগ্যবান, বুদ্ধিমান, সুচতুর, সদ্বক্তা। বিদ্যাবুদ্ধি সদ্বিবেচনার অভাব অর্থে ঢাকিয়া রাখে। যেখানে অর্থ, সেখানে অনেক অনুচর, সেবক, স্তাবক, চাটুকার; সুতরাং জগৎসংসাব ধনবানের গুণকীর্ত্তনে নিযুক্ত। আর যেখানে অর্থের অভাব, সেখানে সকলেরই অভাব। তুমি যত কেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, সদ্বক্তা না হও, তুমি অতি দরিদ্র, তোমার গুণ কেহ দেখিবে না। অর্থ জগতের আলো, যে ঘরে সে আলো আছে, সে ঘরের সকলই সুন্দর; যে ঘরে তাহা নাই, সে ঘরে সব অন্ধকার, অদৃশ্য; সুতরাং কিছুই নাই। অরণ্যে গোলাপপুষ্পের শোভা সৌরভ কে প্রশংসা করে? সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত রত্নরাশির মূল্য কে অনুভব করে? সমুদ্রের লহরী যেমন যেখানে জন্মে সেইখানেই লীন হয়, দরিদ্রের গুণরাশিও তেমনই যেখানে জন্মে সেইখানেই মিশিয়া যায়। সুতরাং কবি বলিয়াছেন:—

"দারিদ্রদোষো গুণরাশিনাশি।"

অর্থের স্থলাস্থল নাই, কে পাপী কে পুণ্যবান্ তাহাও বিবেচনা নাই; কিন্তু সাধারণতঃ সাধু সদাশয়ের হস্তে যাইতে গেলেও অনেকক্ষণ থাকিতে কুণ্ঠিত।

আবার বসারঞ্জিত ঘাতুকের, শোণিতসিক্ত হত্যাকারীর, হৃদয়বিহীন দস্যু বা সেনাপতির, নির্দ্দয় রাজার, কৃপণ বণিকের হস্তও তাহার নিকট অতি প্রিয়!

অর্থ যে মাত্র প্রয়োজনসাধক তাহা নহে, পরোপকার ব্রতের তেমন সহায় আর নাই। যে কোন প্রকারে হউক, অর্থদ্বারা পরদুঃখ বিমোচনে সমর্থ হওয়া যায়। নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে শীতাতপ হইতে সংরক্ষণ, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় এবং অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, জলশূন্য স্থানে জলাশয় খনন, দরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অসভ্যকে সভ্যকরণ প্রভৃতি সৎকার্য্য সমস্তই অর্থসাধ্য। অর্থবল বড় প্রধান বল। অর্থ দয়ালুর মনোবৃত্তির চরিতার্থসাধক, কৃপণের হৃদয়সর্ব্বস্ব, সংসারের আশ্রয়। আবার অযোগ্য হস্তে সেই অর্থ হলাহলাপেক্ষাও ভয়ানক।

কৃপণ পিতা বহুযত্নে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সঞ্চয় তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। অর্থসংগ্রহ করিতে কোন কার্য্যেই তিনি নীচকার্য্য মনে করেন নাই, শরীরের দিকে একবারও তাকান নাই, উপযুক্ত সময়ে বা উপযুক্ত পরিমাণে আহার করাও ঘটে নাই। আপনার স্ত্রী পুত্র উত্তর কালে সুখভোগ করিবে কেবল এই জন্য তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এতই কষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু হায়! তাঁহার যত্নপালিত অগঠিতচরিত্র তনয় উপার্জ্জনের কষ্ট পায় নাই, অর্থ যে দুর্লভ তাহা তাহার মনেও হয় নাই; তাহার হস্তে অনায়াসলব্ধ লক্ষ মুদ্রা। ব্যয়ের কি কি উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে তাহার এই মাত্র চিন্তা। পথপ্রদর্শকের অভাব নাই, কারণ ধনিলোক সংসারে কখনও সঙ্গিহীন নহে। কুলোক আর মাছি সর্ব্বদা চারিদিকে ভন্ ভন্ করিয়া বেড়ায়, খাদ্যের গন্ধ পাইলে অমনি বসিয়া পড়ে। বর্ব্বর ধনীর অনেক বন্ধু। যাহা কিছু আপাতসুখকর, যাহা কিছু ধূমধামপরিপূর্ণ তাহাই অবলম্বিত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে অর্থ উড়িয়া গেল, অর্থের সঙ্গে সঙ্গে মক্ষিকারূপ বন্ধুগণও স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তখন রহিল কি? অন্নাভাবে ক্লেশ, হৃদ্রোগ এবং যকৃতের বেদনা, আর অনুতাপ! দেখিতে দেখিতে সব ফুরাইল, হতভাগ্য ধনিসন্তান বৃদ্ধা জননীর ক্রোড়শূন্য করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিল, তাহার ষোড়শবর্ষীয়া হতভাগিনী পত্নী অকূলসাগরে ভাসিতে লাগিল!

আবার একজন দরিদ্র উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা দত্তকস্বরূপে হঠাৎ বড়মানুষ হইল। তাহার চরিত্র কতকাংশে গঠিত। সে পাপানুষ্ঠান করে না, পাপপরায়ণ সঙ্গিগণও আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করে নাই। কিন্তু সে অর্থের ব্যবহার শিক্ষা করে নাই এই মাত্র। নামের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতেছে। বিশুদ্ধ আমোদের জন্য সে ঘোড়ার নাচ, নাট্যাভিনয় প্রভৃতিতে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। অপব্যয়ী বন্ধুকে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করিতেছে। অথবা বিড়ালের বিবাহে, বানরের বিবাহে সহস্র সহস্র মুদ্রা উড়াইয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে আতোষবাজীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সব নিঃশেষ হইল। ধনীর সন্তান এখন পথের ভিখারী। বৈরাগ্য বশতঃ সে ভিখারী নহে, তাহা হইলে বরং তাহার অনুকূলে কিছু বলিবার থাকিত। সে এখন সংসারী ভিখারী! উপকারপ্রাপ্ত বন্ধুগণ তাহার সহিত এখন আলাপও করে না।

আবার একজন প্রথম জীবনে ক্লেশ করিয়া অতি সাবধানে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিল। আপনাকে কোটীশ্বর মনে করিয়া মনে তাহার অহঙ্কার জন্মিল। সেই অর্থ পরপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ হইল। তাহার ইচ্ছার প্রতিকূল হইয়া শত শত লোককে নিরন্ন হইতে হইল। উপাংশুহত্যা দস্যুবৃত্তি প্রভৃতিও তাহার নিকট ঘৃণিত কার্য্য রহিল না। তাহার পার্শববর্ত্তিনিচয়ের চরিতার্থতা সাধনে কত নির্ম্মলচরিত্র সদাশয় ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। মানীর অপমান, জ্ঞানীর কারাবাস, বৃদ্ধের অসম্মান তাহার সুকার্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রতিবেশীর ধনাপহরণে শত শত উপায় উদ্ভাবিত হইল। এইরূপে সংগৃহীত অর্থে মদ্যাদি ক্রীত হইয়া স্রোত বহিয়া চলিল। সকল লোক তাহার দাসানুদাস। দয়া দাক্ষিণ্য, স্নেহ মমতা, ভক্তি কৃতজ্ঞতা সকল পলায়ন করিল। সুতরাং জীবনরক্ষক, পরোপকারসাধক অর্থ নরপিশাচ পাষণ্ডের হস্তে পরপীড়নযন্ত্র হইয়া জগতের অশেষবিধ অনিষ্ট সংসাধন করিতে লাগিল।

যে কেহ স্থিরচিত্তে লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছে সে দেখিবে এ সকল কথায় অত্যুক্তি নাই। ভ্রান্ত ধর্ম্মবুদ্ধিতে অগণিত অর্থ উড়াইয়া দিয়া নিরন্ন গৃহী পরের দাসত্ব করিতেছে; অসৎকার্য্যে সর্ব্বস্ব নিঃশেষ করিয়া মহাকষ্টে

কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইতেছে; পথের বালুকা গোলাপজলে সিক্ত করিয়া, নিরন্নকে উৎপীড়নপূর্ব্বক যে কর সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নূতন বিলাসবর্ত্ম আবিষ্কার করিয়া নিজের বাহাদুরী দেখাইতেছে; কেহ বা পাপ-পথে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেছে; সংসারে এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

জগতের সততা বিনাশ করিতে পাষণ্ডের হস্তস্থিত অর্থ এক ভীষণ যন্ত্র। অতএব উদ্যমশীল বালক! তোমাকে অর্থের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। অর্থের মাদকতা, মদ্যের মাদকতা অপেক্ষাও তীব্র। শরীরস্থ ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপদ্রব অপেক্ষা অর্থের উপদ্রব অধিক। যেমন শরীরের কোন স্থানে একটী স্ফোটক হইয়া থাকিলে তাহার অভ্যন্তরের দূষিত রক্তগুলি বাহির হইবার জন্য নানারূপ উপদ্রব করে, কামড়ায়; ধনীর সঞ্চিত অর্থ বাহির হইবার জন্য ধনিসন্তানকেও তেমনই উৎপাত করে, কামড়ায়। যে ব্যক্তি সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, সে সংসারে কৃপণ। চোর, অগ্নি, এবং পার্থিব সে স্ফোটক বিদীর্ণ করিয়া কিছু বাহির না করিলে, কৃপণ কোন প্রয়োজনরূপ অস্ত্রচিকিৎসকের ছুরিকায় তাহা বিদ্ধ করিতে দিবে না। তাহার ঐ স্ফোটক অন্তরস্থ হইয়া নালি ঘা হইবার সম্ভাবনা। আবার যে ব্যক্তি সঞ্চিত অর্থরূপ বিস্ফোটকের ভয়ে এত ভীত যে, অবিবেচনা বা অপব্যয়ের তীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহাতে বসাইয়াই রাখে, একবার পাকিতেও সময় দেয় না, সদ্য শোণিতনাশে তাহারও ভয়ানক অনিষ্ট ঘটে। সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং প্রশংসনীয়, যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ দ্বারে সেই স্ফোটকরক্ত উপযুক্ত পরিমাণে বাহির হইতে দেয়। এ প্রণালীতে হৃদয়বেদনার শান্তি হয়, হৃদয়-শোণিত নিঃশেষ হয় না, সুতরাং মৃত্যুও ঘটে না।

বাস্তবিক, অর্থের সদ্ব্যবহার অতি সুখকর। তুমি স্বয়ংই উপার্জ্জন কর, অথবা তোমার ন্যায় ভাগ্যবান্ পুরুষের উপভোগ জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে দয়াবান্ পরমেশ্বর তোমার পূর্ব্বপুরুষগণকেই তোমার অগ্রে পাঠাইয়া থাকেন, যদি তুমি তোমার আয় এবং ব্যয় একটী নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে পরিচালন করিতে পার, তাহা হইলে জীবন সুখে যাইবে সংশয় নাই। একথা সত্য যে, সংসারে যাহাদের আহার্য্য যোটে না, উপযুক্ত

পরিমাণে উদরান্ন সংগ্রহ করাও ঘটে না, এরূপ হতভাগ্য অনেক আছে। আবার ঘটনাধীনে নিরাশ্রয় বহু পরিবারের প্রতিপালক অল্প উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিদিগের সংখ্যাও ন্যূন নহে। তাহাদের ব্যয় নিয়মাধীন করা যায় না। কিন্তু সংসারে ধনাগমের বহু পথ বর্ত্তমান আছে; তাহারাও ইচ্ছা করিলে জীবিকানির্ব্বাহের সহজ পথ বাছিয়া লইতে এবং আপন কার্য্যাবলী নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন করিতে পারে। দুঃখ অলসের জন্য, দুঃখ ভীরুর জন্য, দুঃখ কাপুরুষের জন্য।

কে কি নিয়মে চলিতে সমর্থ তাহাও প্রত্যেকের নিজের এবং পারিবারিক অবস্থার প্রতি নির্ভর করে। কেহ শতকরা নব্বই টাকা সঞ্চয় করিতে সমর্থ, কেহ পাঁচ টাকাও পারে না। যে আয় দ্বারা অনায়াসে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে যদি আয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হয়, তাহা হইলে অধিক সঞ্চয় হইবে। অনেক দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি আয় ব্যয়ের নিম্নলিখিত হিসাব অবলম্বনীয় বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রথমাবধি সাবধানে চেষ্টা করিলে তাহা অনেকাংশে সাধন করিতে পারে।

নিজের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বার্ষিক আয়ের ...	$\frac{1}{4}$
পরিবারস্থ অন্যান্যের জন্য	$\frac{1}{4}$
দানাদি ধর্ম্মকর্ম্ম অতিথিসেবাদি ...	$\frac{1}{4}$
সঞ্চয়	$\frac{1}{4}$
	১

অবস্থানুসারে প্রথমের $\frac{1}{4}$ অংশ সম্বন্ধে অনুপাতে তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সঞ্চয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ স্থির থাকা উচিত। আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারে প্রথম দিকে অনুপাত রক্ষা বড় কঠিন; কিন্তু যাহার হিসাব আছে, সে শেষেরটী ঠিক রাখে। এইরূপে প্রত্যেক চারি বৎসর উপার্জ্জনের পর এক বৎসরের আয় সঞ্চিত হয়; হঠাৎ রোগের অত্যাচারে বা অন্যবিধ কারণে উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে সে সময়ে প্রাণরক্ষার পথ থাকে। এইরূপে জীবনে চব্বিশ বৎসর উপার্জ্জন করিলে ছয় বৎসর কাল সুখে কাটাইবার, অথবা পুত্রাদির জন্য কিছু সংস্থান রাখিবার উপায় হয়।

মিতব্যয়িতা কি? মিত শব্দ মা ধাতু হইতে উৎপন্ন; মা অর্থ মাপ করা। যাহার ব্যয় মাপা অর্থাৎ ঠিক নিয়মে ঠিক পরিমাণে হয়, সেই মিতব্যয়ী।

একদিনে দশ টাকা ব্যয়েও তত অনিষ্ট হয় না কিন্তু দৈনিক ব্যয়ে একটী পয়সা বাঁচাইতে পারিলেও অধিক লাভ। কারণ যে দৈনিক ব্যয়ে এক পয়সাও হিসাব করিতে জানে তাহার অপব্যয়ী হইবার সম্ভব কম। যে দৈনিক বাজার খরচে চারিটী করিয়া পয়সা রাখিতে পারে তাহার বৎসর ২২৸/৫ আনা থাকে। যে চারি আনা দৈনিক রাখিতে পারে তাহার বৎসর ৯১।০ আনা সঞ্চয় হয়। সঞ্চয়ের নিয়ম এই। এই সামান্য সঞ্চয়ও যদি বিশ বৎসর ব্যাপিয়া চলে, তাহা হইলে যে বৎসর ২২৸/০ আনা সঞ্চয়ে সমর্থ, তাহার ৪৫৬।০ এবং যে ৯১।০ আনা সঞ্চয়ে সমর্থ, তাহার ১৮২৫৲ টাকা সঞ্চয় হইল। আবার এই টাকার যদি সুদ চলিতে থাকে তবে আরও অধিক হয়।

ব্যয়ের সম্বন্ধে সামান্য বিষয় হইতে অতি গুরুতর বিষয়ে পর্য্যন্ত যেমন দৃঢ় নিয়ম ও হিসাব থাকা আবশ্যক, জীবনের অন্যান্য বিষয়েও ঠিক তেমনই নিয়ম থাকা উচিত। আহার সম্বন্ধেও, একদিন অধিক একদিন অল্প আহার করিলে জীর্ণ হইবে না। একদিন সামান্য খাদ্য, অন্যদিন পলান্নাদি ভক্ষণ, এক দিন দশটার সময়, অন্যদিন তিনটার সময় আহার করা, এক দিন তিন বার, এক দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক বার মাত্র খাদ্যবস্তু উদরস্থ করণ এ সমস্ত শারীরিক অনিয়ম। যাহারা এইরূপ অমিতাচারী, তাহারা অল্পায়ু হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব প্রিয় বালক! জীবনের প্রথমাবধি সতর্ক হও, যেন এইরূপ অযথা ব্যবহার দ্বারা জীবন অকর্ম্মণ্য না হয়। যেন অনিয়মিত আচরণ দ্বারা আপনাকে আপনি অল্পায়ু করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য বিফল না কর।

পরিশ্রমের অনিয়মও সামান্য অনিয়ম নহে। কি শারীরিক, কি মানসিক, পরিশ্রমের যে নিয়ম জীবনের প্রথম অবধি চালাও, শেষ পর্য্যন্ত সেই এক ভাবে পরিচালন করা কর্ত্তব্য। কারণ অভ্যাসের অসাধারণ ক্ষমতা; অভ্যাস ও প্রকৃতি এক হইয়া চলে। ছাত্র-জীবনে অধ্যয়নের অনিয়মে অনেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। সমস্ত বৎসর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিয়া কেহ কেহ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে এমনই গুরুতর পরিশ্রম করে যে, তাহাদের শরীর রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক সময় পরীক্ষা দেওয়াও ঘটে না; অথবা অল্প সময়ে মনে অধিক বোঝা চাপাইতে চেষ্টা করাতে স্মৃতিবিভ্রম ঘটে। কেহ বা জেদ

করিয়া এক দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে, আবার পরদিন সমস্ত দিন ঘুমাইয়া থাকে। কেহ বা যাত্রা গান শুনিতে গিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরূক ছিল, অভিভাবকের ভয়ে দিনেও ঘুমাইল না; জাগরণজনিত অসুখ তাহাকে উন্মনস্ক করিল, অথবা তদ্দ্বারা তাহার কোন ব্যারাম জন্মিবার সূত্রপাত হইল। এ সমস্ত নিতান্ত দূষণীয়। দিবা-নিদ্রা স্বাস্থ্যনাশক। নাট্যাভিনয় দর্শন বা যাত্রাগান শ্রবণ অধ্যয়নশীল বালকের জন্য নয়। তাস পাশাদি অলস ক্রীড়া হইতে দূরে থাকা বালকের কর্ত্তব্য। বালক অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবে, যথাসময়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক অধ্যয়নে অবহিত হইবে; যথাসময়ে আহার করিয়া অন্যূন অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিবে; সন্ধ্যার প্রাক্কালে শরীর-সঞ্চালনকরী ক্রীড়া, কিঞ্চিৎ পর্য্যটন, অথবা অঙ্গসঞ্চালনজনক অন্য কোন কার্য্য করিবে। সন্ধ্যার পর হইতে শরীরের অবস্থা ও অধ্যয়নের প্রয়োজনানুসারে অধ্যয়ন করিবে। নিদ্রা যেন ছয় ঘণ্টার ন্যূন না হয়; যাহারা শৈশব অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ছয় ঘণ্টার অতিরিক্ত কাল নিদ্রিত থাকাও দূষণীয়। কিন্তু নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা এ নিয়মেরও ইতরবিশেষ হয়। নিয়মাধীন হইয়া এ সমস্ত কার্য্য করিলে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইবে না, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। বৃথা আলাপে সময় ব্যয় করিতে অভ্যাস করিলে চিত্ত লঘু হইয়া পড়ে, মনের ধারণাশক্তি থাকে না। আপনার সহিত যাহার বয়সের সমতা নাই এরূপ বালকের সহিত কদাচ নিয়ত খেলা করিবে না, বা বেড়াইবে না। সমবয়স্ক ব্যতীত অন্য কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে না। তাহার অনেক দোষ। সেও অমিতাচার। মিতাচারী হইতে যাহারা সমবয়স্ক এবং সমপাঠী, সমরুচি-বিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে সখ্যভাব থাকা উচিত। তাহা না হওয়ার নামও অমিতাচার।

মিতাচারিতার বিষয় লিখিতে আর একটী গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কএকটী কথা না লিখিয়া শেষ করা যায় না; মাদক সেবন মানবজীবনের একটী প্রধান অমিতাচার। সমস্ত অভ্যাসলব্ধ দোষের মধ্যে এ দোষ গুরুতর।

মানবজীবন জ্ঞানানুসন্ধানের সমষ্টি মাত্র। জীবনের প্রত্যূষ হইতে প্রদোষ পর্য্যন্ত কিছু না কিছু নূতন জানিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কি পাপী কি পুণ্যবান্ সকলেই নূতনের অনুবর্ত্তী; সুতরাং তৃষ্ণা অনন্ত।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জানে কে? তোমার হস্তপদাদি ত জড় পদার্থ, তাহারা তুমি নও; তুমিই মাত্র জানিবার অধিকারী। যাহাতে তোমার চৈতন্য থাকে, জ্ঞান সতেজ ও সজীব থাকে, বুদ্ধি প্রবুদ্ধ থাকে, তাহাই করা কর্ত্তব্য, নতুবা জানা ঘটে না। আত্মার চৈতন্য অবস্থাই মানবের চেতনা, প্রসুপ্তিই মানবের নিদ্রা বা জড়তা। এই জন্যই কোন জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন,"মনুষ্যের যত দূর অধোগতি হইতে পারে উন্মাদাবস্থা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম স্থান।"

মনুষ্য যখন সাময়িক ভ্রমে পতিত হয়, সেই শারদীয় মেঘ তাহার জ্ঞান-সূর্য্য অতি অল্প সময় আবরিত রাখে, ভ্রমাবসানে প্রখরতর জ্যোতিতে পুনরায় প্রভাত হয়। যখন জ্ঞান মদ্যাদির মাদকতায় কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহাও পরিষ্কার হইয়া যায়। আবার সেই মাদকতা যখন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, কুজ্ঝটিকা তখন নিত্য অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হয়, তখন জ্ঞান আর বিকাশ পায় না, সে রজনীরও প্রভাত নাই। মদমত্ততা স্বাভাবিক উন্মত্ততা অপেক্ষাও দূষণীয়।

জ্ঞানের জন্য মানবজীবন, অজ্ঞানতা সে উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। নিদ্রার অজ্ঞানতা অজ্ঞানতা নহে; কারণ মানবের শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। গাঢ় নিদ্রা মনের বিশ্রাম সময়। নিদ্রা বর্জ্জনীয় নহে। তদ্ভিন্ন, অন্য যে কোন অবস্থায় জ্ঞান হারাও, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার মনুষ্যত্ব লোপ হইয়াছে এ কথা মনে রাখিও।

মাদক দ্রব্যের ন্যায় জ্ঞানের শত্রু আর নাই। মদ্য, গাঁজা, ভাং, অহিফেন বা তাহার অন্য যে কোন রূপান্তর হউক না কেন, এ সমস্তই মনুষ্যত্বের শত্রু। ইহার সকলেই জ্ঞান-নয়ন ঢাকিয়া রাখে, মনুষ্যকে মত্ত ও মোহান্ধ করে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা মত্ত, মদমত্ত ব্যক্তিও প্রায় সর্ব্বদাই মত্ত; উভয়েই মনুষ্যের বাহির এবং অন্তঃসারবিহীন। কেবল প্রভেদ এই, বাতুলের বাতুলতা স্বকৃত নহে, সুতরাং মার্জ্জনীয়; মাতালের মত্ততা স্বকৃত ব্যাধি। বাতুল আপনার মাত্র অনিষ্ট করিতে পারে, তাহার রোগ সংক্রামক নহে; কিন্তু মাতালের মত্ততা সংক্রামক এবং অধিক ভয়ানক। বাতুলকে আত্মীয় স্বজন চিকিৎসা করাইতে পারে, বাতুলাবাসে বদ্ধ রাখিতে পারে,

তাহার উত্তরাধিকারী তাহার সম্পত্তি উপভোগে সমর্থ হয়। মাতালকে কেহ কিছুই করিতে পারে না, প্রতিরোধ পাইলে সে আরও ভীষণ হয়। বাতুলকে সুস্থ করিতে অনেক চিকিৎসা আছে;—যে তাহার মতমতে চলে বাতুল তাহার অনিষ্ট করে না। কিন্তু মাতালের রোগ অচিকিৎস্য; যে তাহার মত-মতে চলে তাহার সর্ব্বনাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি অনেক সাধুচরিত্র ব্যক্তি, অনেক সদাশয় মহাপুরুষ মাতালের সংশোধনে প্রয়াস পাইয়া তাহার সহবাসে মনুষ্যত্ব হারাইয়াছেন, কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এবং জননী স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

যাহার জ্ঞানের অভাব হইয়াছে সে সব করিতে পারে, কোনও কুকার্য্য তাহার পক্ষে অসম্ভব নয়। পানদোষ এবং কামদোষ পিতা পুত্র। মদ্যপের অশ্লীল ভাষা, গাঁজা-সেবকের অযথা ক্রোধ, ভাং-খাদকের পৈশাচিক হাসি-কান্না, এবং অহিফেনসেবীর দিবাকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিবা করিয়া নিদ্রাভিনয়, এবং সুখে দুঃখ দুঃখে সুখানুভব ও অবসাদ অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাদের শোচনীয় পরিণামকে আত্মহত্যা বলাই সঙ্গত; কারণ এ কুকার্য্য আপনার দোষে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। কত সম্রাট এই সমস্ত দোষে সিংহাসন হারাইয়া-ছেন, কত রাজার রাজ্য লোপ হইয়াছে, কত বঙ্গীয় জমিদার অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা কঠিন। ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতা এ সকল বিস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে।

বালক! জীবনপথে অগ্রসর হইতেছ, মিতাচার ভুলিও না। মাদক সেবনের ন্যায় অমিতাচার আর কিছু নাই। এ সকল বস্তুর গুণই এই যে, যে একবার গ্রহণ করে, তাহার কুপথে অগ্রসর হইবার পথ ততই পরিষ্কার হয়। নূতন এক বিষয়; কুলোকের পরামর্শে আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার; অনন্তর স্বাদগ্রহণ; তৎপর মাত্রাবৃদ্ধি, সময়বৃদ্ধি, ক্রমে আনুষঙ্গিক সর্ব্বপ্রকার কুকার্য্যের বৃদ্ধি। পরিণাম বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মনাশ।

আমরা কোন কোন স্থলে দেখিয়াছি, মাদকসংযুক্ত ঔষধ সেবন হইতে কেহ কেহ মাদক সেবন অভ্যাস করিয়াছে। কেহ বা অন্যকে উপহাস করিতে গিয়া, "এক বার স্বাদগ্রহণ করিলে যে ছাড়া যায় না এ কথা নিতান্ত দুর্ব্বল

মনের কথা" এইরূপ প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়া নিজে নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ডাক্তরী অনেক ঔষধে মদ্য ব্যবহৃত হয়, ডাক্তরের হস্তে অনেক সময় মদ্য আইসে; দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে এক্ষণে মাতালের সংখ্যা অধিক। যাঁহারা তন্মধ্যে সাধু এবং সচ্চরিত্র তাঁহাদের সংখ্যাও ন্যূন নহে; অন্য সকল শ্রেণীর সাধুলোক অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহারা অধিক প্রশংসনীয়। মদ্যপান করা আত্মহত্যার অনুষ্ঠান মাত্র। জানিয়া শুনিয়া বুদ্ধিমান লোকে এমন জঘন্য কার্য্যে কিরূপে অগ্রসর হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

অতএব প্রিয় বালক! যাহাতে পাপপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করে, জ্ঞানের বিলোপ, বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটায়, যাহাতে অকালমৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে, অশেষবিধ কষ্ট দিয়া অসময়ে মানবকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখে, পিতামাতা ভ্রাতাবন্ধু স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেয়, অনেক সময়ে নিরন্ন, নিঃসম্বল, ঋণী রাখিয়া যায়; যাহাতে ধর্ম্মবুদ্ধি লোপ করে, কুসঙ্গে প্রবৃত্তি দেয়, অমিতাচারিতা এবং অমিতব্যয়িতা অভ্যাস করায়, যাহাতে ক্ষণিক আমোদের আশা দিয়া প্রমাদ ঘটায়, ব্যারাম দূর করিবে আশা দিয়া নূতন নূতন রোগ জন্মায়, এমন সর্ব্বনাশক প্রাণনাশক হলাহল হইতে সর্ব্বদাই মন যেন বিরত থাকে। যদি সিংহ ব্যাঘ্র সর্পাদি ভয়ের বিষয় হয়, মাদক দ্রব্য তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। কতকগুলি দূরিত ঘৃণিত বস্তুর সমষ্টির নাম মদ্য,—বিস্বাদ, দুর্গন্ধ এবং অপকারী। নিতান্ত দুর্গন্ধ, তিক্ত বস্তুর নাম গাঁজা। অতি দুর্গন্ধ, তিক্ত, কটু পদার্থের নাম অহিফেন। উহার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য উহার সহিত কত কদর্য্য বস্তু মিশিয়া যায়! এ সকল কি ভদ্রলোকের সেব্য? একজন মলিনবেশবিশিষ্ট লোকের হস্তে পানীয় জলটুকু গ্রহণ করিতে যাহার আপত্তি, সে কিরূপে ইতরের উচ্ছিষ্ট অন্নমণ্ড এবং অন্যান্য কদর্য্য বস্তু দ্বারা প্রস্তুত মদ্যাদি রসনাগত করিতে পারে? এ সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি দীর্ঘজীবন আকাঙ্ক্ষা কর, পবিত্র থাকিতে চাও; যদি তোমার জ্ঞানোন্নতি সাধন বাঞ্ছনীয় হয়; যদি তুমি মনে বল, ধর্ম্মে মতি রাখিতে বাসনা কর; যদি আপনার প্রতি এবং আপনার প্রিয় পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া থাকে, তবে ভ্রমেও মাদক সেবন বা মদ্যপের সহবাস করিও না, এমন কুকর্ম্মে ভ্রমেও প্রবৃত্ত হইও না। মিতব্যয়ী এবং

মিতাচারী হইয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে দীর্ঘজীবন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কর ইহাই বাঞ্ছনীয়।

স্বাবলম্বন।

মনুষ্য স্বাধীনতার অভিমান করে। সে অধীন হইতে ভাল বাসে না। সকলেরই গুরু হইতে বাসনা, কেহই লঘু হইতে চায় না। প্রভু হইতে একান্ত ইচ্ছা, ভৃত্য হওয়া সকলেরই অনভিমত। আমি যখন এই কয়টী কথা চিন্তা করি, তখন আমার মনে হয় মনুষ্য কি কপট, তাহার মিথ্যা কহিতে অণুমাত্রও লজ্জা হয় না। কারণ, আমরা কার্য্যতায় দেখিতে পাই স্বাধীন হইবার বাসনা অতি অল্প লোকের; গুরু, প্রভু হইবার বাসনা অতি সামান্য সংখ্যক লোকের মাত্র। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক শান্তিময় অধীনতায়, নিরুপদ্রুত লঘুত্বে ভৃত্যত্বে ডুবিয়া থাকিত না।

কত সহস্র বৎসর হইতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বিরাজমান এ কথা কেহ অবগত নহে। কত কাল হইতে পর্ব্বত সমুদ্র বর্ত্তমান তাহাও কেহ জানে না। পঞ্চভূতের জন্মপত্রিকা নাই। কোন্ সময় মনুষ্যের সৃষ্টি, কখন্ মানবমনের বিকাশ তাহাও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কোটি কল্প ব্যাপিয়া এ সমস্ত বর্ত্তমান আছে এ কথা বলিলে কেহ তাহা প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিতে পারে না। সে সমস্ত বিষয় এখন আলোচনার বিষয় নহে। এ কথা নির্দ্দেশ করা যায় যে, এই বিশাল ভূভাগ, অত্যুন্নত পর্ব্বত, সুবিস্তীর্ণ নদী, বহ্বায়ত সমুদ্র, শ্যামল-শোভিত ক্ষেত্রনিচয় পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই সমস্ত সামগ্রীই উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্য কোন স্বতন্ত্র স্বভাব-সম্পত্তি ছিল না। সুখসাধনসামগ্রী, বিলাসবস্তু দিন দিন বাড়িতেছে, কমে না। তবে আমাদের মনের স্বাধীনতা নাই কেন? মন এত ভীরু কেন? পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়াছেন, আমরা তাহা পারিব না বলিয়া অবসন্ন হই কেন? আমাদের ভীতিবিহ্বল মনে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দেবতা, আর আমরা কীটাণুকীট। স্বাধীনভাবে কোন কথা বলি না, কার্য্য

করি না; পূর্ব্বপুরুষগণের লিখিত কোন বচন উদ্ধৃত না করিলে, সেই তুলসী-সংযুক্ত-জল প্রক্ষেপ না হইলে আমাদের কথা, লিখা কিছুই শুদ্ধ হয় না। আমাদের প্রতি, আমাদের বুদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান গৌরবের প্রতি আমাদের এতই অবিশ্বাস; তৎসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নাস্তিক। আমরা ভাষা চুরি করি, ভাব চুরি করি; চুরি করিয়া আবার গর্ব্বিত। আমাদের নিজের যেন কিছুই নাই। তাঁহাদের চন্দ্রসূর্য্য আমাদিগকে সমভাবে আলো উৎসাহ দান করিলেও আমরা সবল নহি। সৃষ্টির আদিপুরুষ প্রথমে নয়ন মেলিয়া যে সূর্য্য দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া ভক্তি ও পূলকে পূর্ণ হইয়া স্তব করিয়াছিলেন, আমিও সে দিন নয়ন মেলিয়া সেই সূর্য্যই দেখিয়াছি; তবে ভাবগত এ বৈষম্য কেন? তাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে যে ভাব-স্রোত উথলিয়া উঠিয়াছিল, আমার তাহা হয় না কেন? সকলই এক;—সেই হস্ত, সেই পদ, সেই শরীর, সেই মন। কেবল একটী পদার্থে ইতরবিশেষ। তাঁহাদের প্রভুত্ব, গুরুত্ব ছিল, আমাদের নাই; তাঁহাদের স্বাবলম্বন ছিল, আমাদের নাই, এই মাত্র। তাঁহারা দীনমন লইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন গুণে ভাবরত্ন অর্জ্জন করিয়া মনকে বড়মানুষ রাখিয়া গিয়াছেন। এ যুগের মন ধনীর সন্তান; স্তূপাকার ভাবরত্ন রহিয়াছে, উপার্জ্জনের প্রয়োজন অল্প, বোধ হয় সেই জন্যই আজ মনের উপার্জ্জনক্ষমতা এত সামান্য হইয়াছে।

যাঁহারা স্বচিন্তা দ্বারা এ সমস্ত রত্ন সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মন স্বাধীন ছিল। আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করি না, সেই সমস্ত ব্যবহার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকি, কাজেই আমাদের মন তাঁহাদের অধীন। মনোরাজ্যে তাঁহারা গুরু আমরা শিষ্য, তাঁহারা প্রভু আমরা ভৃত্য; সুতরাং আমরা তাঁহাদের পদানত।

সংসারের সমস্ত রত্নই কি লুণ্ঠিত হইয়াছে? এত অল্প কালেই কি পৃথিবী পুরাতন এবং ভাবশূন্য হইল? এ কালে কি প্রতিভা অসম্ভব? এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী, আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, কপিল, গৌতম অনেক কালের লোক, হোমর, ভর্জ্জিল, দান্তেও অনেক কালের লোক। কিন্তু সে দিনও ত বসুন্ধরা সেক্ষপীয়র, মিণ্টন,

গেটে, বেকন, নিউটন, সেটোব্রিয়াও প্রসব করিয়াছেন। তিন্দেল, হক্স্লী, মোক্ষমূলর, মিল, কান্ত্, কোমত এখনও ত জন্মিতেছেন? তবে এ দেশের এখন এ অবস্থা কেন?

এ সকলের মূলেও অনুসন্ধান করিলে সেই একটী মাত্র কারণ দেখিতে পাইব। অন্য দেশে স্বাবলম্বন আছে, আমাদের তাহা নাই। অন্য দেশ বৃক্ষের ন্যায় আপনার তেজে আপনি উপরের দিকে উঠিতেছে, আর আমরা লতার ন্যায় ভূতলে পতিত, অন্য অবলম্বন ব্যতীত উঠিতে পারি না। বাস্তবিক স্বাধীন চিন্তা ও স্বাবলম্বন ব্যতীত কেহ কখনও সংসারে গুরু বা প্রভু হইতে পারে নাই পারিবে না। এক দিন যে এ দেশের গৌরব প্রভব ছিল তখন স্বাবলম্বনও ছিল।

আমরা যে প্রাচীন ছাত্রে এবং বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রে বিস্তর বৈষম্য লক্ষ্য করি, তাহারও মূলে পূর্ব্বকালের ছাত্রদিগের অনেক পরিমাণে স্বাবলম্বন ছিল বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ইহাই উপলব্ধ হয়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, ছাত্রের স্বাধীনচিন্তা স্বাধীনচেষ্টা সম্বন্ধে আজ তাহাও নাই। এখন অর্থ-পুস্তকের অসদ্ভাব নাই, অভিধানের সহিত ছাত্রের সম্বন্ধ উঠিয়াগিয়াছে। সুতরাং ক্রমেই শব্দ সম্পত্তিতে ছাত্রগণের অধিকার হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আজ গৃহে গৃহে শিক্ষাদানজন্য স্বতন্ত্র শিক্ষকের আবশ্যক হইয়াছে, ছাত্রের নিজের চেষ্টায় আজ প্রত্যেক বিষয় 'অসাধ্য' 'অসম্ভব'। আলস্য-প্রধান ছাত্র-জীবনে আজ যুগান্তর উপস্থিত;—যুগান্তর বটে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অবনতির দিকে। "এই কার্য্য আমি করিব, অবশ্যই পারিব, অন্যের সাহায্য লইব না," অধিকাংশস্থলে আজ এ সঙ্কল্প এ অধ্যবসায় দেখিতে পাই না। অভিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয়! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আপনি কি এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন না? কয়জন অভিভাবক, কয়জন শিক্ষক তাহার প্রতিবিধানজন্য যত্ন চেষ্টা করিতেছেন? তিনি অবিভাবক নন, যিনি এদোষ সংশোধনে প্রয়াস না পান। যিনি বালককে স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন শিক্ষাদানে সমর্থ তিনিই গুরু, অন্যের গৌরব নাই।

স্বাবলম্বন বড় গুরুতর বিষয়, মনুষ্যত্বের দ্বারস্বরূপ। সংসারে যাহা কিছু

হইয়াছে সে সমস্তই স্বাবলম্বনের ফল। ওয়াট্, আর্করাইট্, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, গালিলিও, আর্কিমিদিস, এ সমস্তই স্বাবলম্বনগুণে জগদ্বিখ্যাত।

প্রতিভা স্বাবলম্বনের স্বর্গীয় জ্যোতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি আপনার মনকে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অনুকৃতি বলিয়া বিশ্বাস করে, সে সেই অনন্ত সমুদ্রমন্থনপূর্ব্বক কৌস্তুভরত্নের ন্যায় অমূল্যরত্নরাশি উৎপাদনে সমর্থ, অন্যে নহে। সমস্ত রত্ন ঐ একস্থানেই আছে, যে উদ্ধার করিতে পারে সেই এই মর্ত্ত্যলোকে অমর, আর সকলের জীবন বায়ুরাশিতে অঙ্কিত শায়কমার্গের ন্যায় অচিহ্ন ও বিস্মৃত।

আজ সংসার যন্ত্রময় দেখিতেছি, কেবল হস্তের সাহায্যে কার্য্য কেবল অসভ্যের জন্যই রহিয়াছে। ইয়োরোপ মুক্তহস্তে পূর্ব্বাভিমুখে যন্ত্রের পর যন্ত্র প্রেরণ করিতেছেন, আমরা হতবুদ্ধি ও অবাক হইয়া ইয়োরোপের মনীষা শক্তির প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কোন মন্ত্র নাই, দৈববল নাই। এ সমস্তই স্বাবলম্বন প্রসূত। সামান্য চিন্তা সামান্য অধ্যবসায় ইহার এক একটীর জন্য ব্যয় হয় নাই। কত জীবন ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। দুর্দ্দমনীয় স্বাধীন মন, অসাধ্যসাধনক্ষম অধ্যবসায়ে, আপন শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, দীর্ঘকালব্যাপি শোণিতশোষিণী চেষ্টা এবং গুণগ্রাহী রাজা ও রাজপুরুষগণের উৎসাহ এ সমস্ত মিলিত হইয়া এক একটী যন্ত্রের আবিষ্করণে সাহায্য করিয়াছে।

ফরাসি দেশের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অতি সামান্যাবস্থা হইতে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায় যে কি অসামান্য স্বাবলম্বন, কি অত্যুৎকৃষ্ট আত্মশিক্ষা, কি অসাধারণ স্বচিন্তাদ্বারা তিনি সেই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃদত্ত সৎশিক্ষা তাঁহার উন্নতির মূল বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিতেন। যে বয়সে অন্য বালক ক্রীড়াশক্ত, তখন তিনিও ক্রীড়া করিতেন; কিন্তু ক্রীড়ায় ক্রীড়ায় বিস্তর প্রভেদ। নেপোলিয়ন একজন সৈনিক পুরুষের সন্তান, সংগ্রাম তাঁহার ব্যবসায় হইবে তাহা প্রথম হইতেই জানিতেন। সুতরাং যে সময়ে সামান্য বালকগণ সামান্য ক্রীড়া করিত তখন নেপোলিয়নের ক্রীড়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন, তুষার দ্বারা দুর্গ নির্ম্মাণ, আবার সেই দুর্গ রক্ষা করা ও জয় করা, অধীনস্থ

কোন ক্রীড়া-সৈন্য আদেশ অন্যথা করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান, ভূমধ্যস্থ-সাগরের সমস্ত অংশের গভীরতা নির্ণয়, জলের অবস্থা-পরিজ্ঞান, গিরিবর্ত্ম শিক্ষা, পথ অনুসন্ধান, সৈন্যচালন, কামান স্থাপন। সুতরাং সামান্য ক্রীড়কগণের সংসার-জীবনের ক্রীড়া সামান্যই হইল; আর নেপোলিয়নের ক্রীড়া সাম্রাজ্য গঠন, সাম্রাজ্য বিলয়, ইয়োরোপসংস্কার, পৃথিবীসংস্কার, নূতন সমরশাস্ত্র নূতন ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন, পৃথিবীকে নবজীবন প্রদান। তাঁহার এমনই অসাধারণ স্বাবলম্বন, এমনই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং এমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল যে তাঁহার এক একটী কথা আজও দৈববাণীর ন্যায় মনীষিগণের কর্ণে ধ্বনিত হয়। কি রাজসভায়, কি সৈনিকশিবিরে, কি সংগ্রামক্ষেত্রে, কি পণ্ডিতসমাজে, কি সাধারণ লোকের সহিত সদালাপে নেপোলিয়ন সর্ব্বত্র পূজনীয়, সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশে তাঁহার জন্ম হইলে তাঁহার শক্তি দৈবশক্তি এবং তাঁহাকে অবতারস্বরূপ মনে করিয়া লোকে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত। স্বাবলম্বন ঐ দৈবশক্তির মূল।

স্বাবলম্বনে মনকে যেমন বলবান করে তেমন আর কিছুতেই নহে। পণ্ডিত গ্যালিলিও বুঝিলেন সূর্য্যের গতি নাই, পৃথিবী প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে। সাধারণের সমক্ষে এই বিশ্বাসবিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। নির্দ্দয় রাজপুরুষগণ উপহাস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'এখন কেমন?' তিনি পৃথিবীতে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "এখনও পৃথিবী ঘুরিতেছে।" সক্রেতিস রাজাজ্ঞায় বিষপান করিলেন তথাপি তাঁহার একেশ্বর বাদিত্ব পরিত্যাগ করিলেন না। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনবৃত্তান্ত স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে কোন দেশে যে কোন চিন্তাশীল মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ষড়দর্শন প্রণেতৃগণই হউন, আর ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ আরিস্ততল, প্লেতো, মিল, বেন্থাম, কোমতই হউন, সকলের জীবনই স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্তস্বরূপ। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতিও স্বাবলম্বনের সন্তান।

শিক্ষার পথ দুইটী, আত্মাবলম্বন, অথবা অন্যাবলম্বন। তন্মধ্যে স্বাবলম্বন উৎকৃষ্টতর এবং স্বাধীন পথ, তাহাতে অন্যের মুখপ্রেক্ষী হইতে হয় না; তাহার ফল প্রতিভার বিকাশ, নূতন বিষয় আবিষ্কার, জগতের শিক্ষাগুরুত্ব।

এই উচ্চ আসন লাভ করিতে যাহার প্রকৃত আগ্রহ জন্মে সে তাহা লাভও করে। কারণ সিদ্ধি কখনও সাধনার অতীত নহে, যাহার যাদৃশ ভাবনা তাহার ফললাভও তাদৃশ। জগদীশ্বর মানব মনে এমন কোন আশা কোন বাসনা কোন বৃত্তিই দেন নাই যাহা চরিতার্থ করিতে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই। ইচ্ছার উদ্রেক ও সামান্য কথা নহে, তাহাও একটী সাধনা। সেখানেও অভ্যাস এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। মনে যে কোন নূতন সদনুষ্ঠান করিতে চায়, যে কোন রূপ আবিষ্কারে বাসনা করে, মনের সেই সরল অভি-লাষটিকে নিয়ত সজীব রাখা, পোষণ করা, সেই চারাটী জন্মিতেই নিয়ত তাহাতে উৎসাহবারি সিঞ্চন করা, বিঘ্নবিপত্তির কীটসমস্ত বিদূরিত রাখা কর্ত্তব্য। অভিলাষটী সজীব থাকিলে মন তাহার চরিতার্থ সাধনোপায় কদাচও বিস্মৃত হয় না, সেই চেষ্টায় পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই পথে ঈপ্সিত লাভ হয় এ কথা ধ্রুব সত্য।

পরাবলম্বন শিক্ষার নিকৃষ্ট পথ। ইহার ফল অনুকরণ। যাহা আদর্শ, অনুকরণ অতি উৎকৃষ্ট হইলেও প্রায়শঃ তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়। তুল্য হইলেও তাহাতে প্রশংসা নাই; কারণ যাহা ছিল তাহাই রহিল উন্নতি হইল না।

কিন্তু তাহা বলিয়া পরাবলম্বনও ত্যজ্য বা ঘৃণনীয় নহে। বালক যখন প্রথম হাঁটিতে অভ্যাস করে, তখন অন্যে তাহাকে না ধরিলে চলে না। একবার হাঁটিতে শিখিলে শেষে লম্ফ প্রদান দৌড়ান ইচ্ছামত গমনাগমন আর শিখাইয়া দিতে হয় না। অন্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া প্রথমতঃ মন প্রস্তুত হয়, মন যখন হাঁটিতে শিখিবে তখন স্বাবলম্বনপথে তাহাকে সংসার-ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেও পর্য্যটন দৌড়ান লম্ফপ্রদান যেরূপে হউক মন আপনার গন্তব্যস্থানে আপনি পঁহুছিবে।

অধ্যবসায়শীল মানব পরাবলম্বনেও বিস্তর উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। ইয়োরোপের যন্ত্রবিজ্ঞানের ইতিহাস এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিবে। ফরাসি-জাতির প্রতিভা অতুল্য। তাহারা অনেক নূতন যন্ত্র নূতন কৌশল আবিষ্কার করে। ফরাসি আবিষ্কার করে; তাহার অধ্যবসায় ইংরেজের তুল্য নহে; ইংরেজ তাহা শিক্ষা করিয়া লইয়া তাহার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। উত্তর-

কালে অনেক বিষয়ে দেখা যায় ফরাসির যন্ত্র হইতে ইংরেজের যন্ত্র অধিক পরিষ্কার অধিক কার্য্যকর। ইংরেজের আবিষ্কারক্ষমতাও প্রশংসনীয়।

মনের এই স্বাধীনতাই মনুষ্যত্ব; মনের ঈদৃশ বলই প্রকৃত বল। পৃথিবীর সমস্ত অভিনব অনুষ্ঠান যাবদীয় সৎকার্য্য এইরূপ স্বাধীনচিন্তা এবং মানসিক-শক্তিসঞ্জাত। শারীরবলের আদর যে পরিমাণে হ্রাস হইয়া আইসে, মানস-বলের আদর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর বাল্যকালে, বিজ্ঞানের জন্মের পূর্ব্বে শারীরবলের আদর। যেমন এক দিকে সূর্য্য উদয় হইতে ছায়া তাহার বিপরীত দিকে গমন করে, তেমনই সভ্যতার আলোকের সমক্ষে শারীরবল তিষ্ঠিতে না পারিয়া বিপরীতদিকে, অসভ্য পার্ব্বত্য জাতীয়গণ সমীপে পলায়ন করে।

চিন্তাশীল মনের আদর অনেক অধিক; সুতরাং যেখানে মস্তিষ্ক সেখানে পূজা। বড় বড় রাজমন্ত্রী, প্রধান প্রধার বিচারপতি, খ্যাতনামা সম্রাট বা পণ্ডিত তজ্জন্য সংসারে পূজিত। এখনও দেশে দেশে বহুসংখ্যক মন বর্ত্তমান আছে, কে ত হাদিগকে পূজা করে? ভক্তিশ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি দ্বারা মনের সুখে অর্চ্চনা করে? আজও সংসারে একিলিস অপেক্ষা ইউলিসিস, কর্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ, রাক্ষস অপেক্ষা শকটার অধিক। আদৃতবুদ্ধির শারীরবল অপেক্ষা সর্ব্বত্র অধিক সম্মান।

বালক! আজ তুমি প্রফুল্লচিত্তে ভবিষ্যৎমুকুরে বদ্ধদৃষ্টি, আজ তুমি ইতিহাস চক্ষে অতীতচিত্র দেখিতেছ, জ্ঞানী অধ্যাপক বর্ত্তমান তোমার নয়নসমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন; তুমি বালক হইয়াও ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের ন্যায় সকল দেখিতেছ বুঝিতেছ। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, পৃথিবীর সকল রত্ন তোমারই মনের খনিতে নিহিত, সকল জ্যোতি তোমার মানস-সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক মাত্র। যতই তোমার শক্তিতে তোমার বিশ্বাস হইবে, যতই তোমাকে তুমি ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিবে, ততই আপন ক্ষমতা বুঝিতে এবং আপাতঅসাধ্য সাধন করিয়া আপনিই আশ্চর্য্য হইবে। আপন শক্তিতে বিশ্বাসকে অহঙ্কার বা অভিমান বলিয়া ভ্রম করিও না। আপনার মানসিক সম্পত্তি বা পার্থিব সমৃদ্ধির বৃথা গৌরব ও অনাবশ্যকরূপে তাহা প্রদর্শনের নাম অহঙ্কার। আর মানসিক বা বাহ্যিক শক্তি-শালী ব্যক্তি

অন্যের কার্য্যতায় মর্ম্মাহত হইলে মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া কার্য্যতায় গম্ভীরভাবে তৎপ্রতি যে তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা প্রদর্শন করে তাহারই নাম অভিমান। অহঙ্কার নীচ প্রকৃতির, অভিমানের প্রকৃতি উচ্চ। কিন্তু আপনার মানসিক শক্তিতে ভক্তিশ্রদ্ধা ও আস্থা ইহার কিছুই নহে। অহঙ্কারে লোককে উপহাসাস্পদ করে, অভিমানে কৃতাবমাননার প্রতিশোধ দেয়; আর আপন শক্তিতে আপনার বিশ্বাস লোককে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পবিত্র হোমাগ্নির ন্যায় পবিত্র আলোকে উন্নতির পথ অঙ্গুলীনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেয়।

সুতরাং বালক! তোমার কোমলমনে আপনার শক্তিতে আপনার বিশ্বাস রাখিতে হইবে; যদি তাহা না পার, তুমি স্বচিন্তা বা স্বাবলম্বনে সমর্থ হইবে না। ভীরুব্যক্তি অন্ধকারে একাকী গৃহের বাহিরে যাইতে পারে না, তাহার সঙ্গীর প্রয়োজন। মানসিক শক্তিতে ভীরুব্যক্তি স্বচিন্তায় কোন কার্য্য করিতে সাহস পায় না, তাহার সহিত অন্য ব্যক্তির শক্তি সঙ্গী হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সে পুস্তকে লিখিত বিষয় সত্য জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে; সে তাহার গুণমুগ্ধ এবং দোষানুসন্ধানে অসমর্থ। সে আপনাকে সতত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে পরিণত হয়।

তাহা বলিয়া অন্যের শক্তিকে ক্ষুদ্র মনে করা উচিত নহে। বরং চিন্তাস্রোত তাহার বিপরীত পথে চালিত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যে যাহা করিয়াছে আমি তাহা না পারিব কেন চিন্তাশক্তি পরিচালনের এই প্রথম সূত্র। আমার শক্তির উদ্বোধনজন্য না হয় দশবার না হয় শতবার চেষ্টা করিতে হইবে, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। পৃথিবী অনন্তময়ী। আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের অভাব নাই। আপনার মনে যাহাকে বড় প্রধান মানব বলিয়া বিশ্বাস হয় তাহাকে আদর্শ ধরিতে হইবে। তৎপর তাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। মনের এই বলের লৌকিক নাম দৈবশক্তি।

সুতরাং উদ্যমশীলবালক! শক্তির আরাধনা কর। তোমার মনের বল প্রবুদ্ধ হইলে তুমি সামান্য মানব হইতে উপরে উঠিতে সমর্থ হইবে। তোমার স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের নির্ম্মলআলোক-বর্ত্ম অনুসরণ করিয়া শত শত বালক যশোমন্দিরের চূড়া পরিচয় করিতে সমর্থ হইবে। সাধু চেষ্টা সর্ব্বত্র সিদ্ধার্থ একথা কখনও ভুলিও না।

জীবনের উদ্দেশ্য।

ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কএকটী প্রবন্ধে আমরা অনেকগুলি কথা বলিয়াছি; আর একটী বিষয়ে কএকটী কথা লিখিয়া উপসংহার করিব।

জীবনের এক প্রান্তে জন্ম অন্য প্রান্তে মৃত্যু; সাধারণের চক্ষে উভয়ই অন্ধকার, জন্মের পূর্ব্বাবস্থা জ্ঞানাতীত, মৃত্যুর পরের অবস্থাও মানবচক্ষুর বিষয় নহে; কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে আমরা যে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি এই মাত্র। একথা সকলেই জানি জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, জন্ম মৃত্যুর বিজ্ঞাপন মাত্র। আমরা পার্থিবজীবনে যাহাকে বড় হওয়া বলি তাহাই ছোট হওয়া; যে যত বড় সাধারণতঃ দেখিতে গেলে তাহার মৃত্যু তত নিকট। দিন ফুরায় সত্য; কিন্তু শরীরের দীন ফুরায় আত্মার নহে। শরীর অগ্নিতে ভস্ম হয়, মৃত্তিকায় মিশিয়া যায় বা অন্য প্রাণীর উদরস্থ হয়, শরীর থাকে না, আত্মা ধ্বংশ হয় না। সীমাবদ্ধ জীবনে যাহার নাম মৃত্যু, অনন্ত-জীবনে অন্যদিকে তাহারই নাম জন্ম।

পরকাল আছে একথা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করা যায়। জগতে এপর্য্যন্ত চিন্তাশীল যত জাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই অসন্দিগ্ধচিত্তে পরকাল স্বীকার করিয়াছেন। কেহবা দেহান্তর স্বীকার করেন, কেহ করেন না এইমাত্র প্রভেদ। আত্মা যে নিত্য, অবিনশ্বর সুতরাং অনন্ত এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।

সুতরাং মানবজীবন এখানে মাত্র সীমাবদ্ধ নহে। অনন্তকালসমুদ্রের একটী ক্ষণস্থায়ী বুদ্ বুদ্ এই মানবজীবন শরীর সহিত ধ্বংশ হইবে না; এই জীবনে অনুষ্ঠিতকার্য্যের ফলাফল আমাদিগকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইবে, কারণ আত্মাই একমাত্র ফলভোগী। এখানকার সামান্য কএকটী বৎসরের কার্য্যও নিষ্ফল নহে।

অতএব আমাদের জীবনের প্রত্যূষ সময় হইতে জীবনে করণীয় কার্য্যের এক একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে:—জীবনের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি, গন্তব্য পথই বা কোথায়, সে সমস্ত পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লইতে হইবে। মানব প্রকৃতি-হস্ত-নিক্ষিপ্ত বর্ত্তুল মাত্র নয়, যে সে কিরূপে বিক্ষিপ্ত হইল, কোথায়ই

বা পতিত হইবে তাহা কিছুই জানে না। তাহার ইচ্ছাশক্তি আছে, পাপ পুণ্য আছে, সুখ দুঃখ আছে; আছে বলিয়াই তাহার সাবধান হইবার আবশ্যক; লোষ্ট্রখণ্ডের সে সাবধানতার প্রয়োজন নাই।

উদ্দেশ্যবিহীন জীবন আর উন্মত্তের কল্পনা একরূপ, অস্থায়ী ও নিষ্ফল। যাহার জীবনের কোন একটী লক্ষ্য নাই, কোন্ পথে কিরূপে যাইবে তাহা জানে না, তাহার আবার মনুষ্যত্বের গৌরব কোথায়? বায়ুমধ্যে চালিত সায়কমার্গ যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না, লক্ষ্যবিহীন-জীবনও ঠিক তাই। যাহার লক্ষ্য স্থির আছে, তাহার জীবনবর্ত্মে দিগ্‌ভ্রম হইতে পারে না; জীবনসমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় যে সাবধানে আপনার অভীষ্ট নক্ষত্রে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারে, সে একদিন অবশ্যই উদ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিবে সংশয় নাই।

মানবজীবনে যদি লক্ষ্য স্থির না থাকে তাহা হইলে তরঙ্গ-তাড়িত কর্ণবিহীন নৌকার ন্যায় একবার এদিকে একবার ওদিকে বিক্ষিপ্ত এবং পরিশেষে নিমজ্জিত হইতে হয়। মনুষ্যের আহার বিহার শয়নোপবেশনাদি কার্য্যও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু এ পর্য্যন্ত করিলে মনুষ্যের কার্য্য শেষ হইল না, কারণ তাহা সাধারণ কার্য্য এবং স্থূলাংশ মাত্র। তাহার আবার সূক্ষ্মাংশ আছে।

এই উৎকৃষ্ট জীবন লাভ করিয়া মানবের কর্ত্তব্য কি তাহাই বিবেচনার বিষয়। ঈশ্বর মনুষ্যকে সামান্য সম্পত্তির অধিকারী করেন নাই। সমস্ত প্রাণী জগৎ, উদ্ভিজ্জ জগৎ, জল স্থল শূন্য সমস্ত খনিজ ধাতু, আলো বায়ু প্রভৃতি তাহার আপন সম্পত্তি। সে যাহা যেরূপে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতেছে। তাহার ভয়ে জগৎ কম্পিত, তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কাহারও সাহস নাই। এই পৃথিবীতে দেহপিঞ্জর-বদ্ধ মানবের এত ক্ষমতা। ক্ষমতা আছে সত্য, তাহার উপর আবার একটী শাসন-সূত্রও আছে। সে যেমন রাবণের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণকেও আজ্ঞাধীন করিতেছে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে অব্যাহত গমনাগমন করিতেছে, তেমনই আবার পাপপুণ্য ও কর্ম্মফলদ্বারা তাহার কৃতকার্য্য মিত হইতেছে। যে সেই কর্ম্মফল স্মরণ রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়, কেবল সেই মাত্র নিরাপদে চলিতে পারে।

সুবোধ বালক! জীবনের প্রথম হইতে এই একটী কথা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ, "জীবনে কাহারও অপকার করিব না।" পরোপকার করিতে সকলের সমান শক্তি থাকে না; কিন্তু অপকার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। উপকার করিতে সমর্থ হইলে সে অতি উত্তম কথা। যে নিঃস্বার্থভাবে সংসারে যথোচিত উপকার বিতরণ করে সে ইহলোকে দেবতা। যে, উপকার করিতে না পারিলেও কাহারও কখন অপকার করিবে না এইরূপ ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, সে মানব, তাহার জন্মও সার্থক। কিন্তু যে শক্তি-সত্ত্বেও পরোপকার-সাধন ঘৃণা করে, কেবল পরানিষ্ট সম্পাদনই জীবনের সঙ্কল্প, সে পিশাচ, তাহার জীবন ঘৃণনীয়। তাহার আত্মার অধোগতি নিশ্চয়। সুতরাং যদি তুমি জীবনের পূর্ব্বাহ্ণে পরানিষ্ট করিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া লও, আর সৌভাগ্য ক্রমে তাহা রক্ষা হয়, তাহা হইলে পরোপকার সাধন আপনা হইতে হইবে।

"সত্যের অপলাপ করিব না" জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহে এই আবশ্যকীয় দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা। যাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জা বা ভয় হয় তাহাই অকার্য্য, তাহাই বর্জ্জনীয়। পাপপুণ্য নির্ণয় করিতে এ লক্ষণটী অতি সহজ। যে কার্য্যসাধন করিলে মণ প্রফুল্ল হয়, কোনরূপ সঙ্কোচভাব উপস্থিত হয় না, তাহাই সৎকার্য্য, তাহার বিরুদ্ধ সমস্ত অসৎকার্য্য। জীবনে মিথ্যাব্যবহার করিবে না বলিয়া যদি তুমি দৃঢ়সঙ্কল্প কর, তাহা হইলে তোমার আত্মা নিশ্চয়ই কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিবে।

"ঈশ্বর আছেন, আমি যাহা করি মাত্র তাহা নহে, যাহা ভাবি তাহাও তিনি অবগত আছেন' এ সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা থাকা জীবনে আর এক আবশ্যক। বালক! তোমার হৃদয়ে নিয়ত এই সত্য জাগরুক থাকিলে কুকার্য্যে মতি কিরূপে হইবে? এক জন বিচারক আছেন, তাঁহার নিকট সাক্ষী প্রমাণ লাগে না, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী; পাপের শাস্তি পুণ্যের পুরস্কার তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। যদি ক্ষণেকের জন্যও তুমি এই সত্য বিস্মৃত না হও তাহা হইলে তোমার মন প্রতিনিয়ত ধর্ম্মে লক্ষ্য স্থির রাখিতে সমর্থ হইবে।

উপরে লিখিত তিনটী বিষয় যাহার আয়ত্তাধীন, বিবেক তাহার চিরসঙ্গী। সে যদি মুহূর্ত্ত জন্যও পাপবাসনা মনে স্থান দেয়, বিবেক আসিয়া তাহার কাণে কাণে নিষেধ করে. সে অমনি যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠে;

তাহার মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আর পাপকার্য্য করিতে তাহার সাহস হয় না। যে ব্যক্তির ঐ তিনটী বিষয়ে অভাব, তাহার বিবেকও মূক, তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত। প্রিয় বালক! ঐ তিনটী বিষয় তুমি আপন সম্পত্তি করিয়া লও, সমস্ত মানবধর্ম্ম তোমার আয়ত্ত হইবে আধ্যাত্মিক উন্নতির আর কোনও বিঘ্ন থাকিবে না, তুমি ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায় শৈশব সময় হইতে ধর্ম্মপথের পান্থ হইবে।

যেমন মানসিক উন্নতির পক্ষে ঐ তিনটী বিষয়ে নিয়ত লক্ষ্য থাকা আবশ্যক, তেমনই পার্থিব উন্নতির পক্ষেও জীবনের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকার প্রয়োজন। জননী এবং জন্মভূমির প্রতি সমান ভালবাসা রাখিতে হহবে। এবং "লোকে যেন আমাকে ভুলিয়া না যায়" এই একটী কথা মনে রাখিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে এই একটী লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ঐহিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। অসৎকার্য্য যত গুরুতর, যত ভীষণ হউক না কেন, জনসাধারণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টান্ত স্থলে কিছু দিন তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিলেও তাহা চিরস্মরণীয় নহে। পথে গমনকালে কোন বীভৎস কাণ্ড, নিতান্ত ঘৃণনীয় বিষয় লক্ষ্য করিলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু কাল তাহা মনে উদয় হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে কেবল নিষ্ঠীবন এবং বিস্মরণবাসনা বৃদ্ধি করে এই মাত্র। বঙ্গকবিকুলচূড়ামণি তাঁহার অতুল্য ভাষায় এই অমরত্ব বর্ণন করিয়াছেন :—

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

লোকে ভুলিবে না এবং মনের মন্দিরে চিরকাল পূজা করিবে মানবের আকাঙ্ক্ষার চরমোৎকর্ষ এই। মানবের মনঃ প্রাণ চেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকিলে অভীষ্টও লাভ হয়। যশোমন্দিরের যাত্রিগণের ইতিহাস পাঠ কর, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী; বনবাসীভ্রাতা লক্ষ্মণ মাত্র তাঁহার সহায়। একদিকে অমিত প্রতাপ রাজাধিরাজ রাবণ সিংহল এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর, চন্দ্রসূর্য্যবায়ুবরুণ-সেবিত প্রকৃতিদেবী তাঁহার কিঙ্করী, সমুদ্র তাঁহার পরিখা; অন্যদিকে নির্ব্বাসিত, স্বজনবন্ধু বিবর্জ্জিত, দূরদেশগত এবং পত্নী

বিরহে জীবন্মৃত রামচন্দ্র। রামের প্রতিজ্ঞা, রাবণকে পরাস্ত করিয়া সীতা উদ্ধার করিবেন। শুনিতে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু মনের বলের নিকট অসম্ভব নাই। রামের লক্ষ্য স্থির ছিল, সুতরাং সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। লক্ষ্মণের দৈববাণী "বলং বলং বাহুবলং" প্রমাণিকৃত হইল। রাম অমর; সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়াগিয়াছে তাঁহাকে কেহ ভুলিয়া যায় নাই, যাইবে না। তাঁহার কবি বাল্মীকিও অমর; কারণ তিনিও আপন উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছেন।

এক দিকে দুর্য্যোধনের অদম্য রাজশক্তি, ভারতবর্ষে একরূপ একাধিপত্য, অন্যদিকে বনবাসী পঞ্চপাণ্ডব,—ভিক্ষান্নজীবী, ছদ্মবেশী, বিড়ম্বিত, নির্ব্বাসিত পঞ্চপাণ্ডব প্রতিজ্ঞা করিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে সম্রাট্ হইবেন; বামনের চন্দ্র ধরিতে হস্ত প্রসারণের ন্যায় তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা দুর্য্যোধনের উপহাসের বিষয় হইল। কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ সর্ব্বদাই সফলমনোরথ। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে অষ্টাদশ অক্ষোহিণী সমাধিলাভ করিল, পঞ্চপাণ্ডব সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, যশঃ-সৌরভ যুগযুগান্ত বিস্তৃত হইল। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সত্যানুরাগ, ভীমের বাহুবল এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, অর্জ্জুনের স্থিরবীর্য্য এবং অতুলশিক্ষা জগৎ এখনও বিস্মৃত হইবে না। তাঁহারা অমর, তাঁহাদের কবি ব্যাসদেবও অমর।

মহামহোপাধ্যায় শাক্যসিংহ মানবের শোকদুঃখে অধীর হইয়া মানবমনে শান্তিসুধা বিতরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তজ্জন্য স্নেহপরায়ণ পরমারাধ্য জনক, পতিপরায়ণা প্রিয়তমাপত্নী, প্রিয়দর্শন সুকুমার তনয়, রাজবিভব সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। পরিশেষে অশেষবিধ অধ্যয়ন, জ্ঞানান্বেষণ এবং কঠোরতম তপস্যাদ্বারা তিনি সিদ্ধার্থ হইলেন। আজ সার্দ্ধ-চতুঃপঞ্চাশৎকোটি লোক তাঁহার শিষ্য। বুদ্ধদেব অমর।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম টলটলায়মান। ভারতবর্ষ বৌদ্ধময় হইল। তখন দাক্ষিণাত্যে মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন। তেমন অল্প বয়সে তাদৃশ অসাধারণপাণ্ডিত্য, অলোকিকবিতণ্ডাক্ষমতা পৃথিবী বোধ হয় আর কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, বৌদ্ধপণ্ডিতগণকে পরাস্ত এবং প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিবেন। তখন তিনি বালকমাত্র। আগ্নেয়গিরিগহ্বর-নিঃসৃত দ্রবধাতুর ন্যায় এই জ্বলন্ত প্রতিভা দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে বাহির হইল। সমস্ত

বৌদ্ধ পণ্ডিত সেই বালকের নিকট পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; সেই জয়স্থলসমূহে একশত একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। যাঁহারা অপমান বোধ করিলেন তাঁহারা দূরবর্ত্তী স্থানে প্রস্থান করিলেন। হিন্দুধর্ম্ম ভারতে পুনঃ স্থাপিত হইল। শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধার্থ। তাঁহার তিরোভাবসময়ে বয়স মাত্র দ্বাত্রিংশবৎসর। তিনি অমর।

একবার পঞ্চদশ শতাব্দীর অপরাহ্ন এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রত্যুষকালের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, বঙ্গদেশে কি অসামান্য ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে। শান্তিপুরে শিশু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্য দেখিলেন সংসারে ধর্ম্মভাব নাই, সব যেন শুষ্ক। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন স্বর্গীয় প্রেম ধরাধামে আনয়ন করিবেন, সেই স্রোতে বঙ্গদেশ ভাসিয়া যাইবে। জননী শচীর আর্ত্তনাদ, পতিব্রতা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার সাংসারিক প্রেম তাঁহাকে সংসারে রাখিতে পারিল না। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা সফল হইল, স্বর্গ হইতেই যেন প্রেমবারি অজস্রধারায় বঙ্গদেশে বর্ষিতে লাগিল, সমস্ত দেশ মাতিয়া উঠিল। যবন হরিদাসও বঞ্চিত হইল না। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল তাঁহার ঐশপ্রেমে সমান অধিকারী; কেবল তাহাই নহে, হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও হরিভক্তিবিহীন দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য বঙ্গদেশে এত বৈষ্ণব; সেই জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তনে আজও বঙ্গসংসার উন্মত্ত। চৈতন্যদেব সফলমনোরথ।

গ্রীসের এবং প্রাচীন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী দিমস্থিনিস স্পষ্ট কথা কহিতে পারিতেন না। তোতলা, অস্পষ্টভাষী, কদর্য্য ভঙ্গীমান দিমস্থিনিস প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি বাগ্মী হইবেন। মূকের মনের কথা খুলিয়া বলা যেমন অসম্ভব দিমস্থিনিস তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে প্রথমে লোকে তেমনই অসম্ভব মনে করিত। তাঁহার হৃদয়ে প্রদীপ্ত অনল, জ্বলন্ত দেশানুরাগ, মাসিদন-পতি ফিলিপের অত্যাচার প্রতপ্তলৌহ-শলাকার ন্যায় বিদ্ধ, তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অসাধারণ অধ্যবসায়, অমিত পরিশ্রমদ্বারা উচ্চারণের স্বাভাবিক দোষ সংশোধন করিলেন; দর্পণসমক্ষে একাকী রুদ্ধগৃহে চেষ্টা করিয়া অঙ্গভঙ্গী অভ্যাস করিলেন। পর্ব্বতগহ্বরে, গভীর অরণ্যে, নির্জ্জন প্রান্তরে বক্তৃতা করিতে করিতে আপনাকে

প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। পরিশেষে ফিলিপের বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তৃতা-বহ্নি আগ্নেয়গিরিগহ্বর-নিঃসৃত দ্রবধাতুর ন্যায় বাহির হইতে লাগিল। দিমস্থিনিস সিদ্ধ-কাম, তিনি পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী।

কার্থেজের অদ্বিতীয় সেনাপতি হানিবল পিতৃআজ্ঞায় নবমবর্ষ বয়সে প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি রোম জয় করিবেন। শিবজী বাল্যকালে সঙ্কল্প করিলেন মহারাষ্ট্র স্বাধীন হইবে। নেপোলিয়ন শৈশবসময়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। কে কি উপায়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ইতিহাসে তত্তাবৎ বর্ণিত আছে, বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

বঙ্গের কবিগুরু মধুসূদন কল্পনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"————রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে,
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা, মেঘনাদবধ কাব্য সে প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়াছে। তাই আজ মধুসূদনও

'————ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

কথিত আছে ইয়োরোপে কোন নগরে একটী সূত্রধর একখানি বেঞ্চ অতি যত্নের সহিত পালিস করিতে ছিলেন। একজন বন্ধু তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন, অন্যে বসিবে তজ্জন্য এত যত্ন কেন? সূত্রধর বলিলেন "সখে! পরের জন্য আমার এ পরিশ্রম নহে। একদিন আমি এই আসনে বসিব।" আসনখানি বিচারাসন, দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের জন্য। অসাধারণ অধ্যবসায়, অকলঙ্কচরিত্র এবং জনসাধারণের ভক্তি ও ভালবাসার সাহায্যে তিনি দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ হইয়া ঐ আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। সূত্রধরের লক্ষ্য স্থির ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইলেন।

জর্ম্মণির অন্তর্গত একটী কালেজে কএকটী ছাত্র জর্ম্মণির তৎকালের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন শত শত ক্ষুদ্র রাজ্যে জর্ম্মণির দেহ খণ্ড বিখণ্ড, এবং তাহাই বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ। সুতরাং তাঁহাবা প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এক দিন জর্ম্মণরাজ্যের একী-

করণ সংসাধন করিব, না হয় সেই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব।" এই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য হইল। তাঁহাদের দলপতি অষ্টাদশবর্ষীয় বিস্‌মার্ক। বিস্‌মার্ক কৃতকার্য্য হইলেন। দীর্ঘকালের অধ্যবসায় নিষ্ফল হয় না, জর্ম্মণরাজ্যের একতা সংসিদ্ধ হইল; ১৮৭১ সনে একতার বল প্রতিপাদিত হইল, —সীদানের যুদ্ধ, তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন জর্ম্মণির বিজয় এবং বিস্‌মার্ক প্রিন্সবিস্‌মার্ক এবং ইয়োরোপে অদ্বিতীয় ব্যক্তি! এখন আর ফরাসীর রাজধানীতে সন্ধিবিগ্রহ হয় না, বার্লিন এখন রাজগণের মিলিবার স্থান! দেশানুরাগ না থাকিলে এই সকল মহাপুরুষ চিরস্মরণীয় হইতেন না। গ্রীসের মহাবীর এল্‌কিবাইদিস্‌কে কে প্রীতির সহিত স্মরণ করে?

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে যেবিষয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য রাখিয়াছে আহার বিহার, শয়নোপবেশনে একবারও বিস্মৃত হয় নাই, সেই সেলক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। পৃথিবীর ইতিহাস তাহার শত শত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ যে বাল্যকালে দ্রোণোপদিষ্ট কুরু পাণ্ডবগণমধ্যে মধ্যমপাণ্ডব অর্জ্জুন বৃক্ষপত্রান্তরালে উপবিষ্ট ক্ষুদ্র পক্ষীটির মস্তক লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই লক্ষ্য অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, উত্তর কালে তাহাতেই তিনি পাঞ্চালনগরে লক্ষ্যবেদ্ধা, কুরুক্ষেত্র জেতা এবং সংসারে অমর। সামান্য বিষয়টির লক্ষ্যের সহিত জীবনের শেষ লক্ষ্যের এমনই সম্বন্ধ!

লক্ষ্যস্থির রাখিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহা যেন নিম্ন দিকে যায় না। ধনী দরিদ্র হইতে, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর হইতে চেষ্টা করিলে অতি সহজে পারে। কিন্তু তাহা অবনতি, উন্নতি নহে। জগৎ অদৃশ্য ভাবে প্রতিনিয়ত উন্নতির দিকে ধাবমান, উন্নতিই সকলের লক্ষ্য এবং চেষ্টার বিষয়। আজ যদি তুমি সহস্র হস্ত উচ্চে উঠিতে চেষ্টা কর, আর তাহাতে তোমার সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে, কোন দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ ততদূর উঠিতে সমর্থ না হইলেও অর্দ্ধ পথ আরোহণ তোমার পক্ষে ক্লেশকর হইবে না। আর যদি তোমার আশা মাত্র একহস্ত উচ্চে উঠিবার জন্য তোমাকে উপদেশ দেয়, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেও কেহ তাহা লক্ষ্য করিবে না।

সুতরাং জীবনের লক্ষ্য উন্নত, এবং কেবল উন্নত নহে পবিত্র হওয়া

আবশ্যক। সাধারণ কথায় বলে, যাহার আশা ক্ষুদ্র তাহার আশয়ও ক্ষুদ্র এ মহাবাক্য সর্ব্বদা যেন স্মরণ থাকে। আশা মনের বল; আশায় মনে স্ফূর্ত্তি কর্ম্মে অনুরাগ জন্মে। জীবনে কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে যেন সমস্তই অন্ধকার। আশার আলোকে গমন করিতে করিতে কর্ম্মপথ পরিষ্কার বোধ হয়।

আমরা দেখিতে পাই সংসারে একজন আপন বুদ্ধিবলে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মন্ত্রমুগ্ধসর্পের ন্যায় যথেচ্ছাক্রমে ঘুরাইতেছে ফিরাইতেছে। একজন চালক, একজন চালিত। কণিক, চাণক্য, শকটার; কার্ডিনাল, রিশিলু, মেজেরিন, কলভার্ট; উইলিয়ম পীট্, লর্ডপামারষ্টোন, লর্ড বিকন্সফিল্ড, গ্ল্যাডষ্টোন্, প্রিন্স বিসমার্ক; নেপোলিয়ন, ক্রমোয়েল; ইটালীর দুই একজন পোপ, মেকিয়াভেলিঃ—পৃথিবীস্থ সকলেই যেন ইহাঁদের বুদ্ধির নিকট সঙ্কুচিত ভীতিবিহ্বল এবং নিস্পন্দ। তাহার কি কোন কারণ নাই? কারণানুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হয় না। জীবনের পূর্ব্বাহ্নেই এই সকল মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন একদিন ইহাঁরা দেশের শাসনচক্র চালাইবেন, রাজগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন, সাম্রাজ্য ইহাঁদের ক্রীড়াপুত্তল হইবে। ইতিহাস জানে ইহাঁরা সকলেই সিদ্ধার্থ। স্থিরপ্রতিজ্ঞ মেজেনি, গ্যারিবল্ডি; অধ্যবসায়সম্পন্ন ওয়াসিংটন, রিয়েনজি; প্রতিভাশালী নিউটন, বেকন, ফ্রাঙ্কলিন্কে এবিষয় প্রমাণ না করেন?

রবার্টক্লাইব বাল্যকালে অতি দুষ্টপ্রকৃতি বালকছিলেন। পিতা মাতার শাসনে এবং প্রতিবেশিগণের তিরস্কারে তিনি আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং পিস্তলদ্বারা আপনার বক্ষস্থল লক্ষ্য করেন। পিস্তল ছুটিল না। পুনরায় চেষ্টা করিলেন, আবারও ছুটিল না। রবার্টক্লাইব চমকিয়া উঠিলেন। কেন এরূপ হইল একবার চিন্তা করিলেন। তাঁহার প্রসুপ্ত কোন শক্তি যেন প্রবুদ্ধ হইল। তাঁহার মনে হইল জগতে অবশ্যই কোন মহৎ কার্য্য সংসাধন জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, শৃগালকুকুরবৎ তাঁহার জীবন বিনষ্ট হইবার নহে। তখন আত্মহত্যার সঙ্কল্প উড়িয়া গেল, এক মহাচিন্তা একমাত্র লক্ষ্য মনঃপ্রাণ অধিকার করিল,—কিরূপে জীবন কার্য্যক্ষম হইবে যশোমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। ভারতবর্ষ তখন কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিলেন, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন কেরাণী হইয়া আসিলেন। লেখনীর

বিনিময়ে বন্দুক লইয়া আর্কট অবরোধকালে আপনার প্রথম পরিচয় প্রদান করিলেন। পরিশেষে খেলিতে খেলিতে ভারতে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন; আপনি রাজপ্রতিনিধি হইয়া পরমসুখে কএক বৎসর ভারতে রাজত্ব করিলেন। সমস্ত ব্রীটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং "ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তা" শীর্ষক পুস্তকে তাহা সবিস্তার বর্ণিত আছে.

তরুণবয়স্ক বালক! যদি বড় হইতে চাও, জীবনের প্রথমদিকে মন যে পথে ধাবিত হয়, মন যে সাধু বিষয় অধিক ভালবাসে, তাহাই অবলম্বন কর। পৃথিবীর ইতিহাস হইতে তোমার মনোমত একটী উচ্চতম আদর্শ-চরিত্র বাছিয়া লও। যখন যে কোন কার্য্যকর, যে বিষয় চিন্তা কর ঐ আদর্শচিত্রটী একবারও ভুলিও না। তোমার জীবনের সকল কার্য্যই যেন তাদৃশ মহৎ ভাবে চালিত ও গঠিত হয়। তাহা হইলে তোমার বড় হইতে কোনও অসুবিধা হইবে না। যাহার জীবনে তাদৃশ কোন আদর্শ নাই। সে দিক্‌ভ্রান্ত পথিক, জীবনবর্ত্ম অতিবাহন করিতে পদে পদে তাহার বিপদ। আর যাহার পন্থাপ্রদর্শক আদর্শ আছে, সে নিরাপদ। সে কখনও পথে লুক্কায়িত কূপমধ্যে পতিত হইবে না, কণ্টকেও তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত করিবে না। যাহার লক্ষ্য স্থির আছে যশোমন্দিরের মঞ্চ পরম্পরা তাহার সম্পূর্ণ আলোকিত। আর যাহার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির নাই, তাহার পক্ষে সে মন্দিরের দ্বার চিরাবরুদ্ধ ও অন্ধকার। সে সংসারক্ষেত্রে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইবে,—দিগ্‌ভ্রান্ত উদ্দেশ্যভ্রান্ত ভাবে বাত-তাড়িত শুষ্কপত্র বা তৃণখণ্ডের ন্যায় একস্থান হইতে স্থানান্তরে বিক্ষিপ্ত হইবে। উদ্দেশ্যবিহীন জীবন সম্পূর্ণ নিষ্ফল, তাদৃশ লোকের জীবনধারণ নিরর্থক মাত্র।

সম্পূর্ণ।